



শেখ হামিনা
উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মুজিব
শতবর্ষে শতভাগ
বিদ্যুৎ



শেখ হামিনা উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ
শুভ উদ্বোধন
১৯৬৬ সালের জুলাই মাসের ১৯তম
তারিখে



বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২১-২০২২



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



মুজিব
শতবর্ষে শতভাগ
বিদ্যুৎ

বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ২০২১-২০২২



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



উপদেষ্টা

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
জনাব নসরুল হামিদ, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

সম্পাদনা

এস এম এনামুল কবির, অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয় অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ
মোঃ নিজাম উদ্দিন, অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ
ড. মোঃ গোলাম ফারুক, অতিরিক্ত সচিব, সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ
মোঃ নূরুল আলম, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ
মোহাম্মদ হোসাইন, মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল
মাহমুদুল কবীর মুরাদ, যুগ্মসচিব (সমন্বয়), বিদ্যুৎ বিভাগ

সহ-সম্পাদনা

মোঃ জাহিদুল ইসলাম, উপসচিব, সমন্বয়-১ অধিশাখা, বিদ্যুৎ বিভাগ
এ. কে. মোহাম্মদ সামছুল আহসান, উপসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা, বিদ্যুৎ বিভাগ
মোঃ সাজিবুল হক, পরিচালক, অপারেশনাল পারফরমেন্স, পাওয়ার সেল
এস.এম. মাসুদুজ্জামান, উপ-পরিচালক, এমআইএস, পাওয়ার সেল

প্রকাশকাল

১৫ অক্টোবর ২০২২

মুদ্রণ

আর.এন. কমিউনিকেশনস
রসূল ভিউ (৩য় তলা-৩/সি), ৬৫ ময়মনসিংহ রোড
বাংলামটর, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮ ০২ ৪১০৬০৩৯১, ০১৭১১০৪৯৭২৪

© কপিরাইট

বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
ই-মেইল : coord-1@pd.gov.bd
info@powercell.gov.bd





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ আষাঢ় ১৪২৯

১৩ জুলাই ২০২২

বিদ্যুৎ বিভাগ 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২' প্রকাশ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করার স্বীকৃতি স্বরূপ বিদ্যুৎ বিভাগ সর্বোচ্চ 'স্বাধীনতা পুরস্কার' এ ভূষিত হয়েছে এ উপলক্ষে আমি বিদ্যুৎ বিভাগকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

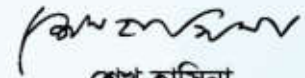
জিডিপির টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে ধরে রাখার জন্য টেকসই, নির্ভরযোগ্য ও সশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ প্রয়োজন। এ নিরিখে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এর যথাযথ ব্যবহারের ফলে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ, যা আমাদের বিগত ১৩ বছরের নিরলস পরিকল্পনা, পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার ফসল। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণ, অধিক খাদ্য উৎপাদন, নতুন নতুন শিল্প স্থাপন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নানামুখী উন্নয়নে বিদ্যুৎ খাতের অবদান অপরিসীম।

২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৪৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শতভাগে উন্নীত হয়েছে এবং দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,৭০০ মেগাওয়াট।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যুৎখাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ সবার জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের সার্বিক সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।


শেখ হাসিনা



ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি
ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শতভাগ বিদ্যুতায়নে সরকারের বিরাট সাফল্য দেশবাসীকে আনন্দিত ও আশাবাদী করেছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধার বিস্তৃতি অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের এগিয়ে চলাকে আরও বেগবান করবে। বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আসার পর থেকে দুর্গম প্রত্যন্ত গ্রামের জনপদগুলো জেগে উঠেছে নতুনভাবে। আধুনিক জীবনধারণের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এসব এলাকার মানুষ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা শতভাগ মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস সিঙ্গেল ডিজিটে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। বিদ্যুৎ খাতের এ উত্তরোত্তর সাফল্যের ফলে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য একটি অনুসরণযোগ্য রোল মডেল হতে পারে।

এ প্রকাশনাটি গত এক বছরে বিদ্যুৎ খাতে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তার একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২' প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম



নসরুল হামিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বিদ্যুৎ বিভাগ ২০২১-২২ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করার বিদ্যুৎ বিভাগকে ২০২২ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। এ অর্জন বিদ্যুৎ বিভাগ, আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি সকলের। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বের জন্যই এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বিদ্যুৎ আমদানি, ক্যাপিটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫,৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরেও বিদ্যুৎ উৎপাদন, সম্বলন ও বিতরণ খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপরদিকে সম্বলন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে বিদ্যুৎ বিভাগের বলিষ্ঠ ভূমিকা উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ৭ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৪ কোটি ৩১ লক্ষে উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ ১ বছরে ২৪ লক্ষ নতুন গ্রাহক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী শতকরা ৯৯.৫০ ভাগ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে শতভাগে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস বিগত অর্থবছরে ৮.৪৮ শতাংশ হতে ০.৭৪ শতাংশ হ্রাস করে ৭.৭৪ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে যা ২০০৯ সালে ছিল ১৪.৩৩ শতাংশ। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৬০ কিলোওয়াট ঘণ্টা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬০৮.৭৬ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ১ বছরে ৪৮.৭৬ কিলোওয়াট ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে নতুন ১৬,৫৬২ কিলোমিটার বিতরণ লাইনে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে এবং ৬৬৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় খিঁড়ে যুক্ত হয়েছে।

আমাদের মূল শক্তি হচ্ছে সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় ও সাহসী নেতৃত্ব। ২০৪১ সালের উন্নত বাংলাদেশ কল্পনা করেই বিদ্যুৎ খাতকে সাজানো হচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যবহার ক্রমান্বয়েই বাড়ানো হচ্ছে। একইসঙ্গে বিদ্যুৎ শাস্ত্রী কার্যক্রমের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকলের একাত্মচিন্তে কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ।

বার্ষিক প্রতিবেদনে সার্বিক কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে বিধায় গবেষণা সংশ্লিষ্টদের অনুসন্ধান কাজে সহায়ক হবে। আমি আশা করি, বিদ্যুৎ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে কার্যকর ও ফলপ্রসূ অবদান রাখবেন।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি



মোঃ হাবিবুর রহমান
সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ



আমি জেনে আনন্দিত যে, বিদ্যুৎ বিভাগ ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে যে কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রকাশিতব্য প্রতিবেদনে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সর্বাঙ্গিক কর্মকাণ্ডের একটি সম্যক চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করার বিদ্যুৎ বিভাগকে সরকার 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' এ ভূষিত করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, যুগোপযোগী নেতৃত্ব এবং দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে বিগত এক দশকে বিদ্যুৎ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫,৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা ২৭টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫৩টি হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩,৮৮৯ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন ১৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৬২ কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ৪৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে শতভাগে উন্নীত করা হয়েছে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ মুজিববর্ষকে 'সেবাবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। একই সঙ্গে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষেও বেশ কিছু ভিন্নধর্মী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়।

বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী সরকারের লক্ষ্য হলো বিদ্যুতের উৎপাদন ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা, যা উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাৎপর্যবহু ভূমিকা রাখবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নেও যথাযথ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি খাত, বেসরকারি খাত, পিপিপি, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং এর মাধ্যমে এ খাতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জোর দেওয়া হচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোভিড মহামারির বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও এ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করেছেন। ফলে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

আমি আশা করি, এ প্রতিবেদনটির দ্বারা সংশ্লিষ্ট অংশীজন, সাধারণ পাঠক, বিনিয়োগকারী ও গবেষকগণ প্রভূতভাবে উপকৃত হবেন। প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোঃ হাবিবুর রহমান



সম্পাদকীয়

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। দেশের ক্রমাগত উন্নয়নের সাথে সাথে বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসডিভি ২০৩০ এর লক্ষ্য-৭ বাস্তবায়ন এবং সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' তথা উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ। এ প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ বিভাগের লক্ষ্য হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা। বিদ্যুৎ উৎপাদনে জোর দেওয়া হচ্ছে নবায়নযোগ্য জ্বালানিকেও। এছাড়া বিদ্যুতের দক্ষ ও সশ্রয়ী ব্যবহারের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এ্যালোকেশন অব্ বিজনেস এ্যামং দি ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিস এন্ড ডিভিশনস, বিদ্যুৎ আইন ২০১৮, বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা, রূপকল্প, অভিলক্ষ ইত্যাদির আলোকে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত বিদ্যুৎ বিভাগের বহুমুখী কার্যক্রম বিস্তৃত পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে। সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে পূর্বাগত কার্যক্রমের। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সারণী ও বিভিন্ন ধরনের চিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের সংহতি ঘটানো হয়েছে। ফলে প্রতিবেদনটি বিদ্যুৎ খাত সংশ্লিষ্ট গবেষক, গবেষণা সংস্থা ও আলোচকদের বিশেষ উপকারে আসবে। সাধারণ পাঠকগণও প্রতিবেদনটি পাঠ করে সরকারের বিদ্যুৎ খাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবেন মর্মে আমি বিশ্বাস করি।

প্রতিবেদনটি প্রস্তুতে সর্বাঙ্গিক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি এবং সম্মানিত বিদ্যুৎ সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্পাদনা ও সহ-সম্পাদনা পর্ষদের সদস্যদের। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রয়াসের কারণে যথাসময়ে মানসম্মত এ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। যুগপৎ ধন্যবাদ ও অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বয়-১ অধিশাখা, পাওয়ার সেল, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রধানসহ সম্পৃক্ত সকলকে। আমি একইসাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আর.এন. কমিউনিকেশনস-কে। তাদের উদ্বীপিত প্রচেষ্টার ফলে এই প্রতিবেদনটি যথাসময়ে প্রকাশিত হলো।

সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও প্রতিবেদনটির কোথাও কোথাও মুদ্রণজনিত ত্রুটি এবং তথ্যগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করবেন যা ভবিষ্যতে অধিকতর মানসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতে সহায়ক হবে।

আমি বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ এর সর্বোচ্চ উপযোগিতা ও ফলপ্রসূতা প্রত্যাশা করছি।

এস এম এনামুল কবির
অতিরিক্ত সচিব
সমন্বয় অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ



“ গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে।
ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। ”

শেখ মুজিবুর রহমান

জুলাই ১৯৭৫



বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়



শেখ হামিনার
উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের
স্বীকৃতিস্বরূপ এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করায়
বিদ্যুৎ বিভাগের 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' অর্জন



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' গ্রহণ করছেন
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি।
তারিখ: ২৪ মার্চ ২০২২

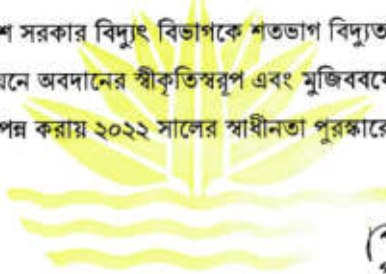


প্রাপ্ত 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
মন্ত্রী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নিকট হস্তান্তর।



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাধীনতা পুরস্কার
সম্মাননাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ বিভাগকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন
সফলভাবে সম্পন্ন করায় ২০২২ সালের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করছে।



Sheikh Mujibur Rahman
প্রধানমন্ত্রী

১০ চেষ্ট্র ১৪২৮
২৪ মার্চ ২০২২

Acronyms and Elaborations

APA	: Annual Performance Agreement
APSCL	: Ashuganj Power Station Company Limited
BERC	: Bangladesh Energy Regulatory Commission
BPDB	: Bangladesh Power Development Board
BPMI	: Bangladesh Power Management Institute
CPGCBL	: Coal Power Generation Company Bangladesh Limited
CRS	: Corporate Social Responsibility
CTT	: Coal Transshipment Terminal
DESCO	: Dhaka Electric Supply Company
DNCC	: Domestic Network Coordination Committee
DPDC	: Dhaka Power Distribution Company
EGCB	: Electricity Generation Company of Bangladesh
ERP	: Enterprise Resource Planning
FGMO	: Free Governor Mode of Operation
GIS	: Geographic Information System
GPMS	: Government Performance Management System
HFO	: Heavy Furness Oil
HSD	: High Speed Diesel
IEPMP	: Integrated Power System Master Plan
IIG	: International Internet Gateway
ISP	: Internet Service Provider
LAD	: Load Area Network
NESCO	: Northern Electricity Supply Company
NLDC	: National Load Dispatch Center
NTTN	: Nationwide Telecommunication Transmission
NWPGCL	: North-West Power Generation Company Limited
OCEI	: Office of the Chief Electric Inspector
OCSMS	: Online Customer Service Management System
OIMS	: Operational Information Management System
OPGW	: Optical Ground Wire
PGCB	: Power Grid Company of Bangladesh
PIC	: Project Implementation Committee
PO 59	: Presidential Order 59
POS	: Point of Sales
PSC	: Project Steering Committee
PSMP	: Power System Master Plan
PVA	: Provisional Vendor's Agreement
REB	: Rural Electrification Board
RJSC	: Registrar of Joint Stock Companies And Firms
RPCL	: Rural Power Company Limited
SAIDI	: System Average Interruption Duration Index
SAIFI	: System Average Interruption Frequency Index
SCADA	: Supervisory Control and Data Acquisition
SDG	: Sustainable Development Goals
SREDA	: Sustainable & Renewable Energy Development Authority
TMLM	: Transfer Maintenance & Load Management
UGC	: University Grant Commission
WZPDCL	: West Zone Power Distribution Company Limited

সূচিপত্র

বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো	১-৬
এক নজরে বিদ্যুৎ খাত	৭-৮
মুক্তিবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম	৯-১২
বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১৩-২২
বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ	২৩-১০৮
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১০৯-১২০
বিদ্যুৎ সংগঠন	১২১-১৩০
বিদ্যুৎ বিতরণ	১৩১-১৩৬
নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়	১৩৭-১৪৪
বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ	১৪৫-১৪৬
আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা	১৪৭-১৫০
বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন	১৫১-১৫৪
আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন	১৫৫-১৫৮
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার	১৫৯-১৬৪
মানবসম্পদ উন্নয়ন	১৬৫-১৬৮
এডিপি বাস্তবায়ন	১৬৯-১৭২
বিশেষ কার্যক্রম	১৭৩-১৮১
বিদ্যুৎ খাতের চ্যালেঞ্জ	১৮২
পরিশিষ্ট-১	১৮৩-২০৬
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের তালিকা	
পরিশিষ্ট-২	২০৭-২২৪
প্রকল্পসমূহের তালিকা	



বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো



আওগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব), জিটি ইউনিট

বিদ্যুৎ বিভাগ পরিচিতি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগ যাত্রা শুরু করে ১৯৯৮ সালের ২৫ মার্চ। এ বিভাগের ওপর অর্পিত মূল দায়িত্ব হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং এ সম্পর্কিত কার্যক্রম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বিদ্যুৎ-কে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়, “নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।” স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক বিদ্যুৎ এবং ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণ করতে হলে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে প্রণীত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। সংবিধানে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অঙ্গীকার ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ বাস্তবায়নকল্পে বিদ্যুৎ বিভাগ বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে ‘মুজিববর্ষে’ দেশব্যাপী শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করে। বিদ্যুৎ বিভাগের এই অভূতপূর্ব অর্জনের মূলে রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী ও গতিশীল নেতৃত্ব। তিনি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগকে নিরন্তর নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন।

বিদ্যুৎ বিভাগের লক্ষ্য হলো দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা বিবেচনা করে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বিদ্যুৎ বিভাগ বিস্তৃত পরিসরে কাজ করছে।

ভিশন

যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

মিশন

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতের সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য শাস্ত্রীয় মূল্যে মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

কার্যাবলি

‘এ্যালোকেশন অব বিজনেস এ্যামং দি ডিফারেন্ট মিনিস্ট্রিস এন্ড ডিভিশনস’ অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. জলবিদ্যুৎসহ প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তির উৎসসমূহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সম্পর্কিত সকল ধরনের নীতি এবং এ সম্পর্কিত সকল বিষয়।
২. জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি প্রণয়ন এবং এর প্রশাসনিক কার্যক্রম।
৩. বৈদ্যুতিক শক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, জ্বালানি দক্ষতা এবং সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও বৈদ্যুতিক শক্তির বিকাশ।
৪. যেকোন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ইলেকট্রিসিটি ছিড়ে দেওয়া বৈদ্যুতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যক্রম।
৫. Bangladesh Energy Commission Act, 2003 দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন বৈদ্যুতিক উদ্যোগের জন্য লাইসেন্স প্রদান (Acquisition) এবং প্রত্যাহার।
৬. বিদ্যুৎ আইনের বাস্তবায়ন তথা এর প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং বিদ্যুৎ আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াদি।
৭. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্টী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) এবং বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন গঠিত কোম্পানিসহ অন্য যেকোন এ বিষয়াদির সংস্থা সম্পর্কিত কার্যক্রম।

৮. বিদ্যুৎ বিভাগ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ওপর সকল আইন।
৯. এই বিভাগ এবং অধীন কর্তৃপক্ষ, সংস্থা/অধিদপ্তর বা অফিসসমূহ ইত্যাদির বাজেট, প্রশাসন ও অর্থের নিয়ন্ত্রণ।
১০. এই বিভাগের ওপর অর্পিত বিষয়াদির ওপর যেকোন তদন্ত ও পরিসংখ্যান।
১১. বিদ্যুৎ, জ্বালানি দক্ষতা এবং জ্বালানি সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণা।
১২. আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত বিদ্যুৎ বিভাগ সম্পর্কিত কার্যাদির ফি।
১৩. বিদ্যুৎ বিভাগের ওপর অর্পিত বিষয়াদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তি।
১৪. জলবিদ্যুৎসহ বিদ্যুৎ খাতে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য (Cross-border trade) এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা।
১৫. অন্যান্য দেশ ও ইন্টারন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি এজেন্সি (IRENA) সহ বিশ্ব সংস্থাসমূহের সাথে লিয়ার্জো এবং চুক্তি (Treaties and Agreements)।

কর্মপরিকল্পনা

১. দেশের সকল মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছানো;
২. ২০৩০ সালের মধ্যে সম্মেলন লাইন ২৮ হাজার ৩২০ সার্কিট কিলোমিটার এবং বিতরণ লাইন ৬ লক্ষ ৬০ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা ও প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতা বর্ধন করা;
৩. বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;
৪. বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৫. বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা;
৬. প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা;
৭. বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নে মেট্রোপলিটন এলাকার ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপন;
৮. বিদ্যুৎ উৎপাদনের ন্যূনতম ১০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদন করা;
৯. ২০৪১ সালের মধ্যে আঞ্চলিক গ্রিডের মাধ্যমে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা;
১০. অধাধিকার ভিত্তিতে বেজলোড কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ;
১১. সিস্টেম লস হ্রাস করা;
১২. পর্যায়ক্রমে সকল মিটার প্রি-পেইডে রূপান্তর;
১৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সশ্রয় করা;
১৪. গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তন করা;
১৫. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টি; এবং
১৬. কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বার্ষিক প্রশিক্ষণ ৭০ জনঘণ্টায় উন্নীত করা।

বিদ্যুৎ বিভাগের গঠন ও জনবল

বিদ্যুৎ বিভাগের ওপর দায়িত্বাবলি সম্পাদনের জন্য ৭টি অনুবিভাগ রয়েছে। অনুবিভাগসমূহ হলো প্রশাসন, উন্নয়ন, পরিকল্পনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা, বাজেট এবং সমন্বয়। অনুবিভাগসমূহের অধীনে ১০টি অধিশাখা রয়েছে এবং অধিশাখাসমূহের অধীনে ২০টি শাখা রয়েছে। প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব রয়েছেন। অধিশাখার দায়িত্বে একজন উপসচিব/সিস্টেম এনালিস্ট এবং শাখার দায়িত্বে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব রয়েছেন। বিদ্যুৎ বিভাগে মোট অনুমোদিত জনবল ১৩৩ জন। অনুমোদিত ১৩৩ জন জনবলের বিপরীতে প্রতিবেদনাদীন অর্থবছরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১১৩ জন। উল্লেখ্য যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে গত ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে

জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য Reform Management and Policy Research (RM & PR) অনুবিভাগের জন্য ৫টি ক্যাডার পদ সৃজনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিম্নবর্ণিত ছকে জনবল সংক্রান্ত তথ্যাবলি দেখানো হয়েছে:

বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিসংখ্যান

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১	সচিব	১	১	০
০২	অতিরিক্ত সচিব	১	৬	০
০৩	যুগ্মসচিব	৪	৮	০
০৪	উপসচিব	৯	২০	০
০৫	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	০
০৬	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৯	৭	১২
০৭	প্রোগ্রামার	১	০	১
০৮	সহকারী প্রোগ্রামার	১	০	১
০৯	সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	০	১
১০	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	০	১
১১	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০
১২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭	১৪	৩
১৩	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৫	৬	৯
১৪	হিসাবরক্ষক	১	১	০
১৫	কম্পিউটার অপারেটর	৪	৩	১
১৬	সিটি মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৬	৫	১
১৭	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১৪	২
১৮	ক্যাশিয়ার	১	০	১
১৯	ক্যাশ সরকার	১	১	০
২০	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১	০
২১	অফিস সহায়ক	৩১	২৪	৭
মোট		১৩৩	১১৩	৪০

বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার কাজের সুবিধার্থে তথা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা উন্নততর করার ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামোতে ১২৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৭টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং ৮৬টি পদ অস্থায়ীভাবে সৃজনে শর্তসাপেক্ষে সম্মতি প্রদান করে। এ প্রেক্ষাপটে ২২টি ক্যাডার পদ রাজস্ব খাতে শর্তসাপেক্ষে স্থায়ীভাবে সৃজনে ২০ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া যায়। সম্মতি পাওয়া ক্যাডার পদসমূহ হলো অতিরিক্ত সচিব ২টি, যুগ্মসচিব ২টি, উপসচিব ৬টি এবং সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ১২টি। পদসমূহের সৃজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বিদ্যুৎ বিভাগের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে অধিকতর গতিশীলতার সৃষ্টি হবে।

বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীনে মোট ১৮টি দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি রয়েছে। এর মধ্যে দপ্তর/সংস্থার সংখ্যা ৫টি, সেল ১টি, কোম্পানির সংখ্যা ১১টি এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ১টি। বিদ্যমান সংস্থা/কোম্পানিসমূহের মধ্যে ৭টি সরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিয়োজিত রয়েছে। এসব সংস্থা/কোম্পানি হলো বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি., আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি., ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি., রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি., বি-আর পাওয়ারজেন লি. ও কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি.। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. এককভাবে বিদ্যুৎ সরঞ্জামের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। অপরদিকে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি., ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি., ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. ও নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি.। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যুৎ উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও বিতরণ তথা ত্রিবিধ কাজে সম্পৃক্ত। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে বেসরকারি খাতও। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও তদারকিকরণের জন্য 'টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নবপ্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল' কাজ করছে। আর বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতা 'প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর' সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞানসম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদের অনুকূলে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজারি সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট ইস্যুকরণ ও জ্বালানি নিরীক্ষণ বিষয়সমূহ তদারকি করে থাকে। এছাড়া পাওয়ার সেল বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ, এ খাতের পারফরমেন্স পরীক্ষণ, ট্যারিফ, সংস্কার কার্যক্রম ও বিদ্যুৎ খাতের অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে ও নীতি প্রণয়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ এবং ওয়েবসাইট

১.	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি) (www.eprc.gov.bd);
২.	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) (www.sreda.gov.bd);
৩.	পাওয়ার সেল (www.powercell.gov.bd);
৪.	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) (www.bpdb.gov.bd);
৫.	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) (www.reb.gov.bd);
৬.	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর (www.ocei.gov.bd);
৭.	বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) (www.bpmi.gov.bd);
৮.	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো) (www.nwpgcl.gov.bd);
৯.	আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. (এপিএসসিএল) (www.apscl.gov.bd);
১০.	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (ইজিসিবি) (www.egcb.gov.bd);
১১.	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি. (আরপিসিএল) (www.rpcl.gov.bd);
১২.	বি-আর পাওয়ারজেন লি. (www.brpowergen.gov.bd);
১৩.	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি. (সিপিজিসিবিএল) (www.cpgcbl.gov.bd);
১৪.	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি) (www.pgcb.gov.bd);
১৫.	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি) (www.dpdc.gov.bd);
১৬.	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি. (ডেসকো) (www.desco.gov.bd);
১৭.	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ওজোপাডিকো) (www.wzpdcl.gov.bd);
১৮.	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি. (নেসকো) (www.nesco.gov.bd).



বিদ্যুৎ খাতের ব্যবস্থাপনা কাঠামো



মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি কর্তৃক নব নির্মিত বিদ্যুৎ ভবনের শুভ উদ্বোধন।
তারিখ: ১৫ মার্চ ২০২২

এক নজরে বিদ্যুৎ খাত



কচুয়া-গজারিয়া ফোর সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইন টাওয়ার

এক নজরে বিদ্যুৎ খাত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ফলে সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উর্ধ্বগতি, শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি এবং নগরায়নে দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিদ্যুতের চাহিদাও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বিদ্যুৎ আমদানি, ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫,৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

সরকারের বিগত দিনের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরেও বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে বিদ্যমান ভূমিকা অধিকতর গতিশীলতা পেয়েছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

১. শতভাগ মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে;
২. ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৬৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় খিঁড়ে যুক্ত হয়েছে;
৩. বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ৭ লক্ষ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪ কোটি ৩১ লক্ষে উন্নীত হয়েছে; অর্থাৎ ২৪ লক্ষ নতুন গ্রাহক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ সংযোগ পেয়েছেন;
৪. ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুতের বিতরণ সিস্টেম লস হ্রাস করে ৭.৭৪ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৮.৪৮ শতাংশ;
৫. মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৬০ কিলোওয়াট ঘণ্টা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬০৮.৭৬ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৮.৭৬ কিলোওয়াট ঘণ্টা বৃদ্ধি পেয়েছে;
৬. প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইনে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে ১,০০৩.৮২৪ সার্কিট কিলোমিটার;
৭. ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানির মাধ্যমে নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে ১৬,৫৬৮ কিলোমিটার এবং নতুন বিতরণ লাইনে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে ১৬,৫৬২ কিলোমিটার।

২০২০-২১ অর্থবছরের সাথে ২০২১-২২ অর্থবছরের বিদ্যুৎ খাতের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের তুলনামূলক চিত্র নীচে দেখানো হলো:

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	২০২০-২০২১	২০২১-২০২২
উৎপাদন ক্ষমতা	মেগাওয়াট	২৫,২৩৫	২৫,৭০০
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	টি	১৪৬	১৫৩
সর্বোচ্চ উৎপাদন	মেগাওয়াট	১৩,৭৯২	১৪,৭৮২
সঞ্চালন লাইন	সার্কিট কিলোমিটার	১২,৮৩৬	১৩,৮৮৯
খিঁড় সাবস্টেশনের ক্ষমতা	এমভিএ	৫০,৩৫৯	৫৬,৬৮২
সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী	%	৯৯.৫০%	১০০%
মাথাপিছু উৎপাদন	কিলোওয়াট ঘণ্টা	৫৬০	৬০৮.৭৬
গ্রাহক সংখ্যা	লক্ষ	৪০৭	৪৩১
বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন	কিলোমিটার	৬ লক্ষ ১২ হাজার	৬ লক্ষ ২৯ হাজার
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ	কোটি টাকায়	২৩,৭৬০	২৫,০৮৪
সামগ্রিক সিস্টেম লস	%	১১.১১	১০.৪১

মুজিববর্ষ
এবং স্বাধীনতার
সুবর্ণজয়ন্তী
উপলক্ষে
গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশের
সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh



মুজিব MUJIB
শতবর্ষ 100

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার জীবন ও কর্ম আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ৩১ মার্চ ২০২১ সময়কে 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুজিববর্ষকে 'সেবাবর্ষ' হিসেবে ঘোষণা এবং গ্রাহক সেবা আকর্ষণীয় করার নিমিত্ত বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যা নিম্নরূপ:

'মুজিববর্ষ' উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম:

- বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক মুজিববর্ষকে 'সেবা বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।
- সেবা সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উদ্ধৃতি সংকলন করে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কর্মচারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
- দেশের প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ কেন্দ্রের প্রবেশদ্বারে বঙ্গবন্ধুর সেবা সম্পর্কিত বক্তব্য ও উক্তিসমূহ ইলেকট্রনিক বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া জরুরি বিদ্যুৎ কাজে ব্যবহৃত সকল যানবাহনে সেবাবর্ষের পৃথক শোগো ব্যবহার ও সজ্জিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পটুয়াখালীর পায়রা থেকে দেশের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ১,৩২০ মেগাওয়াট পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন এবং দেশব্যাপী শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা। তারিখ: ২১ মার্চ ২০২২

- বিদ্যুৎ বিভাগ 'মুজিববর্ষে' দেশব্যাপী শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করে। এ উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোকসজ্জার (ফায়ার ওয়ার্কস ও লেজার শো) আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১ মার্চ ২০২২ তারিখে পটুয়াখালীর পায়রায় দেশব্যাপী শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা প্রদান করেন। এ অর্জনের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' এ ভূষিত করা হয়েছে।

- মুজিববর্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক সৌন্দর্য্যবর্ধনের কাজ গ্রহণ করা হয় এবং দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মধ্যে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
- প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন ও গ্রাহকদের ভোগান্তি লাঘবে অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রতিকার ব্যবস্থাপনাকে (Grievance Redress System) উন্নত করতে নির্দেশনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেবা গ্রহীতাদের অভিযোগ গ্রহণের লক্ষ্যে প্রতিটি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি একটি করে বিশেষ হটলাইন নম্বর প্রবর্তন করে।
- বিদ্যুতের অপচয় রোধে দেশব্যাপী প্রি-পেইড মিটারিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং ১০,৫৫,৬৯৫টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক ১২,৪২,২৫৭টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়।
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) এর আওতাধীন বিতরণ অঞ্চলসমূহে সামাজিক নিরাপত্তা বেটনীর আওতায় সুফলভোগী বিদ্যুৎবিহীন ১,৫২২ জন দরিদ্রের তালিকা প্রণয়ন করা হয় এবং তাদেরকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়। বাবিউবো'র বিতরণ অঞ্চল, সিলেট-এর অধীনে ৭০ জন চা শ্রমিক শনাক্ত করা হয় এবং প্রি-পেইড মিটারসহ সংযোগ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর আওতাধীন ২০০ জন চা শ্রমিক শনাক্ত করা হয় এবং বোর্ডের নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে সংযোগ প্রদান করা হয়। নেসকো'র নিজস্ব অর্থায়নে রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলের ২১টি চরাঞ্চলে ১২,৪৫২ জন গ্রাহককে সোলার প্যানেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়। মুজিববর্ষে 'গৃহহীনদের জন্য গৃহ প্রদান' কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি/বেসরকারি আইপিপি কর্তৃক ৪৩৫টি গৃহ নির্মাণ করে তা গৃহহীনদের প্রদান করা হয়।
- বিদ্যুৎ খাতে দেশে ও বিদেশে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণকল্পে বৈদ্যুতিক কর্ম পেশায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুজিববর্ষে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৩ হাজার বেকার জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তর করা হয়।
- বিদ্যুৎ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা হয়।
- বিদ্যুতের অপচয় রোধ ও অবৈধ সংযোগমুক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনসাধারণ ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়।
- গ্রাহক সেবার উৎকর্ষ সাধনে বঙ্গবন্ধু দর্শনের ভিত্তিতে ২৭ জুন ২০২১ তারিখে সংস্থাসমূহে 'ইনোভেশন প্রতিযোগিতা' আয়োজন করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয় এবং এ উদ্যোগসমূহকে পুরস্কৃত করা হয়।
- প্রতিটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক জিএম/নির্বাহী প্রকৌশলী পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে গ্রাহক সমাবেশ করা এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে নিয়মিত সমাবেশ আয়োজন করা হয়।
- 'আমার গ্রাম আমার শহর' বিষয়বস্তুর সামনে রেখে সারাদেশে ২৬৯টি মডেল গ্রাম নির্বাচনপূর্বক পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রামের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কার্যক্রমসমূহ হলো:
 - ক) মডেল গ্রামসমূহে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক মোবাইল টিম/ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার তৈরি করে গ্রাহক সেবা প্রদান করা;
 - খ) নির্বাচিত মডেল গ্রামে শতভাগ বিদ্যুতায়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
 - গ) যে সকল স্থানে জনসমাগম হয় (গ্রোথ সেন্টার, গ্রাম্য হাট বাজার, সেন্টার ফর অ্যাসেম্বলি), সে এলাকাগুলোতে সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা হয়।
- বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক গ্রাহকগণকে প্রদত্ত সেবার বিষয়ে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শহরকেন্দ্রিক নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা এবং গ্রামকেন্দ্রিক কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলায় মোট ১৪০০ জন গ্রাহকের ওপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করার কার্যক্রম গৃহীত হয়।

- ২০ জুন ২০২১ তারিখের সভায় বিদ্যুৎ বিতরণ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মতামতের ভিত্তিতে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি এবং বৈদ্যুতিক ক্যাবলের Standard Specification কমিটির সভায় Electrical Wiring in Residential Building & Specification of Electrical Cable, Fittings and Accessories শীর্ষক গাইডলাইন এবং সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত গাইডলাইন ও সুপারিশসমূহ পরিপত্র আকারে জারি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- বিদ্যুৎ খাতের পুঞ্জিভূত উন্নয়নের ওপর আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনার লক্ষ্যে ভিডিও ক্লিপ/অ্যানিমেশন/মুজিব কর্নার স্থাপনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'কর্মজীবন উন্নয়ন পরিকল্পনা' এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়।
- জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত ওয়েবসাইটের সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের লিংক স্থাপন করা হয়।
- বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে বিদ্যুতের ভূমিকা এবং টেকসই উন্নয়নে বিদ্যুৎ সশ্রয় ও বিদ্যুতের যৌক্তিক ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
- বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় বছরব্যাপী সেবা প্রদান সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভুদ্ধকরণের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়।

'স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম:

- ২৫ মার্চ ২০২১ রাত ৯:০০ ঘটিকায় ব্ল্যাক আউট করা হয়।
- ২৬ মার্চ ২০২১ সকাল ৭:০০ ঘটিকায় সুবর্ণজয়ন্তী র্যালি বের করা হয়। মার্চ ২০২১ এ সুবর্ণজয়ন্তী কর্নার স্থাপন করা হয়। ২৬ মার্চ ২০২১ এবং ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ এ স্কুল-কলেজে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- মে ২০২১ এ বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কৌশলপত্র ২০০০ (বাংলা সংস্করণ) বুকলেট প্রস্তুত, প্রকাশনা ও বিতরণ করা হয়।
- ৪-১২ নভেম্বর ২০২১ এ যুক্তরাজ্যের গ্রাসগোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনার 'Conference of the Parties (COP-26)' এ বিদ্যুৎ খাতের ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।
- ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ মহান বিজয় দিবসের দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
- ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভবন/স্থাপনাসমূহে আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর আলোকসজ্জার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে মসজিদ ও উপসনালয়ে বিশেষ মোনাজাত ও দোয়া/প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।
- ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত সকল অনুষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়।
- ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ বিকাল ৪:৩০ ঘটিকায় শপথ বাক্য পাঠ করা হয়।

বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি



জামালীয়া-ধনপুর ৩৩ কেভি লাইন

সচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধিকরণ, ফলাফলধর্মী কার্যক্রমে উৎসাহিতকরণ এবং কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের অন্যতম পদ্ধতি হলো Government Performance Management System (GPMS)। এ লক্ষ্যে সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' (APA) প্রবর্তন করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু হয়। বর্তমানে ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ গত ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। বিদ্যুৎ বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টায় দেশে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে শতভাগে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫,৭০০ মেগাওয়াটে। কোভিড মহামারির বিরূপ পরিস্থিতি সত্ত্বেও বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত দায়বদ্ধতা ও কঠোর পরিশ্রমের কারণে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে ১০০ নম্বর এর মধ্যে ৯৮.৯৩ নম্বর পেয়ে ২য় স্থান অধিকার করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্জন সংক্রান্ত তথ্য এখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ বিভাগ আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন তদারকি করে থাকে। ফলে অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহও প্রতিবছর বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির সফল বাস্তবায়ন করে আসছে। বিগত ২৯ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।



মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মানিত সচিব এর সাথে দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের প্রধানদের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর। তারিখ: ২৯ জুন ২০২২

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন

বিদ্যুৎ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম

মোট নম্বর ৭০

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬
[১.১.১] নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ	ক্রমপুঞ্জিভূত	হা.কি.মি.	৩	১১	১৬.৫৬৮
[১.১.২] নতুন বিতরণ লাইন বিদ্যুতায়ন	ক্রমপুঞ্জিভূত	হা.কি.মি.	২	১১	১৬.৫৬২
[১.১.৩] বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ পরিদর্শনকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১০	১৪
[১.২.১] উপকেন্দ্র স্থাপিত/ আপগ্রেডেশনকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	৪	২০০	২৪৩
[১.২.২] উপকেন্দ্র স্থাপন/ আপগ্রেডেশন কাজ পরিদর্শনকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১০	২৩
[১.৩.১] SAIDI	ক্রমপুঞ্জিভূত	মিনিট	২	১০৫০	১০৪১.০৯
[১.৪.১] নীতিমালা/সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ১২০ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট, বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স প্রদান	গড়	প্রদত্ত লাইসেন্সের %	২	১০০%	১০০%
[১.৫.১] নীতিমালা/সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ৭ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট, বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন	গড়	নবায়নকৃত লাইসেন্সের %	২	১০০%	১০০%
[১.৬.১] নীতিমালা/সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র অনুমোদন	গড়	অনুমোদনকৃত উপকেন্দ্রের %	২	৯০%	৯৭.৫৬%
[২.১.১] প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দফতরের বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড বিধিমালা ২০২১ ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরিত	তারিখ	তারিখ	২	১৫.০৫.২২	১২.০৫.২২
[২.২.১] বিতরণ সিস্টেম লস	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৩	৮.৯%	৭.৭৪%
[২.৩.১] হ্রাসকৃত বকেয়া	ক্রমপুঞ্জিভূত	সমমাস	২	১.৯০	১.৩৬
[২.৪.১] প্রশিক্ষণ শেষে লার্নিং সেশন এর আয়োজন	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৬	৭
[২.৫.১] আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আবেদন প্রাপ্তির পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিমান্ড নোট ইস্যুকৃত	ক্রম পুঞ্জিভূত	%	১	৭০%	৭৯.৭৭%
[২.৫.২] আবাসিক (LT) বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিমান্ড নোটের টাকা, মিটার ও সার্ভিস তার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জমা দেয়ার পরবর্তী ২ কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান নিশ্চিতকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১	৭০%	৭৫.৮৮%

কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬
[২.৫.৩] ১১ কেভি ও তদুর্ধ্ব ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে সকল শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনের ১৩ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে ডিমান্ড নোট ইস্যুকৃত	ক্রম পুঞ্জিভূত	%	১	৬০%	৯১.৯০%
[২.৫.৪] ১১ কেভি ও তদুর্ধ্ব ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে ডিমান্ড নোটের টাকা জমা, সোলার প্যানেল স্থাপন, মিটার সরবরাহ, মিটার টেস্ট এর পরবর্তী ২(দুই) কর্মদিবসের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১	৬০%	৯৪.৩৫%
[২.৬.১] ত্রি-পক্ষীয় সভায় উত্থাপিত অডিট আপত্তি	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	১	৮০%	১০০%
[২.৭.১] বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান	সমষ্টি	জনঘন্টা	২	৫০	৫৮.২৯
[৩.১.১] সঞ্চালন লাইনের বিদ্যুতায়ন	সমষ্টি	সা.কি.মি.	৩	১০০০	১০০৩.৮২৪
[৩.১.২] সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজ পরিদর্শনকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৪	৬
[৩.২.১] খিড সাব-স্টেশন স্থাপিত/ আপগ্রেডেশনকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	৩	৭	১৫
[৩.২.২] খিড সাব-স্টেশন স্থাপন/ আপগ্রেডেশন কাজ পরিদর্শনকৃত	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৪	৬
[৩.৩.১] সঞ্চালন লস এর হার	ক্রমপুঞ্জিভূত	%	৩	৩.২০%	২.৮৯%
[৪.১.১] বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজনকৃত	সমষ্টি	মেগাওয়াট	৩	৬৬৫	৬৮৮.৭০
[৪.১.২] মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিতকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	কিলোওয়াট ঘন্টা	৩	৫৬৫	৬০৮.৭৬
[৪.১.৩] বেসরকারি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের এলওআই ইস্যু	সমষ্টি	সংখ্যা	২	২	২
[৪.২.১] FGMO তে পরিচালনায় সক্ষম বিদ্যুৎ কেন্দ্র/ইউনিট	ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত সংখ্যা	২	৩০	(২৮+৩) ৩১
[৫.১.১] জাতীয় খিডে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ	ক্রমপুঞ্জিভূত	মোট উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা হার (ক্যাপটিভ ব্যতিত %)	৪	৩.৫৯%	৪.১২%
[৫.২.১] স্থাপনকৃত সচল সোলার সেচ সিস্টেম	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১৫০	১৫৮
[৫.৩.১] স্থাপনকৃত সচল রফটপ সোলার সিস্টেম	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১০০	২৭৩
[৫.৪.১] জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা আয়োজন	তারিখ	তারিখ	১	১০.০২.২২	০১.০২.২২
[৫.৫.১] সরকারি ভবনসমূহের জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত কর্মশালা আয়োজন	তারিখ	তারিখ	-	০৫.০৩.২২	১৭.০২.২২

বিদ্যুৎ বিভাগের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন (মোট নম্বর ৩০)

১. বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ (কোয়ার্টার ভিত্তিক)				
					লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা									
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	১	১	১
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১০০	১০০	১০০	১০০
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১	-	১	
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	২টি সেশন (৫০ জন)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	১টি সেশন (২৫ জন)	-	১টি সেশন (২৫ জন)
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ/ টিওএভইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	২টি ৩০ জুন ২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	-	-	২টি ৩০ জুন ২২
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলকর্ম পরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ	৯.৬.২১ ১৭.১০.২১ ১৬.১.২২ ১৭.৪.২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০৭.০৬.২১ ০৭.০৬.২১	১৭.১০.২১ ১৭.১০.২১	১৬.০১.২২ ১৩.০১.২২	১৭.০৪.২২ ১২.০৪.২২
১.৭ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	১৫.৬.২১ ৩০.১০.২১ ৩০.১.২২ ৩০.৪.২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১৫.০৬.২১ ০৬.০৬.২১	৩০.১০.২১ ২৬.১০.২১	৩০.০১.২২ ২৫.০১.২২	৩০.০৪.২২ ২০.০৪.২২
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	২৫ জুন ২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	-	-	২৫ জুন ২২ ১৩ জুন ২২

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২ (কোয়ার্টার ভিত্তিক)				
					লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন									
২.১ ২০২১-২২ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	৩১ জুলাই ২১	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৩১ জুলাই ২১ ১৫ জুলাই ২১	-	-	-
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	PSC ১২০টি PIC-টি	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	PSC ৩০টি PIC-টি ৩০টি	PSC ৩০টি PIC-১টি PIC ১টি	PSC ৩০টি PIC-টি	PSC ৩০টি PIC-১টি PIC ১টি
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%	১০০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২০ ৯.১০%	৪৫ ২৩.০৬%	৭০ ৫২.৫৫%	১০০ ১০১.৯০%
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	৩০ জুন ২২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	-	-	-	৩০ জুন ২০২২ ৩০ জুন ২০২২
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)									
৩.১ প্রি-পেপেন্ট মিটার স্থাপন কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণ	নতুন প্রি-পেইড মিটার স্থাপন	৪	লক্ষ	৫.৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	১ ১.৪১৮	১.৫ ৪.২৬৪	১.৫ ২.০৪৩৩৩	১.৫ ২.২৪৯৮৬
৩.২ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি	অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান	৪	মোট আবেদনের %	৪০% ৪০% ৪০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৪০% ৫৩.৩৩%	৪০% ৫৫.৬৮%	৪০% ৬৬.৭৯%	৪০% ৬৯.৩৭%
৩.৩ গ্রাহকের নিকট থেকে ফিডব্যাক গ্রহণ	গণশুনানী আয়োজন	৪	গণশুনানীর সংখ্যা	১২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৩ ৩	৩ ৩	৩ ৩	৩ ৩
৩.৪ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি	SAIDI পরিমাপে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালুকরণ	৪	মোট ফিডারের %	২৫%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৫% ২৪.৮৩%	৫% ৯.৫৬%	৫% ১০.৯৭%	১০% ২৭.৬১%
৩.৫ গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি	সেবা ও অভিযোগ কেন্দ্রসমূহের আধুনিকীকরণ	৪	সংখ্যা	৬	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	- -	- -	৩ ৩	৩ ৩

২. বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬
[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৩/২০২২ তারিখ জিও জারি করা হয়েছে।
[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	২৪/০২/২০২২ তারিখে জিও জারি করা হয়েছে।
[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] নতুনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২১	২৯/১২/২০২১ তারিখে জিও জারি করা হয়েছে।
[১.৪] ই-তরুপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	২৯/০৮/২০২১ তারিখে অনলাইন মিটিং প্রাটিকরম জুম অ্যাপের মাধ্যমে সভা করা হয়েছে।
[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিম্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	জুলাই ২০২১-জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত নোট ৯৬% নথি ই-নথির মাধ্যমে নিম্পত্তি করা হয়েছে।
[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/ কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৪টি কর্মশালা ২৮/০৯/২০২১, ৩০/১২/২০২১, ২৮/০৩/২০২২ এবং ০৬/০৬/২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।
[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদ করা হয়েছে এবং জিনশটসহ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
	[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	গত ২৯/০৯/২০২১ ও ২৮/১২/২০২১, ৩০/০৩/২০২২ এবং ১২/০৬/২০২২ তারিখে মোট ৪টি প্রকাশনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করা হয়েছে।
[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	গত ১৪/০৯/২০২১ ও ১৭/১১/২০২১, ২২/০২/২০২২ এবং ২৯/০৫/২০২২ তারিখে ০৪ (চার)টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
	[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	০২/০৬/২০২২ তারিখে মোট ৮৫০০০/- টাকা খরচের জিও জারি করা হয়েছে।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬
	[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সমন্বয়ে ইনোভেশন টিমের ৫টি সভা যথাক্রমে ২৯/০৯/২০২১, ৩০/১১/২০২১, ২৩/০১/২০২২, ২৮/০৩/২০২২ এবং ২৬/০৬/২০২২ তারিখে আয়োজন করা হয়েছে।
	[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন ১২/০১/২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
	[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	দেশের অভ্যন্তরে ২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনের নিমিত্ত ০৭/০৪/২০২২ তারিখ জিও জারি করা হয়েছে এবং ১০/০৪/২২ এবং ১১/০৪/২০২২ তারিখে পরিদর্শন করা হয়েছে।

৩. বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬
[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত	%	১০	১০০%	১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।
[১.২] স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০৩	৩১/১২/২০২১	০৩.১১.২০২১ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	০৩	১৫/১০/২০২১	১০-১০-২০২১ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
[১.৪] তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটাগরি তৈরি/হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটাগরি প্রস্তুতকৃত/ হালনাগাদকৃত	তারিখ	০৩	৩১/১২/২০২১	গত ২৮.১২.২০২১ তারিখে বিদ্যুৎ বিভাগের APA সংক্রান্ত মাসিক সমন্বয় সভায় অনুমোদিত হয় এবং একই তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬
[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	০৩	৩	০৩টি প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
[১.৬] তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৬.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	০৩	৩	০৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

৪. বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬
[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত ও ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	সংখ্যা	৫	৪	তথ্য বাতায়নে ১৯/০৭/২০২১, ৩০/১২/২০২১, ০২/০৩/২০২২ এবং ১১/০৫/২০২২ তারিখে যথাক্রমে ৪ কোয়ার্টারে অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।
[২.১] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	[২.১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৯০%	১২ মাসে ১২টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
[২.২] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.২.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৫	৪	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ে ১৫/০৯/২০২১, ১৫/১১/২০২১, ১০/০৩/২০২২ এবং ১০/০৫/২০২২ তারিখে ৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
[২.৩] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৩	৪	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ৪টি প্রতিবেদন ৩০/০৯/২০২১, ০৫/০১/২০২২, ১৬/০৪/২০২২ এবং ০৪/০৭/২০২২ তারিখে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬
[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা	[২.৪.১] সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৪	২	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে ৩০/০৯/২০২১ এবং ১৩/০৬/২০২২ তারিখে ২টি অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫. বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা (অসাধারণ)	অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬
[১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.১.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	৫	১০০%	৫
[১.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.২.১] ওয়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিকে হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৫	৪	৫
[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	১০	৪	৫
[২.২] সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.২.১] অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	৫	২	৫



বিদ্যুৎ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মুঃ মোহসিন চৌধুরী-কে 'শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২১-২২' প্রদান করছেন মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী। বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মানিত সচিব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।
তারিখ: ২৯ জুন ২০২২

বিদ্যুৎ বিভাগের
আওতাধীন
দপ্তর, সংস্থা ও
কোম্পানিসমূহ



বিদ্যুৎ ভবন, ঢাকা

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি)

গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উৎকর্ষতা আনয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫' (২০১৫ সনের ০২ নং আইন) দ্বারা ২০১৫ সালের ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিলের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, মূলনীতি এবং উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

রূপকল্প

বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের দক্ষ, শাস্ত্রীয় এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়নে উদ্ভাবনী সমাধানের লক্ষ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব প্রদান।

অভিলক্ষ্য

কাউন্সিল বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণের জন্য ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশীয় বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে সহায়তা করবে। এটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি-বেসরকারি গবেষণা সংস্থা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত গবেষণায় দক্ষতা জোরদার করবে। এর পাশাপাশি জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজ্য প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের সহায়তা করবে।

কাউন্সিলের মূলনীতি

বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল ইনোভেশন, ইনকিউবেশন এবং অস্ট্রাপ্রনারশিপ (I2E)-এ তিনটি মূলনীতি অনুসরণের মাধ্যমে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ করে। দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের চাহিদা মোতাবেক নতুন আকর্ষণীয় উদ্ভাবনী সমাধানসমূহ (Innovative Solutions) অনুসন্ধান, নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তির পরীক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যথাযথ পরিচর্যা বা উৎসাহদানের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান এবং সর্বোপরি সফল উদ্ভাবনী প্রযুক্তির বাজারজাত করার লক্ষ্যে দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপনে সহযোগিতা করা।

কাউন্সিলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ

- দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে গবেষণার প্রয়োজনকে তুলে ধরতে একটি আন্তর্জাতিক অনলাইন প্র্যাটফর্ম গড়ে তোলা এবং এই চাহিদা পূরণের জন্য আকর্ষণীয় উদ্ভাবনী সমাধানসমূহ অনুসন্ধান;
- জাতীয় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অবকাঠামোগত চাহিদা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ গবেষণা ক্ষমতা শক্তিশালীকরণ এবং একত্রীকরণ;
- গবেষণা সহায়তা প্রদানের জন্য প্রশাসনিক ও আর্থিক সক্ষমতার উন্নয়ন;
- গবেষণা মঞ্জুরী এবং বৃত্তি কার্যক্রমে অর্থায়ন, সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণ;
- গ্রাহকভিত্তিক এবং চাহিদাভিত্তিক যথাযথ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সহায়তাকরণ;
- গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল জনসাধারণের মাঝে প্রচার করা;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণালব্ধ ফলাফল বাস্তবায়ন;
- বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানসমূহের গবেষণা সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং
- এ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, গবেষক ও সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

- জাতীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচালনা এবং এর সমন্বয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে প্রায়োগিক গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদান এবং উক্ত গবেষণা কার্যের সমন্বয় সাধন;
- জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক ও বিজ্ঞানীদের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংক্রান্ত গবেষণা কাজে সম্পৃক্তকরণ;
- গবেষণালব্ধ ফলাফল ও এর প্রয়োগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা কর্মশালার আয়োজন এবং এতদসংশ্লিষ্ট প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার স্থাপনসহ এতে নিয়োজিত গবেষকগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে প্রায়োগিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ; এবং
- এ বিষয়ক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা।

কাউন্সিলের গবেষণা ক্ষেত্রসমূহ

০৭টি গবেষণা ক্ষেত্র নিয়ে কাউন্সিল কাজ করে-

- Responsible Energy Conservation
- Energy Efficiency and Demand Management
- Renewable Energy
- Conventional Energy
- Transmission and Distribution Integration and Infrastructure
- Energy, Environment and Socio-economic Impact Analysis
- Energy Storage

২০২১-২০২২ অর্থবছরের APA এর সাথে সংগতি রেখে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে-

- সূচক অনুযায়ী ০৪টি গবেষণা প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:
 - Sludge to Oil (SOIL): Production of Oil from Waste-Sludge through Hydrothermal Liquefaction
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান: পুরকৌশল বিভাগ, খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)
 - Improving Quality of Power Supply to the Industrial Clusters around Dhaka City
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান: কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
 - Sample Survey of Quality Electricity to the Industrial Clusters around Dhaka City
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ঢাকা।
 - Development of a design standard for Easybikes in Bangladesh
বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান: মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)।

- সূচক অনুযায়ী ০৭টি সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা বিপরীতে ১০টি সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা সম্পাদন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক	সেমিনার/কর্মশালা নাম	তারিখ	স্থান
০১	A Portfolio of Solutions to Address the Global Decarbonization Issues: A Role Bangladesh Can Play শীর্ষক সেমিনার	২৬/১২/২০২১	বিইপিআরসি কনফারেন্স হল, আইইবি ভবন, ঢাকা
০২	Block Chain and Cyber Security Applications in Smart Power System শীর্ষক সেমিনার	২২/১২/২০২১	Auditorium, United International University, United City, Dhaka
০৩	Evaluation of Energy Research Criteria for Costal Area of Bangladesh শীর্ষক সেমিনার	২৬/১০/২০২১	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী
০৪	পায়রা ১৩২০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের সাথে প্রায়োগিক গবেষণা বিষয়ে কর্মশালা	২৭/১০/২০২১	পায়রা ১৩২০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র
০৫	Development of Sustainable and Renewable Energy in Bangladesh শীর্ষক সেমিনার	০৫/১২/২০২১	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
০৬	Prospect and Challenges of Implementing Green Energy Technologies in the Northern Area of Bangladesh শীর্ষক সেমিনার	০৬/১২/২০২১	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
০৭	Opportunities and Challenges for Deployment of Small Module Reactors (SMR) in a newcomer Nuclear Country শীর্ষক কর্মশালা	১৫/১১/২০২১	বিইপিআরসি কনফারেন্স হল, আইইবি ভবন, ঢাকা
০৮	Introducing Smart Grid Technologies in Bangladesh Power System শীর্ষক সেমিনার	২৬/০৬/২০২২	North South University, Dhaka
০৯	BEPRC and Private Universities: Pathways for R&D on Energy and Power শীর্ষক সেমিনার	২৯/০৬/২০২২	বিইপিআরসি কনফারেন্স হল, আইইবি ভবন, ঢাকা
১০	4IR (Forth Industrial Revolution): Opportunities and Challenges for Bangladesh	১৮/০৬/২০২২	SUST Mini Auditorium, Sylhet



'A portfolio of Solutions to Address the Global Decarbonization Issues: A Role Bangladesh Can Play'

শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম। তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর ২০২১

- সূচক অনুযায়ী ০৭টি দর্শন/পরিদর্শনের বিপরীতে ০৯টি দর্শন/পরিদর্শন করা হয়।
- সূচক অনুযায়ী ০৪ বার ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করা হয়েছে।
- সূচক অনুযায়ী ০১ জুন ২০২২ তারিখে দেশি-বিদেশি গবেষকদের তালিকা সংবলিত রিভিউয়ার ড্যাশ বোর্ড তৈরি করা হয়েছে।
- সূচক অনুযায়ী ৫০ জনঘন্টার বিপরীতে ৮২.৯ জনঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- BEPRC Grants Proposal Incubation Guideline প্রণয়ন কর্মসম্পাদন সূচকে ৩০ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল যা ০৩ মার্চ ২০২২ তারিখে প্রণয়ন করা হয়েছে।
- BEPRC Entrepreneurship Guideline প্রণয়ন কর্মসম্পাদন সূচকে ৩০ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ০৫ জুন ২০২২ তারিখে প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক গবেষণাগার স্থাপন গাইডলাইন প্রণয়ন কর্মসম্পাদন সূচকে ৩০ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা ছিল, এটি ০৩ মার্চ ২০২২ তারিখে প্রণয়ন করা হয়।
- বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন কর্মসম্পাদন সূচকে ৩০ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল যা ৩০ আগস্ট ২০২১ তারিখে স্থাপন করা হয়।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর দ্বন্দ্বিতা বিরোধী ০৫টি স্লোগান কাউন্সিলের সকল চিঠিপত্রের ওপর ব্যবহার করা কর্মসম্পাদন সূচকে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ লক্ষ্যমাত্রা ছিল যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর করা হয়।
- বঙ্গবন্ধু কর্নারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জীবনী গ্রন্থসহ এতদসংশ্লিষ্ট বই/জার্নাল/সাময়িকী সংরক্ষণ কর্মসম্পাদন সূচকে ৩০ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল যা ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বঙ্গবন্ধু কর্নারে সংরক্ষণ করা হয়েছে।



বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি, লন্ডন এর অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানের সাথে যৌথ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিইপিআরসি'র Success and Failure of Biogas in Bangladesh শীর্ষক মতবিনিময় সভা। তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২১

- কাউন্সিলের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন পদ সৃষ্টির প্রস্তাব বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ কর্মসম্পাদন সূচকে ৩০ জুন ২০২২ তারিখের মধ্যে প্রেরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। গত ২৮ মার্চ ২০২২ তারিখে পদসৃষ্টির প্রস্তাব বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।



' BEPC and Private Universities: Pathways for R&D on Energy and Power ' শীর্ষক সেমিনার। তারিখ: ২৯ জুন ২০২২

বাংলাদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের দক্ষ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়নে উদ্ভাবনী সমাধানের লক্ষ্যে এবং দেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে গবেষণার প্রয়োজনে একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার নিমিত্ত ইনোভেশন, ইনকিউবেশন ও অস্ট্রা প্রন্যারশিপ (I2E)-এ তিনটি মূলনীতি অনুসরণে দেশের বিদ্যমান প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাউন্সিল বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এরই অংশ হিসেবে দেশীয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের সাথে একাধিক সভা, সেমিনার এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)

২০১২ সালের ৪৮ নং আইন দ্বারা 'টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' (শ্রেডা) গঠিত হয় এবং ২০১৪ সালের ২২ মে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার, জ্বালানি সাশ্রয় এবং সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির ক্রমাগত অনুসন্ধানের মাধ্যমে এসডিজি-৭ এর জ্বালানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনে শ্রেডা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

রূপকল্প

টেকসই জ্বালানি উন্নয়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে একটি জ্বালানি সচেতন সমাজ গঠন।

অভিলক্ষ্য

জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়ন ও প্রসার, জ্বালানির দক্ষ ব্যবহার, জ্বালানি সাশ্রয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ এবং নতুন সম্ভাবনাময় টেকসই জ্বালানির ক্রমাগত অনুসন্ধান।



কক্সবাজারে ৬০ মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী। তারিখ: ৩১ মার্চ ২০২২

কার্যাবলি

১. বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সংরক্ষণ এবং দক্ষ ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
২. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতি প্রমিতকরণসহ লেবেলিং এর ব্যবস্থাকরণ;
৩. জ্বালানি ব্যবহারকারী যন্ত্রপাতির মান নিরূপণ ও প্রত্যয়ন প্রদানের লক্ষ্যে পরীক্ষাগার স্থাপন বা স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
৪. জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার সংক্রান্ত উন্নয়ন কাজে উৎসাহ প্রদান এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
৫. জ্বালানি সাশ্রয়ী ইমারত নির্মাণ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
৬. জ্বালানি ব্যবস্থাপক ও জ্বালানি নিরীক্ষক নিয়োগ এবং স্বীকৃত জ্বালানি নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে মান ও যোগ্যতা যাচাই সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন;

৭. সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে জ্বালানি সংরক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন এবং বেসরকারি পর্যায়ে টেকসই জ্বালানির বাণিজ্যিক বাজার গড়ে তোলা;



প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি-তে 'Renewable Energy Development in Bangladesh' শীর্ষক সেমিনার।
তারিখ: ২২ জুন ২০২২

৮. টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি-বিধান প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান;
৯. জ্বালানি অদক্ষ যন্ত্রপাতি চিহ্নিতকরণ এবং উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রয় বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১০. জ্বালানি ব্যবহারকারী বিভিন্ন গ্রাহক বা গ্রাহক শ্রেণিকে 'ডেজিগনেটেড কনসিউমার' হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
১১. নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রযুক্তির খতিয়ান (Inventory) প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ এবং ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিতকরণসহ বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযুক্ততা যাচাইপূর্বক আহরণের সম্ভাব্যতা নিরূপণ;
১২. নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
১৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস চিহ্নিতকরণে সহায়তা প্রদান এবং এই খাতে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণোদনামূলক আর্থিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা;
১৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানির ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সাথে আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ;
১৬. সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধনে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান;
১৭. নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালাসহ স্ট্রেডা আইনের আওতায় নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং
১৮. বিধি দ্বারা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

পাওয়ার সেল

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তক্রমে ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় “পাওয়ার সেল” গঠন করা হয়। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বয়যোগ্য নতুন আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা হালনাগাদকরণ, বিদ্যুৎ খাত সংস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকিকরণ, বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত দরপত্র দলিল ও সিকিউরিটি প্যাকেজ প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ, বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে বিভিন্ন সমীক্ষা পরিচালনা, আইসিটি ও ই-গভর্নেন্সসহ যাবতীয় কারিগরি বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান, বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রম তদারকিকরণসহ পারফরমেন্স পরিবীক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব পাওয়ার সেলের উপর অর্পণ করা হয়।

উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব

১. বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে সমন্বয়যোগ্য নতুন আইন/বিধিমালা/নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ খাতের সকল নীতিমালা হালনাগাদকরণ;
২. বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার বিষয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন;
৩. বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও নতুন কোম্পানি গঠনে সহায়তা প্রদান;
৪. বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দরপত্র প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণ;
৫. বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ ও বাজার বিশ্লেষণ;
৬. বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
৭. বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বেসরকারি খাতের যোগাযোগের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা ও অগ্রহী উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান;
৮. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ, পর্যালোচনা ও করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন;
৯. বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, পেপারলেস অফিস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান;
১০. পরিবেশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান;
১১. বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম শনাক্তকরণ ও বাস্তবায়নের সুপারিশ প্রণয়ন;
১২. বিদ্যুৎ খাতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি ব্যবহারে সহায়তা প্রদান;
১৩. বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন সংস্থাসমূহের সিস্টেম লস হ্রাস ও বকেয়া হ্রাসকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
১৪. বিদ্যুৎ খাতের পারফরমেন্স সুষ্ঠুভাবে পরিবীক্ষণ করার লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
১৫. এনার্জি অডিটিং নিশ্চিতকরণ;
১৬. বিদ্যুৎ খাত সংক্রান্ত ডাটাবেইজ এর হালনাগাদকরণ ও সম্প্রসারণ;
১৭. বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের নিমিত্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন; এবং
১৮. বিদ্যুৎ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন।

পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন ‘টিএ ফর স্ট্রেনদেনিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সাসটেইনেবল পাওয়ার সেক্টর ইন বাংলাদেশ’ প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

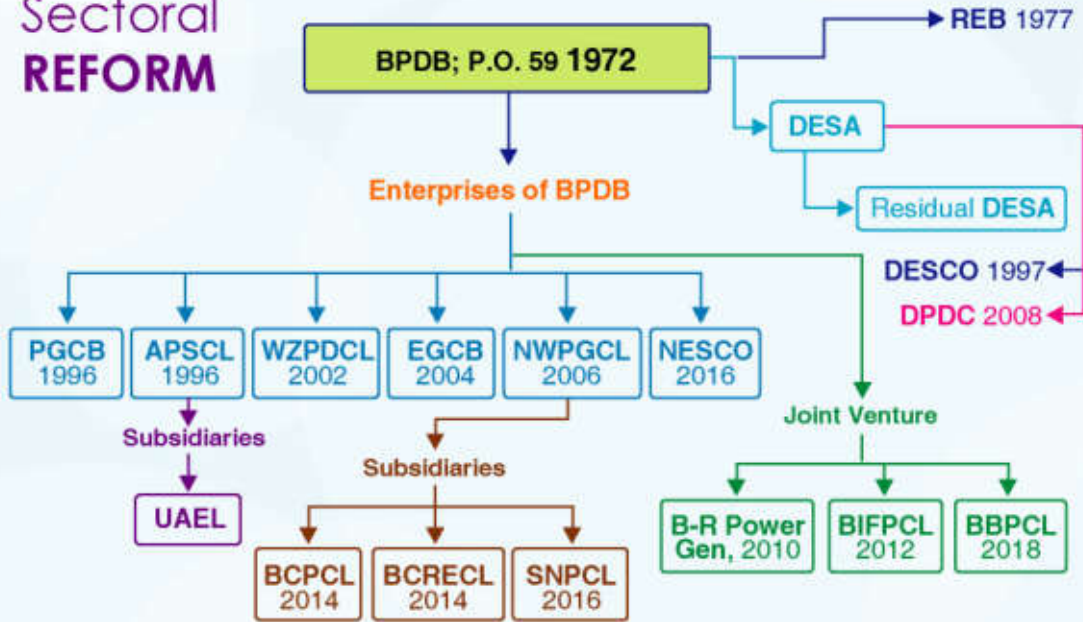
- ◆ Technical Study for Innovative Designing of Grid Transmission Tower using optimum area of land;
- ◆ Consultancy Service for setting up Electrical Testing Laboratory;
- ◆ Customer Satisfaction Survey with Recommendation of Quality Power Supply including SAIDI/SAIFI;
- ◆ Feasibility study for Multipurpose use of Land for Renewable Energy Project in Bangladesh;
- ◆ Study for Strengthening Bangladesh Rural Electrification Board (BREB) for sustainable Rural Electrification (RE) System; and
- ◆ Market Survey on Different types of Filters used in Power Plants in Bangladesh.

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) বিদ্যুৎ খাতের প্রাচীনতম এবং প্রধান সংস্থা। ১৯৭২ সালের ৩১ মে তৎকালীন ওয়াপদাকে বিভক্ত করে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ৫৯ (PO 59) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ফলে সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্ব অর্পিত হয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর ওপর। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষকে বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের পথ পরিক্রমায় সংস্থাটিকে পাড়ি দিতে হয়েছে নানা চড়াই উৎরাই। দেশের শতভাগ মানুষকে বিদ্যুতের আলোর আলোকিত করতে নিরন্তর কাজ করেছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

পরবর্তীতে সংস্কার কর্মসূচির আওতায় পল্লী এলাকায় বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB) গঠিত হয়। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভুক্ত রাজধানী ঢাকা এবং এর আশেপাশের জেলাগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবহার সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ১৯৯১ সালে বৃহত্তর ঢাকা এলাকার জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষ (DESA) গঠিত হয়। ১৯৯৭ সালে ডেসার একাংশ নিয়ে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (DESCO) গঠন করা হয়। ২০০৮ সালে ডেসার সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (DPDC) যাত্রা শুরু করে।

Sectoral REFORM



সংস্কার কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কিছু কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন কোম্পানিতে হস্তান্তর করা হয়। যেমন, ১৯৯৬ সালে কোম্পানি আইনের অধীনে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (PGCB) গঠিত হয় এবং সঞ্চালন সিস্টেমের পূর্ণ দায়িত্ব এর ওপর ন্যস্ত হয়। ১৯৯৬ সালে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি (APSCL), ২০০২ সালে বৃহত্তর খুলনা ও বরিশাল বিভাগ নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি (WZPDCL), ২০০৪ সালে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ (EGCB), ২০০৬ সালে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (NWPGL) এবং ২০১৬ সালে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (NESCO) গঠন করা হয়। বাবিউবো হতে সৃষ্ট নবগঠিত এসকল কোম্পানি বাবিউবোর সার্বসিডিয়ারি কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

রূপকল্প

সকলের নিকট নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া।

অভিলক্ষ্য

টেকসই উন্নয়ন ও গ্রাহকের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুতের অব্যাহত প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা।

উদ্দেশ্য

- বিদ্যুৎ খাতে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকা;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ এবং প্রাথমিক ও বিকল্প জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাহকদের নিকট নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মপরিবেশে দলগত কর্মোদ্দীপনা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে উৎসাহিত করা; এবং
- কর্মচারীদের চিন্তাশক্তি, মেধা এবং মূল্যবোধের বিকাশকে উৎসাহিত করা।

জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়া আজকের বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম উৎস বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ খাতের প্রধান সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সামনের সারিতে থেকে সরকারের সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্থকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাবিউবো নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, Single Buyer হিসেবে সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানি হতে বিদ্যুৎ ক্রয়, নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও নিজস্ব এলাকায় বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, নবায়ন, সংরক্ষণ এবং নিরবচ্ছিন্ন মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রমে গুণগত মান বজায় রেখে বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে দক্ষতা নিশ্চিতকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পেশাগত সেবা নিশ্চিতকরণেও সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণসহ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, সংস্থাটি নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি Single Buyer হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করছে। একইসাথে Single Seller হিসেবে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আরইবি, ডিপিডিসি, ডেসকো, ওজোপাডিকো এবং নেসকো-এই বিতরণ সংস্থাগুলোসহ বাবিউবো'র নিজস্ব বিতরণ অঞ্চলের চাহিদার আলোকে BERC কর্তৃক নির্ধারিত বাস্ক ট্যারিফে বিদ্যুৎ বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

বিদ্যুৎ খাতে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিকল্প তথা নতুন উৎসের সন্ধান, উন্নয়ন ও বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে তা বাস্তবায়ন করা বাবিউবো'র একটি অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তর করতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাবিউবো'র বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত

বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত নতুন ১৪৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ১৯,৯১০ মেগাওয়াট এবং আমদানিকৃত বিদ্যুতের মাধ্যমে ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে বাবিউবো'র অর্জন হিসেবে নিজস্ব সরকারি খাতে ৩,৯২৮ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৫২০ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াট অন্তর্ভুক্ত। মোট ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রায় ৭৪% বাবিউবো'র সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

চলমান বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম

উৎপাদন খাতে চলমান প্রকল্প

- ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (ক্ষমতা বৃদ্ধি) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- সৈয়দপুর ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প
- রাউজান, চট্টগ্রাম ৪০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প

উৎপাদন খাতে পরিকল্পনাধীন প্রকল্প

- সিদ্ধিরগঞ্জ ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প
- হরিপুর ২৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প
- ঘোড়াশাল ২৩০ মেগাওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প
- ভেড়ামারা ৬০০±১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি নির্মাণ প্রকল্প
- মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- মহেশখালি ৩x১২০০ মেগাওয়াট এলএনজিভিত্তিক সিসিপিপি
- মহেশখালি ১৬০-২৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- রামপাল ২৬০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র
- সোনাগাজী, ফেনী ৮২.৫০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক নির্মাণ প্রকল্প
- গঙ্গাছড়া, রংপুর ৬৮.৬০ মেগাওয়াট সৌর পার্ক নির্মাণ প্রকল্প

বিদ্যুৎ বিতরণ খাত

বাবিউবো বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি দেশের চারটি শহরাঞ্চলে (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহ) বিদ্যুৎ বিতরণের সাথেও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। সংস্থাটি তার আওতাধীন অঞ্চলসমূহে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে; এর ফলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণের ক্ষেত্রে সংস্থাটির উল্লেখযোগ্য সাফল্য নীচের সারণীতে দেখানো হলো:

ক্রমিক	বিষয়	অর্থবছর ২০০৯	অর্থবছর ২০২২
০১	বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা	১৯.২ লক্ষ	৩৬ লক্ষ ৭০ হাজার
০২	মোট বিতরণ লাইন (কি.মি.)	২৯ হাজার	৪৭ হাজার ৫৪৫
০৩	বিতরণ লস	১৩.৫৭%	৮.১০%

জাতীয়ভাবে বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৯ সালের শুরু ১৪.৩৩% হতে হ্রাস করে ২০২১-২২ অর্থবছরের শেষে ৭.৭৪% এ আনা সম্ভব হয়েছে। সরকারের যোগ্য নেতৃত্ব, দ্রুততম সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ খাতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ সকল বিতরণ সংস্থার প্রচেষ্টার ফলে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

চলমান বিতরণ খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম

বাবিউবো'র বিতরণ অঞ্চলসমূহে (চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহ) মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিতরণ প্রকল্প গ্রহণ করেছে যা বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া, বাবিউবো হতে রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চল পৃথক হয়ে NESCO গঠিত হলেও ঐ অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে 'বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন' ও 'বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর জোন' শীর্ষক দুটি প্রকল্প বাবিউবো বাস্তবায়ন করছে।



বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান।
তারিখ: ৩১ মে ২০২২

বিতরণ খাতে চলমান প্রকল্প

- প্রিপেইড মিটারিং ফর ডিস্ট্রিবিউশন কুমিল্লা এন্ড ময়মনসিংহ
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর জোন
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট জোন
- তিন পার্বত্য জেলা বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ জোন
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, কুমিল্লা জোন
- বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম জোন (২য় পর্যায়)
- হাতিয়া দ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়া দ্বীপ শতভাগ নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্প
- স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ইন ডিস্ট্রিবিউশন জোনস্ অব বিপিডিবি

অন্যান্য চলমান কার্যাবলি

ডিজিটাল সার্ভিস

বাবিউবো কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিসের বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো:

- কম্পিউটারাইজড বিলিং ও কাস্টমার একাউন্টিং সিস্টেম
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ (বিল-পে)

- প্রি-পেমেন্ট মিটার সিস্টেম
- স্মার্ট মিটার সিস্টেম
- স্ল্যাপ-শট মিটার রিডিং সিস্টেম
- ERP কার্যক্রম গ্রহণ
- অনলাইনে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ
- ই-টেন্ডারিং
- টেন্ডার নোটিশ ও ডকুমেন্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ
- অনলাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ
- বিদ্যুৎ বিল ও লেজার ওয়েবসাইটে প্রকাশ
- অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
- বিভিন্ন ইউটিলিটির বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুতকরণ
- এএমআর পদ্ধতিতে বাস গ্রাহকের রিডিং সংগ্রহ
- বাবিউবো'র ৪টি বিতরণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত উপকেন্দ্রসমূহে Unified SCADA System স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ
- বাবিউবো'র ৪টি বিতরণ অঞ্চলকে GIS এর আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

গৃহীত বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন ও পরিচালনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুণগত, মানসম্পন্ন ও গ্রাহকের ক্রয়সীমার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মানব সম্পদ উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাবিউবো মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বর্তমানে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বছরে ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে তা ১০০ ঘন্টার উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে সংস্থাটির আওতায় সারাদেশে ৭টি উন্নত মানের Training Center রয়েছে যার মাধ্যমে সামগ্রিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল প্রকল্প

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট জোন এর আওতায় সিলেট শহরের কিছু এলাকায় পাইলট ভিত্তিতে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে। নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা তৈরির জন্য ভূগর্ভস্থ ক্যাবল নেটওয়ার্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে সংস্থাটির আওতাধীন ৪টি বড় শহর চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহে Underground Cable Distribution Network System স্থাপন এবং তা GIS সিস্টেমে অন্তর্ভুক্তকরণের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা (PSMP) এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ খাত মহাপরিকল্পনা তৈরিতে বৈদেশিক পরামর্শকদের সাথে বাবিউবো প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। উল্লেখ্য, প্রথম PSMP হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। তারপর ১৯৯৫, ২০০৬, ২০১০ ও ২০১৬ সালে PSMP প্রণীত হয়। পরবর্তীতে PSMP-2016 হালনাগাদ করে Revisiting PSMP-2016 প্রণীত হয় যার সঙ্গে বাবিউবো সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল। বর্তমানে PSMP-2016 হালনাগাদ করে Integrated Energy and Power Master Plan (IEPMP) প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে এ সংস্থাটি ওতপ্রোতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া ১ম থেকে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে সংস্থাটি ভূমিকা রেখেছে। ষষ্ঠম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংস্থাটির ভূমিকা অধিকতর জোরদার করা হয়েছে। Sustainable Development Goals (SDG) এ বাবিউবো'র সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা বাস্তবায়নে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত Nationally Determined Contributions (NDC) প্রণয়নে বাবিউবো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

গুদ্বাচার চর্চা

সরকার ফুখা, বেকারত্ব, দারিদ্রমুক্ত ও বহুমাত্রিক টেকসই উন্নয়ন ও সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রশাসনের সকল পর্যায়ে গুদ্বাচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাবিউবো একটি সেবাদানকারী রাত্ত্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও গুদ্বাচার প্রতিপালনের জন্য সংস্থাটি জাতীয় গুদ্বাচার কৌশল বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে যার ইতিবাচক ফলাফল দৃশ্যমান।



বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মানিত সচিব এর সাথে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর চেয়ারম্যানের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর।
তারিখ: ২৯ জুন ২০২২

প্রায় ১৬.৫১ কোটি মানুষের দেশে ঘিডভিত্তিক ২২,৪৮২ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতার বিদ্যুৎ তুলনামূলক বিচারে বেশি নয় তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো গত ১৩ বছরে বিদ্যুৎ এর স্থাপিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫ গুণের বেশি হয়েছে। বিদ্যুতের এ অর্জন তৈরি পোশাক শিল্প, বাণিজ্যিক এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম, সেচ সুবিধার মাধ্যমে কৃষি খাত, বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণ, বাণিজ্য, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, টেলিকমিউনিকেশন এবং অন্যান্য সেবা খাতের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, যার ফলে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। এত অল্প সময়ে ঘিডের স্থাপিত ক্ষমতা প্রায় ৫ গুণের বেশি উন্নীত করতে সক্ষম হওয়া অবশ্যই বিদ্যুৎ খাতে বাবিউবো'র একক উৎপাদন ও Single Buyer হিসেবে দক্ষ ভূমিকা প্রমাণ করে। সংস্থাটি আগামীতেও এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাবে।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৮ সালে সংস্থাটি কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ২০১৩ সালের ৫৭ নং আইন 'পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩' অনুসারে বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে এটি পরিচালিত হচ্ছে। সংস্থাটি ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ঘরে ঘরে নিরবচ্ছিন্ন, শাস্ত্রীয় ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ইতোমধ্যেই পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে যথাযথ ব্যবস্থাপনা, গুণগত সেবা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০% গ্রামাঞ্চলে এ প্রতিষ্ঠান সফলভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে নিয়োজিত আছে। পল্লী বিদ্যুতায়নের ২০০৮ সালের গ্রাহক সংখ্যা ৭৪ লক্ষ থেকে বর্তমানে ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৪৫ এবং বিদ্যুতায়নের হার ২৮% থেকে ১০০% এ উন্নীত হয়েছে। ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ভৌগোলিক এলাকায় টেকসই, গুণগতমান সম্পন্ন, শাস্ত্রীয় ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য

২০৩০ সালের মধ্যে দেশের সকল জনগণের জন্য শাস্ত্রীয়, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা।

উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের সকল জনগণের জন্য গুণগত মানের বিদ্যুৎ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

এক নজরে বাপবিবো (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

- বাপবিবো (৮০টি পবিসসহ) মোট জনবল : ৪৫,৩২৯ জন
- পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি : ৮০টি
- গ্রাহক সংখ্যা : ৩,৩৫,৩৯,৪৪৫
- বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী : ১০০%
- বিদ্যুতায়িত বিস্তরণ লাইন : ৫,৩৩,৩২৯ কিলোমিটার
- উপকেন্দ্রের সংখ্যা (৩৩/১১ কেভি) : ১,২৭৯টি
- উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ) : ১৭,২১০ এমভিএ
- বিদ্যুৎ সরবরাহ : ৮,১৯০ মেগাওয়াট
- মাসিক আয় (কোটি) : ২,৫৬৩
- সিস্টেম লস : ৯.০১
- ৩৩ কেভি GIS লাইনের ক্রমপুঞ্জীভূত পরিমাণ ১৭,৮৫৪ কিলোমিটার এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জন ১,৬৭৩ কিলোমিটার। অন্যদিকে ১১ কেভি জিআইএস লাইনের ক্রমপুঞ্জীভূত পরিমাণ ৮১,৩২১ কিলোমিটার। এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জন ৩১,০৭৭ কিলোমিটার। জিআইএস কাজ সম্পন্ন হবে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে।
- নেট মিটারিং (রফটপ সোলার প্র্যান্ট) এর ক্রমপুঞ্জীভূত সংখ্যা ৩১৪টি এবং ক্ষমতা ২১.৪০৭ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জন ৫০টি এবং এসবের ক্ষমতা ৯.১৯২ মেগাওয়াট।
- সোলার ইরিগেশন সেচ পাম্প এর ক্রমপুঞ্জীভূত সংখ্যা ১৮৫টি এবং ক্ষমতা ১.৩৩ মেগাওয়াট। তন্মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্জন ১৪৫টি এবং ক্ষমতা ১.১ মেগাওয়াট।

গ্রিড ও অফগ্রিড এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-এর ভৌগোলিক এলাকায় ৪৬২টি উপজেলা রয়েছে। তন্মধ্যে ৪৬১টি উপজেলার ৮৩,৬৪১টি গ্রাম গ্রিডভুক্ত এলাকায় এবং পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী উপজেলাসহ ১,০৫৯টি গ্রাম অফগ্রিড বিবেচিত দুর্গম চরাঞ্চল/দ্বীপাঞ্চলে অবস্থিত।

বিগত ১৩ আগস্ট ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলাসহ ৬টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন শুরু হয়। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট ৪৫৬টি উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে মোট ৪৬২টি উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়নের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, গত ২১ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশব্যাপী শতভাগ বিদ্যুতায়ন ঘোষণা করা হয়।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাপবিবো

২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্থাটিতে মোট ৯৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয় যার বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	পদের নাম	নিয়োগের সংখ্যা	মন্তব্য
০১	১ম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত	১৯ জন	৯৯ জনের মধ্যে আউটসোর্সিং
০২	১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত	৮০ জন	প্রক্রিয়ায় ৫৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
		মোট : ৯৯ জন	

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তি তৈরি করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যোগ্য ও দক্ষ কর্মী সংগ্রহ করা; যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন সাধন এবং উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধাসহ পারিতোষিক প্রদানের মাধ্যমে Employee turnover কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এসডিজি ২০৩০, রূপকল্প ২০৪১ ও ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ অর্থবহ বাস্তবায়নে দক্ষ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল:

- এসডিজি (SDG) ২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্য সকলের জন্য সশ্রমী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিতকল্পে উপযুক্ত ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার নিমিত্ত বাপবিবো'র বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা করে কারিগরি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি সমৃদ্ধ সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যাস করা;
- রূপকল্প ২০৪১ এর বিদ্যুৎ ও জ্বালানী কৌশলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে নতুন চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদ্যমান চাহিদা ঘাটতি দূর করা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং সুযোগ কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে দক্ষ ও উপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তোলা;
- ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাপবিবো'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, দক্ষতা ও গবেষণা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাপবিবো'র মানবসম্পদকে উপযোগী করে গড়ে তোলা।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ক্রমিক	জনবলের পরিসংখ্যান
০১	৮০টি পবিস-এর জন্য অনুমোদিত মোট পদ (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) ৫১৪১০টি। (নিয়মিত, চুক্তিভিত্তিক, আউটসোর্সিং, কাজ নেই মজুরি নেই এবং লাইন শ্রমিকসহ)।
০২	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত নিয়োজিত মোট জনবল ৪৩৮৭০ জন। (ক) কর্মকর্তা: ১৫৪১ জন। (খ) কর্মচারী: ৪২৩২৯ জন (নিয়মিত, চুক্তিভিত্তিক, আউটসোর্সিং, কাজ, নেই মজুরি নেই এবং লাইন শ্রমিকসহ)।
০৩	মোট অফিস সংখ্যা: (ক) সদর দপ্তর: ৮০টি (খ) জোনাল অফিস: ৩২৮টি (গ) সাব-জোনাল অফিস: ১৮৯টি (ঘ) এরিয়া অফিস: ১০৭টি (ঙ) সর্বমোট অভিযোগ কেন্দ্র: ১১৭৩টি
০৪	৮০টি পবিস-এ নিয়োজিত মোট কর্মকর্তা ১৫৪১ জন। কর্মকর্তা (পুরুষ) ১৪৯০ জন। কর্মকর্তা (মহিলা) ৫১ জন।
০৫	৮০ টি পবিস-এ নিয়োজিত মোট কর্মচারী ৪২৩২৯ জন (নিয়মিত, চুক্তিভিত্তিক, আউটসোর্সিং, কাজ নাই মজুরি নাই এবং লাইন শ্রমিকসহ)। কর্মচারী (পুরুষ) ৩৬৩২৩ জন। কর্মচারী (মহিলা) ৬০০৬ জন।
০৬	২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিয়োগকৃত জনবল: ২৯৭৮ জন (বাপবিবো ও পবিস কর্তৃক)। (ক) কর্মকর্তা: ২২৯ জন (বাপবিবো কর্তৃক)। (খ) কর্মচারী: ২০১৯ জন (বাপবিবো কর্তৃক)। (গ) কর্মচারী: ৭৩০ জন (পবিস কর্তৃক)।

৮০টি পবিস-এর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের কর্মপরিকল্পনা

১. প্রিপেইড মিটার, বিদ্যুৎ বিল এবং জনবলের তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি সমিতিতে নিজস্ব ডাটা সেন্টার তৈরি করা;
২. আরই সিস্টেম-এ স্মার্ট গ্রিড, SCADA, GIS বাস্তবায়ন এবং সমিতির হেড অফিস, জোনাল, সাব-জোনালসহ প্রতিটি অফিসে আইসিটি সেল গঠনের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করা;
৩. শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে পদোন্নতি এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উপযুক্ত জনবল নিয়োগ করা;
৪. E/D-Nothi, ERP, GIS বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমিতির প্রতিটি অফিসকে পেপারলেস অফিসে রূপান্তর করা;
৫. বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী বিষয়সমূহ তথা কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কমিউনিকেশন এন্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ক শিক্ষাগত যোগ্যতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা;
৬. সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা এবং সঠিক পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাপবিবো'র প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা	জনপ্রতি ৭০ ঘণ্টা হিসেবে মোট প্রশিণ ল্যামাত্রা (জনঘণ্টা = কর্মকর্তা-কর্মচারী ৭০)	জুন ২০২২ পর্যন্ত অর্জন (জনঘণ্টা)	মন্তব্য
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২৩,৬৩৭	জনঘণ্টা = ২৩৬৩৭ ৭০ = ১৬,৫৪,৫৯০	২৭,৮৭,৬২৫	১৬৮.৪৭% অর্জন

উল্লেখ্য যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/ ওয়ার্কশপ/সেমিনার-এ বাপবিবো হতে ১৪০৯ জন এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

এসডিজি ২০৩০, রূপকল্প-২০৪১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাপবিবো এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিপিএমআই/বিআইএম/এনএপিডিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। SCADA (ADMS) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাপবিবো হতে ১৮ জন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
০১	Smart Pre-payment Metering System & Smart Grid	৫৪৫
০২	Smart Pre-payment Metering System & ICT Activities	১৫০
০৩	Basic Training on Smart Pre-payment Metering System	৬৭
০৪	GIS Mapping and SCADA	৫৪
০৫	Basic Training on ICT for Power Sector	২৪
০৬	Red Hat Certified Engineer (RHCE) V-8 Training Course	১১
০৭	Certified Ethical Hacker (CEH) Version-11	৫
০৮	Oracle Database 19C Administrator Certified Professional	৫
মোট :		৮৬১

এছাড়াও বাপবিবো প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর কর্তৃক ৮০টি পবিস-এ কর্মরত ৯২৭৬ জন বিলিং সুপারভাইজার/বিলিং সহকারীকে Basic Training on Computer & Power Smart Distribution System শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর কর্তৃক Cyber Security এবং Cyber Security and Basic Ethical Hacker বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের সিস্টেম লস হ্রাসকরণে গৃহীত কার্যক্রম

- রাইট অব-ওয়ে ক্লিয়ারিং যথাযথকরণ;
- কন্ডাক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে (৫০%) এর মধ্যে লোডিং বজায় রাখা;
- বিদ্যমান এলটি লাইন এইচটি লাইনে রূপান্তরকরণ;
- সিস্টেমে বিদ্যমান #৩ এসিএসআর কন্ডাক্টর পর্যালোচনা করে অপসারণ করে সম্ভব হলে ৪/০ এসিএসআর দ্বারা প্রতিস্থাপনকরণ;
- এইচটি গ্রাহককে মানসম্মত ভোল্টেজে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ;
- ব্যাকফিড পরিহার করা;
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখা;
- লুজ কানেকশন নিরসনকরণ;
- নিউট্রাল কনটিনিউটি বজায় রাখা;
- আর্থিং পয়েন্টসমূহে যথাযথ আর্থিং করে আর্থিং রোধ ০.৫ ওহম এর মধ্যে রাখা;

- পিটি আর্থিং যথাযথকরণ;
- এনালগ মিটারকে ডিজিটাল মিটার/প্রি-পেইড মিটার দ্বারা প্রতিস্থাপনকরণ;
- ফিডার/ফেজ ব্যালেন্সকরণ;
- মিটারের ফেজ মিসিং প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণকরণ;
- একাধিক সোর্স/রিং ডিস্ট্রিবিউশন এর সংস্থানকরণ;
- পাওয়ার ফ্যাক্টর পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নকরণ;
- পিক লোড ম্যানেজমেন্ট করে লোড ফ্যাক্টর বৃদ্ধিকরণ;
- নিয়মিত এইচটি মিটার এর সিটি/পিটির সংযোগ পরীক্ষাকরণ;
- বিতরণ লাইনে ফস্ট লোকেটর স্থাপনকরণ;
- সকল টুইস্টেড সার্ভিস ড্রপ/লাইন উপযুক্ত কানেক্টর দ্বারা প্রতিস্থাপনকরণ;
- সকল টুইস্টেড জাম্পারিং উপযুক্ত পিজি ক্রাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপনকরণ;
- অচল লাইটনিং এয়ারেস্টর পরিবর্তনকরণ;
- ৩৩ কেভি, ১১ কেভি ও ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র (৬০% উর্ধ্ব লোড বিবেচনায়) আপগ্রেডেশন/বাইফারকেশন/লোড শিফটিংকরণ; এবং
- বিতরণ লাইন (আরইবি ফরম-৫৬৯) অনুযায়ী শতভাগ পরিদর্শন ও ত্রুটি নিরসন।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও প্রাপ্তি সম্পর্কিত তথ্য

বিষয়	বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
জাতীয় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন	১৪,৭৮২ (১৬ এপ্রিল ২০২২)
বাপবিবো'র সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা	৮,৬০৬ (২৬ এপ্রিল ২০২২)
বাপবিবো'র সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ প্রাপ্তি	৮,১৯০ (২৫ এপ্রিল ২০২২)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড় ব্যবস্থাপনায় বাপবিবো'র কার্যক্রম

দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে:

- এ বিষয়ে রেডিও/টেলিভিশনে প্রকাশিত সংবাদ সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হয়;
- জনগণকে সতর্ক থাকার লক্ষ্যে মাইকিং, মোবাইল এসএমএস, স্থানীয় ডিস চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়;
- ছেঁড়া তার কিংবা ক্ষতিগস্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি থেকে দূরে থাকার জন্য জনসাধারণকে মোবাইল এসএমএস, স্থানীয় ডিস চ্যানেলের মাধ্যমে সতর্ক করা হয়। দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে আতঙ্কিত না হয়ে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে দুর্যোগ মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়;
- জানমালের নিরাপত্তা রক্ষার্থে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়;
- ২৪ ঘণ্টা ঝড়ের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে চলমান করোনো দুর্যোগ সম্পর্কিত 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' সচল থাকে। সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখার জন্য সদর দপ্তর, জোনাল অফিস ও সাব-জোনাল অফিসভিত্তিক ফোকাল পয়েন্ট এবং বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়;
- উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত সমিতিসমূহ অতীতের সংঘটিত এ ধরনের দুর্যোগের ক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা বিচার বিশ্লেষণপূর্বক কর্মপ্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়;
- সকল প্রকার যানবাহন সচল রাখা হয় এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ জ্বালানি তেল সংগ্রহ করে রাখা হয়;
- জনগণকে আপদকালীন নিরাপদে অবস্থানের নির্দেশনা দেওয়া হয়;
- সমিতির জেনারেটরে প্রয়োজনীয় জ্বালানি মজুত করে রাখা হয়;
- মোবাইল ফোনের ব্যাটারি চার্জ করে রাখা হয় যাতে যোগাযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। মোবাইল অপারেটর টাওয়ার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার অধিকার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত রাখা হয় যাতে বাপবিবো'র সদর দপ্তর, স্থানীয় প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সামগ্রিক কাজের সমন্বয় সাধন করা সহজ হয়;

- (ট) হারিকেন, কুপি, হাজাক বাতি, চার্জার লাইট, দিয়াশলাই ইত্যাদি মজুত রাখা হয়;
- (ঠ) জরুরি ও অত্যাৱশ্যকীয় সার্ভিস বিবেচনায় সমিতির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ছুটি বাতিল করা হয়;
- (ড) সমিতির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে ফিডারভিত্তিক মনিটরিং টিম গঠন করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। ইলেক্ট্রিশিয়ান, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি/শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাথে আগেই বৈঠক/টেলিফোনিক যোগাযোগ করে ফিডারভিত্তিক দায়িত্ব দিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই ঐ ফিডারের ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়;
- (ঢ) উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত সমিতিসমূহের ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থিত ঠিকাদারের ক্যাম্পে যে সকল মালামাল মজুত থাকে, তা দ্রুততার সাথে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়;
- (ণ) কেন্দ্রীয় পণ্যাগারসমূহ এবং সকল পবিস স্টোর প্রয়োজনীয় জনবলসহ সার্বক্ষণিকভাবে খোলা রাখা হয় যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত মালামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়;
- (ত) প্রতিটি সমিতি কর্তৃক ২০ জন করে দক্ষ লাইনক্রু (প্রয়োজনীয় লাইনম্যান টুলসসহ) এমনভাবে প্রস্তুত রাখা হয় যাতে ৩০ মিনিটের নোটিশে তারা দুর্ভোগ আক্রান্ত সমিতিতে যাত্রা শুরু করতে পারেন। তাদের জন্য শুকনো খাবার, পানি ও নগদ অর্থ মজুত রাখা হয়;
- (থ) সমিতির কর্মকর্তাগণ কর্তৃক স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সার্বিক বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা হয় এবং সাইক্লোন সেন্টারসমূহ পরিদর্শন করে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে করণীয় নির্ধারণ করা হয়;
- (দ) ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাষ পাওয়ার সাথে সাথে সদর দপ্তরসহ সকল অফিসে অগ্রিম প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ মালামাল (বিভিন্ন সাইজের পোল ও ট্রাপফরমার, মিটার, তার, ক্রসআর্ম, ফিউজ লিংক, ফিউজ কাটআউট, হার্ডওয়্যার ইত্যাদি) অগ্রিম মজুত করে রাখা হয়;
- (ধ) শুকনো খাবার (চিড়া, মুড়ি, গুড়, বিস্কুট) ক্রয় করে রাখা এবং চাল, ডালসহ রান্না করার আনুষঙ্গিক সামগ্রী ক্রয় করে রাখা হয়;
- (ন) সকল অফিসে ফাস্ট এইড বক্স প্রস্তুত রাখা হয়;
- (প) সকল অফিসভিত্তিক ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গাছপালা অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় দা, কুড়াল, ইলেকট্রিক অটো করাত, হ্যাড লাইন ও রশি সংগ্রহ করে রাখা হয়;
- (ফ) কারিগরি লোকের পাশাপাশি মিটার রিডার/পিসিএম/ম্যাসেঞ্জারসহ কারিগরী/অকারিগরি বিভাগে সকল লোকবলকে দুর্ভোগ পরবর্তী কাজের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয় যাতে নির্দেশনা পাওয়া মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে দুর্ভোগপ্রবণ এলাকায় গমন করতে পারে;
- (ব) সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় যানবাহন (ট্রাক, মিনি ট্রাক, ক্রেন, নসিমন, ভ্যান, মোটরসাইকেল, পিকআপ ইত্যাদি) বুকিং দিয়ে রাখা হয় যাতে ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই বিদ্যুৎ পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব হয়।

দুর্ভোগকালীন:

- (ক) বাপবিবোর করোনা দুর্ভোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত চলমান কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে পবিসের বিদ্যুৎ সরবরাহসহ সামগ্রিক বিষয়ে সার্বক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ করা হয় এবং সমিতিসমূহ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করতঃ তথ্যাদি প্রেরণ করে;
- (খ) সমিতির সকল জনবলকে সার্বক্ষণিকভাবে সতর্ক রাখা হয়। তাদের করণীয় সম্পর্কে সময়ে সময়ে ব্রিফিং প্রদান করা হয়;
- (গ) সমিতির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে সার্বক্ষণিকভাবে অফিসে কিংবা নিরাপদ স্থানে অবস্থান করে সকল জনবলকে সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলাসহ দ্রুত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সচল রাখার যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;
- (ঘ) দুর্ভোগকালীন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্যান্য লোকবলের জন্য প্রয়োজনীয় শুকনো খাবার, পানি ও নগদ অর্থ প্রস্তুত থাকে।

দুর্ভোগ পরবর্তী সময়ে:

- (ক) দুর্ভোগ পরবর্তী সময়ে বিতরণ ব্যবস্থার দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করার জন্য ফিডারভিত্তিক গঠিত মনিটরিং কমিটি, ইলেক্ট্রিশিয়ান, পূর্বনির্ধারিত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা হয় এবং বাপবিবোর্ডে ক্ষয়ক্ষতির প্রতিবেদন প্রেরণ করে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুনর্বহালের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মালামাল সমিতির স্টোর এবং কেন্দ্রীয় পণ্যাগার হতে সরবরাহ করা হয়;

- (খ) বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা পুনর্বহালের জন্য ফিডারভিত্তিক নির্ধিত ক্ষয়ক্ষতির ধরন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় লাইনক্রু, ঠিকাদারের লোকবল নিয়োজিতকরণ, মালামাল পরিবহন করার জন্য দ্রুত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়;
- (গ) প্রতিটি সমিতিতে প্রস্তুতকৃত ২০ জন দক্ষ লাইনক্রুকে (প্রয়োজনীয় লাইনম্যান টুলসসহ) বাপবিবো'র নির্দেশনা পাওয়া মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে দুর্যোগপ্রবণ সমিতিতে প্রেরণ করা হয়;
- (ঘ) ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে যতদ্রুত সম্ভব বিটিএস, হাসপাতাল, উপজেলা সদর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্রাধিকারভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা হয়; এবং
- (ঙ) সমিতির কর্মকর্তাগণ দুর্যোগ পরবর্তীকালে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ এবং সাইক্লোন স্টোরসমূহ পরিদর্শন করে করণীয় নির্ধারণ করেন।

যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ:

- (ক) বাপবিবো'র সদর দপ্তরে স্থাপিত 'কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সেল' সার্বক্ষণিক চালু থাকে এবং একইভাবে প্রতিটি পবিসের সদর দপ্তরে 'কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সেল' সার্বক্ষণিক চালু থাকে;
- (খ) প্রতিটি পবিস কর্তৃক এসএমএস, স্থানীয় ডিস চ্যানেলের মাধ্যমে পবিসের হট নম্বর, অভিযোগ কেন্দ্রের মোবাইল নম্বর গ্রাহকদের জানানো হয়।

দুর্যোগ মোকাবিলায় ফ্রেজে পবিস নির্দেশিকা ১০০-৩০ অনুযায়ী দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগের সময়ে এবং দুর্যোগের পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প ০১টি প্রকল্পের নাম পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ (১৯.৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগের সংস্থানসহ ২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে চলমান ০৪টি প্রকল্প হলো:
 ১. শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প
 ২. শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প
 ৩. বাপবিবো'র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ) প্রকল্প
 ৪. সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প।

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ

- নিরবচ্ছিন্ন ও গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;
- লাইনসমূহকে জিআইএস লাইনে রূপান্তর;
- সিস্টেম লস হ্রাসকরণ;
- বিদ্যমান বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্ধিত বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো;
- বিদ্যমান বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের আধুনিকায়ন ও দক্ষ জনবল তৈরি।

চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও ৫ বছরের কর্মপরিকল্পনা

- বিভাগওয়ারী/২টি বিভাগ একত্রে বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের সক্ষমতা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস ও আধুনিকায়নের জন্য ৫টি প্রকল্প গ্রহণ (২টি অনুমোদিত হয়েছে ও ৩টি অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান);
- কাঠের পোল স্ট্রাকচার্ড বিদ্যমান উপকেন্দ্রগুলোকে আধুনিক উপকেন্দ্রে রূপান্তর (KfW জার্মান অর্থায়নে ২৩টি উপকেন্দ্র আধুনিকায়নের জন্য ১টি প্রকল্প সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে);
- ঢাকার আশেপাশে ১৩টি পবিসের ভৌগোলিক এলাকায় স্ক্যাডা সিস্টেম স্থাপন (ডিপিপি প্রণয়ন করে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত);

- ম্যানুয়াল মিটারসমূহকে পর্যায়ক্রমে স্মার্ট মিটার দ্বারা প্রতিস্থাপন করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অধিকতর বৃদ্ধি (ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন);
- ঢাকার আশেপাশে পবিসগুলোর ঘনবসতি ও শিল্পহাব এলাকার ওভারহেড বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্ককে আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্কে রূপান্তর করা (ঢাকা পবিস-৪ এর ভৌগোলিক এলাকার আংশিক এলাকায় পাইলট হিসেবে আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষার রয়েছে। এছাড়া ১১টি পবিসে আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে)।

জিআইএস লাইন বাস্তবায়ন কৌশল

- (ক) পবিস এর নিজস্ব প্রশিক্ষিত জনবল এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে Handheld GPS Receiver এর মাধ্যমে পোলের Geo Location এর তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য একটি নির্দিষ্ট ইনভেন্টরি শিটে সংগ্রহ করা হয়;
- (খ) মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য নির্দিষ্ট এক্সেল শিটে Entry করা হয়;
- (গ) পবিস কর্তৃক সংগৃহীত ডাটাসমূহ জিআইএস কার্যালয়ের জিআইএস সংশ্লিষ্ট জনবলের মাধ্যমে ArcGIS সফটওয়্যার এর সহযোগিতায় প্রসেসিংপূর্বক সাবস্টেশন, পোল এবং লাইনের জিআইএস ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয় এবং উক্ত ডাটাবেইজ ব্যবহার করে ৩৩ কেভি/১১ কেভি/৬.৩৫ কেভি লাইনের ফিডার নেটওয়ার্ক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়।



বাংলাদেশ পল্টী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক স্বপ্ন ও গৌরবের পদ্মা সেতুতে বিদ্যুতায়ন।

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন একটি সংযুক্ত সরকারি দপ্তর। ১৯১০ সালের ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্টের ৩৬ নং ধারা ও ১৯৩৭ সালের ইলেকট্রিসিটি রুলস এর বিধি ৪-১০ অনুসরণে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ এবং ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ, জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরটি সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত দপ্তরের কার্যাবলির গুরুত্ব বিবেচনায় বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ৩১ ধারা অনুসরণে দপ্তরের নাম সংশোধনপূর্বক প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর নামকরণ করা হয়। শিল্প কল-কারখানা সহ সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাস্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদান করা এ দপ্তরের অন্যতম কাজ। অপরদিকে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাগত জ্ঞানসম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতকরণপূর্বক তাদেরকে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিউটিং সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ দপ্তর পরিদর্শন ও লাইসেন্সিং কার্যক্রম বাবদ সরকারের কর ব্যতীত রাজস্ব আদায় করে থাকে।

রূপকল্প

বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ ও ব্যবহারের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনজীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

অভিলক্ষ্য

জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতা সম্পন্ন সকল উচ্চ ও মধ্যম চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাস্তে বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন প্রদানের পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কাজে পেশাগত সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদের অনুকূলে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট ইস্যুকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ক) নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- খ) দক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনশক্তি চিহ্নিতকরণ ও লাইসেন্স প্রদান।
- গ) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

দপ্তরের প্রধান কার্যাবলি

- ক) গ্রাহকের ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যম, উচ্চ ও অতি উচ্চ চাপের নতুন বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও স্থাপনাসমূহ পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাস্তে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতঃ উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন প্রদান করা এবং প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর অন্তর পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন নবায়ন করা;
- খ) এ দপ্তরের অধীনে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ডের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ করতঃ বৈদ্যুতিক কাজে পেশাজ্ঞান সম্পন্ন উপযুক্ত ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানগণকে চিহ্নিতপূর্বক তাদেরকে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিউটিং সার্টিফিকেট ও কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়ে থাকে এবং উক্ত লাইসেন্সসমূহ প্রতিবছরে নবায়নপূর্বক তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা;
- গ) বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ২৯ ধারা মোতাবেক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বিষয়ে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার রিপোর্টের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ঘ) গ্রাহকের ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্ধ্ব ক্ষমতার বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের পূর্বে ভবনের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ডায়াগ্রামসহ সেফটি প্ল্যান পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;
- ঙ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরঞ্জামাদি (ট্রান্সফরমার, এইচটি সুইচগিয়ার, এলটি সুইচগিয়ার, পিএফআই প্র্যান্ট) প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদন প্রদান করা;

- চ) ট্রান্সফরমার তৈল পরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন অনুমোদন প্রদান করা এবং
ছ) উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের মাধ্যমে সরকারের কর ব্যতীত রাজস্ব আয় করা।

সাংগঠনিক কাঠামো

১৯৪৭ সালে ১১টি পদ সৃজনের মাধ্যমে এ দপ্তরের কার্যক্রম শুরু হয়। এনাম কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ও অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় অত্র দপ্তরে ৮ জন কর্মকর্তা ও ২৫ জন কর্মচারীসহ মোট ৩৩টি পদ রয়েছে। সেবার মান অধিকতর উন্নয়ন ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে ও সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে নতুন আরও ১২টি পদ ২০১৪ সালের মে মাসে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। এছাড়া ২০২১ সালে নবসৃষ্ট ৬৯টি পদসহ বর্তমানে অত্র দপ্তরে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে মোট ১১৪ জন। তন্মধ্যে ৫৪ জন কর্মকর্তা এবং ৬০ জন কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আশা করা যায় নিয়োগ বিধিসহ পদসৃজনের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের মধ্যে ১১৪ জনবলের একটি শক্তিশালী আধুনিক অফিস স্থাপন করা সম্ভব হবে। এ দপ্তরের সংশোধিত জনবল কাঠামো সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে দেওয়া হলো:

১ম শ্রেণির কর্মকর্তা (গ্রেড ৩-৯)	২৭জন
২য় শ্রেণির কর্মকর্তা (গ্রেড ১০)	২৭ জন
৩য় শ্রেণির কর্মচারী (গ্রেড ১২-১৬)	৪৪জন
৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী (গ্রেড ২০)	১৬জন
মোট	১১৪ জন

বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড

১৯৩৭ সালের বিদ্যুৎ বিধিমালার ৪৮(১) বিধির আওতায় প্রবীত ১৯৬১ সালের রেগুলেশনের ১নং প্রবিধানের ক্ষমতাবলে বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান ও সিনিয়র বিদ্যুৎ পরিদর্শক পদাধিকারবলে সচিব এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন,



বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম। তারিখ: ৪ জানুয়ারি ২০২২

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ইলেক্ট্রিক্যাল কন্সট্রাক্টরস এসোসিয়েশন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে মনোনীত একজন করে সদস্য নিয়ে ১০(দশ) সদস্য বিশিষ্ট বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত হয়। উক্ত বোর্ড কর্তৃক প্রকৌশলী, বৈদ্যুতিক ঠিকাদার ও ইলেকট্রিশিয়ানদেরকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যথাক্রমে সুপারভাইজার কম্পিউটিং সার্টিফিকেট, বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স ও ইলেকট্রিশিয়ানদের কারিগরি পারমিট প্রদান করা হয়। উক্ত লাইসেন্স, সার্টিফিকেট ও পারমিট প্রতি বছর প্রদান ও নবায়ন করে বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড কর্তৃক সরকারের কর ব্যতীত রাজস্ব আয় (Non-Tax Revenue) করে থাকে।

সেবাভিত্তিক সাফল্য

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর কর্তৃক রেগুলেটরি কার্যক্রম সম্পন্ন করে গত ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে সেবা প্রদানের অগ্রগতি নিম্নবর্ণিত ছকে দেখানো হলো:

ক্রমিক	কার্যক্রম	২০১৮-১৯ অর্থবছর	২০১৯-২০ অর্থবছর	২০২০-২১ অর্থবছর	২০২১-২২ অর্থবছর
০১	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন জারি	৩৫২৯	৩১৬৪	৩৩৪০	৩১৬৪
০২	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স জারি	৫০২	৮৮৩	৬২৮	১০০৪
০৩	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট জারি	৮২৩	১৮৪৮	১৪৩৯	২৩২৮
০৪	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট জারি	১৪০৮৬	৮৫১১	৮৫২৬	১০০৩৭
০৫	বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নবায়ন	৪৩১৩	৪৫০২	৫০৪১	৫৩৫৩
০৬	বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট নবায়ন	৫৩৩৪	৫৩১১	৬৫৯২	৬৯৯৪
০৭	বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট নবায়ন	৭০০৩	৭৮২০	১১৬৯১	৯১৩৩

আর্থিক সাফল্য

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতিবছরই কর ব্যতীত রাজস্ব (Non-tax Revenue) আয় করে আসছে। বিগত ৪ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আয়ের বিবরণী নীচের ছকে দেওয়া হলো:

অর্থবছর	অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত রাজস্ব আয়	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ	লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অর্জনের হার (কম/বেশি)
২০১৮-১৯	১০,৮৫,০০০০০.০০	১১,৪৫,৫৪,০০০.০০	(+) ৬০,৫৪,০০০.০০	(+) ৫.৫৮%
২০১৯-২০	১১,০০,০০০০০.০০	১০,০৫,৩৩,০০০.০০	(-) ৯৪,৬৭,০০০.০০	(-) ৮.৬০%
২০২০-২১	১১,০০,০০০০০.০০	১১,১৬,৭০,০০০.০০	(+) ১৬,৭০,০০০.০০	(+) ১.৫০%
২০২১-২২	১০,০০,০০০০০.০০	১১,৩৭,৫০,০০০.০০	(+) ১,৩৭,৫০,০০০.০০	(+) ১৩.০%

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের ডিজিটাইজেশন

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এর ফলে অনলাইন ও অফলাইন ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার করে ন্যূনতম জনবলের মাধ্যমে এ দপ্তরের কাজসমূহ দক্ষতার সাথে সম্পাদন ও গ্রাহকগণকে উত্তম সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে বর্ণিত সুফলসমূহ পাওয়া যাচ্ছে:

- উপকেন্দ্র পরিদর্শন কার্যক্রম করার জন্য আধুনিক ইলেক্ট্রনিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, পরিদর্শন রিপোর্ট এবং অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে;
- বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং এবং পরিদর্শন কার্যক্রম দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পরিচালনা করছে প্রতিষ্ঠানটি;



উদ্ভাবনী ধারণা (আইএমএস সফটওয়্যার) বাস্তবায়ন করায় বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এর নিকট হতে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক জনাব আবুল খায়ের মোঃ আক্বাস আলী কর্তৃক পুরস্কার গ্রহণ। তারিখ: ২৭ জুন ২০২১

- লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রকৌশলী এবং ইলেকট্রিশিয়ানদের আধুনিক চিপ সংবলিত স্মার্ট কার্ড দেওয়া হচ্ছে;
- প্রতিষ্ঠানের পুরনো সব নথি বা ডকুমেন্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে;
- লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম অটোমেশনের ফলে গ্রাহক ঘরে বসেই অনলাইন মাধ্যমে লাইসেন্স নবায়ন করে হাতে পেয়ে যাচ্ছে;
- প্রশাসনিক পিএমআইএস এবং আর্থিক সব ধরনের কার্যক্রমকে একটি সুরক্ষিত ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- ডিজিটালাইজেশন বা ওয়েবভিত্তিক ডাটাবেইজের মাধ্যমে গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ফলে সরকারের নন-ট্যাক্স রাজস্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং
- ইলেকট্রিশিয়ান অ্যাপস তৈরির ফলে জনগণ অ্যাপস ব্যবহার করে নিকটস্থ ইলেকট্রিশিয়ান এর তাৎক্ষণিক সেবা গ্রহণ করতে পারছে।



প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর এর এপিএ পুরস্কার ২০২০-২১ অর্জন। তারিখ: ১২ আগস্ট ২০২১

চ্যালেঞ্জ

- ১) এ দপ্তরকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও জনবল বৃদ্ধি করা;
- ২) সকল বিভাগীয় শহরে এ দপ্তরের অফিস স্থাপন করা;
- ৩) অফিসিয়াল সমস্ত কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক বাস্তবায়ন করা;
- ৪) পেপারলেস অফিস কার্যক্রম চলমান রাখা;
- ৫) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের অফিস ভবনটি বহুতল ভবনে রূপান্তর করা;
- ৬) ১০০ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট, বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও ঠিকাদারি লাইসেন্স প্রদান করা;
- ৭) ৭ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট, বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার সার্টিফিকেট ও ঠিকাদারি লাইসেন্স নবায়ন করা;
- ৮) ১০ কার্যদিবসের মধ্যে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন প্রদান করা এবং
- ৯) কর ব্যতীত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০২৫ সালের মধ্যে এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় পর্যায়ে অফিস স্থাপন করা; এ দপ্তরের জনবল বৃদ্ধিকরণ; পরিদর্শন যানবাহন ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ; সমস্ত সেবা কার্যক্রম ডিজিটলাইজের মাধ্যমে দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া; বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনশক্তি চিহ্নিত করে লাইসেন্স প্রদান; হাই ভোল্টেজ টেস্টিং ল্যাব স্থাপনসহ দপ্তরের সকল কার্যক্রম ডাটাবেইজে রূপান্তর করে স্থায়ীভাবে ডাটা/রেকর্ড সংরক্ষণ করা, রাজস্ব অর্জন ২৫ কোটিতে উন্নীত করা এবং প্রত্যেক ইলেকট্রিশিয়ান ও বৈদ্যুতিক প্রকৌশলীদের চিপ সংবলিত স্মার্ট কার্ড লাইসেন্স প্রদান করা।

বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই)

জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ খাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানো হচ্ছে। গ্যাস নির্ভর বিদ্যুৎ খাতে জ্বালানি বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রযুক্তি ও জ্বালানি বৈচিত্র্যায়নের সুফল দ্রুততম সময়ে সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আধুনিক ব্যবস্থাপনা চালু করা হচ্ছে। নব প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার হাত ধরে টেকসই বিদ্যুৎ খাত সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ জনবল।

বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্ণনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে (বিদ্যুৎ বিভাগ পরিদর্শনকালে প্রদত্ত) বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' বা বিপিএমআই প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিপিএমআই-এর মূল কার্যাবলি

- পাওয়ার সেক্টর প্রশিক্ষণ নীতিমালা বা পিএসটিপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগকে সহায়তা করা;
- দক্ষ জনবল গঠনে যুগোপযোগী ও মানসম্মত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা;
- বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারকে বিদ্যুৎ বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করা;
- প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে পরামর্শক ও উপদেষ্টা সেবা প্রদান;
- সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- সহস্রাধিক প্রশিক্ষার্থীর সমন্বয়ে ভারুয়াল শ্রেণিকক্ষে একযোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
- বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন গবেষণামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা।

প্রশিক্ষণ প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
- কোল সোর্সিং ও হ্যান্ডলিং
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন
- পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
- মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- উন্নত গ্রাহক সেবা
- বিদ্যুৎ খাতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি
- প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (টিওটি)
- বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ
- আইসিটি
- সাইবার সিকিউরিটি



বিপিএমআই-এর পূর্বাচলস্থ অস্থায়ী ভবন

২০২১-২২ অর্থবছরে বিপিএমআই এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক	বিষয়	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত	প্রশিক্ষণপঞ্জি (মে ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)
০১	প্রশিক্ষণ কোর্স	৬৮টি	১৯০টি
০২	কর্মশালা	৪টি	৯টি
০৩	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা	৩০৯৩ জন	৮৫৪৬ জন
০৪	প্রশিক্ষণ দিবস	৭২২.৫ দিন	২০৫১.৫ দিন
০৫	প্রশিক্ষণ জনদিবস	২৮,২৪৪ জনদিবস	৯৮,১৯৭ জনদিবস
০৬	প্রশিক্ষণ জনঘন্টা	২,২৫,৯৫২ জনঘন্টা	৬,৮৪,০১২ জনঘন্টা
০৭	জনপ্রতি প্রশিক্ষণ জনঘন্টা	৭৯.৫৬ ঘন্টা	৮৫.৬৯ ঘন্টা
০৮	জনপ্রতি জনঘন্টা (প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা)	৭৩.০৩ ঘন্টা	৮০.০৩ ঘন্টা



'New Alternative Fuel Sources for Bangladesh-Future Challenges' শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম।
তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০২১



বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের পাওয়ার প্ল্যান্ট পরিদর্শন

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

১. এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে বিদ্যুৎ খাতে উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ, পেশাদার কর্মী তৈরির জন্য বিপিএমআই কাজ করবে।
২. বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতে কর্মরত জনবলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৩. প্রশিক্ষণের একটি মান নির্ধারণেও বিপিএমআই কাজ করবে।
৪. বিপিএমআই ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহকে কনসালট্যান্সি সেবা প্রদান করবে। কনসালট্যান্সি সার্ভিসের জন্য বিদেশ-নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানিতে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলকে এক ছাতার নিচে আনা হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুনদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
৫. কারিগরি সহায়তার জন্য দেশের সরকারি, বেসরকারি খাত এবং বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবে। বিপিএমআই ভারতের এনটিপিসি/এনপিটিআই, জাপানের টেপকোসহ অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার জন্য এমওইউ সম্পাদনের জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করবে।
৬. কয়লা ও এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, পরিচালনা ও মেইনটেন্যান্স বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত জনবল গড়ে তোলা হবে।
৭. বিদ্যুৎ বিভাগ তথা সরকারকে বিদ্যুৎ বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সেবা প্রদান করবে।
৮. স্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেরানীগঞ্জে নেওয়া ২৫ একর জমিতেও বিপিডিবি'র সহায়তায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।
৯. সামগ্রিকভাবে বিদ্যুৎ খাত তথা বাংলাদেশের প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিপিএমআই-কে একটি আন্তর্জাতিক মানের ইনস্টিটিউট বা 'সেক্টর অব এক্সেলেন্স' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল)

দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ এবং লো-ভোল্টেজ সমস্যা নিরসনকল্পে বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের আওতায় কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় গত ২৮ আগস্ট ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল) গঠিত হয়। সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেগাওয়াট ও খুলনা ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প এবং ভেড়ামারা ৩৬০ মেগাওয়াট কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কোম্পানির প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ০৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে কোম্পানি জাতীয় গ্রিডে ৩,০৬৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

এনডব্লিউপিজিসিএল এর চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	জ্বালানি	নেট উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	বানিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের তারিখ
০১	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	২১৪	সিম্পল সাইকেল: নভেম্বর ২০১২ কন্সট্রাক্ট সাইকেল: জুলাই ২০১৪
০২	খুলনা ২২৫ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	২৩০	সিম্পল সাইকেল: সেপ্টেম্বর ২০১৩ কন্সট্রাক্ট সাইকেল: জুন ২০১৬
০৩	ভেড়ামারা ৪১০ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	৪১০	সিম্পল সাইকেল: মে ২০১৭ কন্সট্রাক্ট সাইকেল: ডিসেম্বর ২০১৭
০৪	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	২২০	ফেব্রুয়ারি ২০১৮
০৫	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	২২০	সিম্পল সাইকেল: আগস্ট ২০১৮ কন্সট্রাক্ট সাইকেল: জানুয়ারি ২০১৯
০৬	মধুমতি ১০০ মে.ও. এইএফও চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র	এইচএফও	১০৫	এপ্রিল ২০১৯
০৭	সিরাজগঞ্জ ৪০০ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৪র্থ ইউনিট) (যৌথ মালিকানা)	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এইচএসডি	৪১৪	সিম্পল সাইকেল: অক্টোবর ২০১৮ কন্সট্রাক্ট সাইকেল: এপ্রিল ২০১৯
০৮	পায়রা ১৩২০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়) (যৌথ মালিকানা)	আমদানিকৃত কয়লা	১২৪৪	১ম ইউনিট: মে ২০২০ ২য় ইউনিট: ডিসেম্বর ২০২০
০৯	সিরাজগঞ্জ ৭.৬ মে.ও. গ্রিড কানেক্টেড ফটোভোল্টায়িক সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র	---	৬	২৯ মার্চ ২০২১
বর্তমানে মোট উৎপাদন ক্ষমতা:			৩০৬৩ মে.ও.	

নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. এর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

সরকার ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা তথা সকলের নিকট বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে মোতাবেক বিদ্যুৎ বিভাগ বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. উক্ত পরিকল্পনার অংশীদার হয়ে একটি সুযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের মাস্টার প্ল্যানের ভিত্তিতে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় ধানখালি ইউনিয়নে ২টি ফেইজ মোট ২৬৪০ মে.ও. ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. এবং চায়না ন্যাশনাল মেশিনারি ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট করপোরেশনে (সিএমসি)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ০১ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কোম্পানি (প্রা.) লি. কোম্পানি গঠিত হয়। যৌথ মালিকানাধীন উক্ত কোম্পানির আওতায় ২০২০ সালের মে মাসে পায়রা ১৩২০ মে.ও. ধার্মাল পাওয়ার প্লান্ট প্রজেক্টের ১ম ইউনিট এবং ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ২য় ইউনিটের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়। বিশ্বব্যাপী কোভিড পরিস্থিতির মধ্যেও উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করতে সক্ষম হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। ২০২২ সালের মার্চ মাসে বৈশ্বিক কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। একই ক্ষমতা ও প্রযুক্তির পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ফেইজ) বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে যা ২০২৪ সাল নাগাদ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।



পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পটুয়াখালী

নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্যাপাসিটির ছিড কানেকটেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সিরাজগঞ্জ ৬.৫৫ মে.ও. (এসি) ছিড কানেকটেড সোলার ফটোভল্টাইক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গত ২৯ মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। নওপাজেকো ও সিএমসি, চায়না-এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশ চায়না রিনিউএবল এনার্জি কো. (প্রা.) লি. (বিসিআরইসিএল)-এর আওতায় বর্তমানে ৫০০ মে.ও. বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ ৬৮ মে.ও. সোলার পার্ক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য Consortium of PARYOCEAN-FEDI-SINOHYDRO-এর সাথে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পাশাপাশি পাবনা ৬০ মে.ও. সোলার পার্ক প্রকল্পটি নির্মাণের উদ্দেশ্যে গত ২৯ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উভয় প্রকল্প ডিসেম্বর ২০২৩ সাল এর মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে এমন প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

পায়রা পাওয়ার জেনারেশন হবে ৩৬০০ মে.ও. ক্ষমতা সম্পন্ন এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প নির্মাণের লক্ষ্যে নওপাজেকো কর্তৃক প্রকল্প এলাকার ভূমি উন্নয়ন, প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি, এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এসেসমেন্ট (ইআইএ), পাওয়ার ইন্ডাক্সিয়েশন ও ছিড স্টাবিলিটি স্টাডি ইত্যাদি প্রাথমিক কার্যাবলি সম্পন্ন হয়েছে। আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১)'-এর আওতায় পটুয়াখালীর পায়রা বন্দর এলাকার গভীর সমুদ্রে Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) পদ্ধতিতে এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) স্থাপনের বিষয়ে সরকার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করে। উক্ত ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে সরবরাহকৃত গ্যাস ব্যবহার করে পায়রা এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্পের ১২০০ মে.ও. ক্ষমতা বিশিষ্ট ১ম ফেইজের বাণিজ্যিক উৎপাদন ডিসেম্বর ২০২৫ নাগাদ শুরু হবে মর্মে প্রত্যাশিত।

এনডব্লিউপিজিসিএল এর চলমান বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	জ্বালানি	উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	প্রত্যাশিত বাণিজ্যিক উৎপাদন
০১	রূপসা ৮০০ মে.ও. কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এলএনজি	৮৮০	১ম ইউনিট: অক্টোবর ২০২৩ ২য় ইউনিট: এপ্রিল ২০২৪
০২	পায়রা ১৩২০ মে.ও. থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট প্রকল্প (২য় ফেইজ) (যৌথ মালিকানাধীন)	আমদানিকৃত কয়লা	১৩২০	৩য় ইউনিট: জুন ২০২২ ৪র্থ ইউনিট: ডিসেম্বর ২০২২
০৩	পাবনা ৬০ মে.ও. সোলার পার্ক প্রকল্প (যৌথ মালিকানাধীন)	সৌর	৬৪	ডিসেম্বর ২০২৩
০৪	সিরাজগঞ্জ ৬৮ মে.ও. সোলার পার্ক প্রকল্প (যৌথ মালিকানাধীন)	সৌর	৬৮	ডিসেম্বর ২০২৩
০৫	পায়রা ৫০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প	বায়ু	৫০	ডিসেম্বর ২০২৪
০৬	পায়রা এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প (১২০০ মে.ও.) (১ম ফেইজ)	এলএনজি	১২০০	ডিসেম্বর ২০২৫
		মোট:	৩,৫৮২ মে.ও.	

এনডব্লিউপিজিসিএল এর পরিকল্পনাধীন উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	জ্বালানি	উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	প্রত্যাশিত বাণিজ্যিক উৎপাদন
০১	পায়রা এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প (১২০০ মে.ও.) (২য় ফেইজ)	এলএনজি	১২০০	ডিসেম্বর ২০২৭
০২	পায়রা এলএনজি-টু-পাওয়ার প্রকল্প (১২০০ মে.ও.) (৩য় ফেইজ)	এলএনজি	১২০০	ডিসেম্বর ২০৩০
০৩	দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভবিষ্যতে নির্মিতব্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	এলএনজি	১২০০	ডিসেম্বর ২০৩০
মোট :			৩,৬০০ মে.ও.	

এক নজরে এনডব্লিউপিজিসিএল এর বিদ্যুৎ খাতে অর্জন

দেশে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর জন্য নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি (নওপাজেকো) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে কোম্পানিটি নিবন্ধিত হয়। শূন্য থেকে শুরু করা নওপাজেকোর বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০৬৩.১৩ মে.ও.। প্রাকৃতিক গ্যাস, আমদানিকৃত কয়লা, তরল জ্বালানি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির মিশেলে নির্ভরযোগ্য জ্বালানি মিশ্রণ অর্জনে কোম্পানিটি সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে নওপাজেকোর আওতাধীন মোট ০৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। নওপাজেকো ও সিএমসি, চায়না-এর যৌথ মালিকানাধীন নির্মাণ করা হয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ আমদানিকৃত কয়লা ভিত্তিক আষ্টা-সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা ১৩২০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ফেইজ)। ২০২২ সালের মার্চ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। একই অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণাও প্রদান করেন। বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের জন্য এটি ছিল একটি বিরাট মাইলফলক।

২০২১-২২ অর্থবছরে এনডব্লিউপিজিসিএল এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

ক্রমিক	বিবরণ	তারিখ
০১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক এনডব্লিউপিজিসিএল এর আওতাধীন পায়রা ১৩২০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (যৌথ মালিকানাধীন) উদ্বোধন	২১ মার্চ ২০২২
০২	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মুখ্য সচিব মহোদয়ের নিকট থেকে যথাসময়ে পায়রা ১৩২০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ এনডব্লিউপিজিসিএল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার প্রশংসাপত্র অর্জন	১৭ মে ২০২২
০৩	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নিকট থেকে যথা সময়ে পায়রা ১৩২০ মে.ও. তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ এনডব্লিউপিজিসিএল এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার প্রশংসা পত্র অর্জন	২৫ এপ্রিল ২০২২
০৪	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. এর কর্পোরেট অফিসে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারের শুভ উদ্বোধন	২৫ আগস্ট ২০২১
০৫	মুজিববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সৌন্দর্যবর্ধন প্রতিযোগিতা ২০২১ এ ভেড়া মারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় স্থান অধিকার	২৮ ডিসেম্বর ২০২১
০৬	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. এর আওতাধীন মধুমতি ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে জাতীয় পরিবেশ পদক ২০২২ অর্জন।	৫ জুন ২০২২

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিমিটেড (এপিএসসিএল)

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. (APSCL) একটি সরকারি মালিকানাধীন পাবলিক লি. কোম্পানি এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাওয়ার হাব। এর ০৬টি ইউনিটের বর্তমান মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১,৩৯১.৬ মেগাওয়াট। বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন ও সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. (এপিএসসিএল) ২৮ জুন ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়। এপিএসসিএল-এর নিবন্ধন নং ৪০৬৩০ (২৩২৮)/২০০০। ২২ মে ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে বিপিডিবি এবং এপিএসসিএল এর মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সাময়িক বিক্রেতা চুক্তির মাধ্যমে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কমপ্লেক্স-কে (সম্পদ ও দায়সহ) এপিএসসিএল-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। ০১ জুন ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির সকল কার্যক্রম শুরু হয় এবং পাওয়ার স্টেশনের অপারেশন ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রমসহ কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী পরিচালক (পরিচালন ও সংরক্ষণ), নির্বাহী পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) এর সমন্বয়ে গঠিত ম্যানেজমেন্ট টিম এর ওপর ন্যস্ত করা হয়।

কোম্পানির আর্টিক্যালস্ অব এসোসিয়েশন অনুযায়ী মোট শেয়ারের ৯১.২৩% বিপিডিবি, ৮.৭৬% বিদ্যুৎ বিভাগ এবং অবশিষ্ট শেয়ার অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয় এবং জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে পুরো দেশজুড়ে গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই পাওয়ার স্টেশন দেশের মোট চাহিদার ৭.৬৭% এরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া আগামী ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইস্ট) প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে এবং এপিএসসিএল দেশের মোট চাহিদার ৮.০০% বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এপিএসসিএল এর সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ১,০৩৮ মেগাওয়াট, (৬ নভেম্বর ২০২১)। বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রধান জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্টিম তৈরি এবং শীতলীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পানি মেঘনা নদী থেকে নেওয়া হয়। শীতলীকরণের জন্য ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ডিসচার্জ চ্যানেল দিয়ে নদীতে ছাড়া হয়। উল্লেখ্য যে, শুষ্ক মৌসুমে ডিসচার্জ চ্যানেলের বিপুল পরিমাণ পানি আশুগঞ্জ, সরাইল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রায় ৩৬,০০০ একর জমি সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়।

রূপকল্প

দেশের সর্ববৃহৎ ও আদর্শ বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা রূপে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে সরকারের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন।

অভিলক্ষ্য

অবকাঠামো ও সম্পদের সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ ব্যবহারের মাধ্যমে ধারাবাহিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গুণগতমান ও দক্ষতায় ক্রমাগত উৎকর্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করে দেশের সমৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রাখা।

উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি

- ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান ১,৩৯১.৬ মেগাওয়াট থেকে ৩,৩০২ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;
- অস্বিলারী কনজাম্পশন ৪.৫% এ নিয়ে আসা;
- যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রাপ্যতা ৯০% এ বজায় রাখা;
- শূন্য দুর্ঘটনা মাত্রা বজায় রাখা;
- কয়লা ও সৌরভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে জ্বালানি বহুমুখীকরণ নীতি বাস্তবায়ন করা;
- মানবসম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

এপিএ-তে অর্জন

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. একটি সরকারি মালিকানাধীন পাবলিক লি. কোম্পানি হিসেবে সরকারের নীতি, পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার ও অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী বার্ষিক কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতঃ চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, উৎপাদন, সেবা ও সেবার মান বৃদ্ধি, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক তথা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিশ্বব্যাপী করোনার মহামারি সত্ত্বেও এপিএসসিএল এপিএ-তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৫.৬০% অর্জন করে। আর ২০২১-২০২২ অর্থবছরে এপিএ-তে অর্জন করেছে প্রায় ১০০%।

এপিএসসিএল এর ডিজিটলাইজেশন এবং ইনোভেশন কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প তথা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ গ্রাহকদের সেবার মান বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ইআরপি বাস্তবায়ন, ই-জিপি ও ই-নথি ব্যবহার, অভ্যন্তরীণভাবে তৈরিকৃত সফটওয়্যার, ডিজিটাল সেবা, সেবা সহজীকরণ এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এপিএসসিএল এর সকল কর্মকাণ্ড ডিজিটাইজড করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এপিএসসিএল এর সকল প্রিন্ট, দপ্তর, ভান্ডার, ট্রেনিং সেন্টার এবং মেডিক্যাল সেন্টার লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত। এছাড়া চাকাস্থ কর্পোরেট অফিস ভিপিএন কানেক্টিভিটির মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত। সকল স্থাপনায় উচ্চ গতির ইন্টারনেট এবং ওয়াইফাই জোন এর ব্যবস্থা রয়েছে।

ই আর পি, ই-জিপি, ই-নথি ছাড়াও এপিএসসিএল এর উল্লেখযোগ্য সফটওয়্যার গুলো হলো ভান্ডার অটোমেশনের জন্য Store Management System, ডিজিটাল হাজিরার জন্য Biometric (Face Detection and Finger) Attendance System, প্রিন্টের উৎপাদন তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Operational Information Management System (OIMS) এবং Digital Operational Dashboard, প্রিন্টের ট্রাবল রিপোর্ট ও ট্রাবল ক্রিয়ারেল কার্যক্রম অটোমেশনের জন্য TR-CR Management System, প্রিন্টে কর্মরত প্রকৌশলীদের দক্ষতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রিন্ট রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে O&M Knowledge Base System, এপিএসসিএল এর অধীন সকল পরিবহন ব্যবস্থাপনার জন্য Vehicle Management System ইত্যাদি।

এপিএ বাস্তবায়নের আওতায় এপিএসসিএল ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সেবা ডিজিটলাইজড করেছে। এর ফলে আন্তঃদাপ্তরিক এবং বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক এপিএসসিএল এর আওতাধীন প্রিন্ট/অফিস/আবাসিক এলাকায় বসবাসরতদের প্রদত্ত সেবার মান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সময়, ব্যয় এবং যাতায়াতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে চালুকৃত এপিএসসিএল এর ই-সেবা গুলো হলো পুর সংরক্ষণ, বৈদ্যুতিক সংরক্ষণ এবং টেলিফোন সংযোগ সম্পর্কিত সেবা। এছাড়া দাপ্তরিক কাজে গাড়ি ব্যবহারের জন্য ডিজিটাল সেবাটির মাধ্যমে গাড়ি রিকুইজিশন এর আবেদন থেকে শুরু করে রিকুইজিশনকারী এবং গাড়ি চালকের জন্য নোটিফিকেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় গাড়ি ব্যবহারকারী এবং ওয়ার্কশপ বিভাগের কাজে অনেক দ্রুত এবং সহজ হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে 'এপিএসসিএল এর কারখানা বিভাগ প্রদত্ত যান্ত্রিক সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজের অভ্যন্তরীণ ই-সেবা' শিরোনামের ডিজিটাল সেবাটি চালু হবার ফলে প্রিন্ট, অফিস এবং আবাসিক এলাকার বিভিন্ন যান্ত্রিক সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ আগের চেয়ে অনেক দ্রুত সম্পন্ন করা যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

দক্ষতা উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধি করে। প্রশিক্ষণ পরিমাপের জন্য বিভিন্ন প্রকার মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এপিএসসিএল এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে মানবসম্পদের উন্নয়ন। আর মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হলো কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রতিবছর বিদ্যুৎ বিভাগকে গড়-জনঘণ্টা হারে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়। সে মোতাবেক এপিএসসিএল এর সকল বিভাগ দক্ষ ও সূচারূপে পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৫৫ গড় জনঘণ্টা হারে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে নিজস্ব ট্রেনিং সেন্টার, ডিভিশনগুলিতে অন দ্য জব প্রশিক্ষণ, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেমন: বিপিএমআই, বিদ্যুৎ বিভাগ, শ্রেডাসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় থাকে। সরকার কর্তৃক এপিএ এর আওতায় সকল প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপসমূহ সফলভাবে আয়োজন ও কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়নে শতভাগ সফল হয়েছে।

বৈশ্বিক প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও সংরক্ষণ কাজের জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, এবং ২০২১-২২ অর্থবছরগুলোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাক্রমে ৬৮০৮৮, ৬০৫৮৮, ৭১৩৬৪, ৫৩০৪৯, ও ৪৮৮৪৮ গড় জনঘন্টা অর্জনের মাধ্যমে শতভাগ গড় জনঘন্টা অর্জিত হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক দেওয়া প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এপিএসসিএল বন্ধ পরিকর।

আর্থিক

২০২১-২২ অর্থবছরের কর পরবর্তী ব্যবসায়িক লাভের পরিমাণ ১৯৩.৬২ কোটি টাকা। উক্ত অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব এর অনুকূলে প্রতিটি শেয়ার ১০ টাকা মূল্য মানের ১২ কোটি সাধারণ শেয়ার ইস্যু করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২১-২২ অর্থবছরে উৎসে কর কর্তনপূর্বক ৩১.১০ কোটি টাকা এবং ভ্যাট ৫.২১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

এপিএসসিএল এর মূলধন কাঠামো

এপিএসসিএল এর অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকা, যা ১০ টাকা মূল্যের ৫০০ কোটি শেয়ারে বিভক্ত। বর্তমানে কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ১,৩৬৯.২৩ কোটি টাকা। প্রাথমিকভাবে কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর অনুকূলে Vendor's Agreement এর মাধ্যমে মোট ১,২৪৯.২০ কোটি টাকার সাধারণ শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিপরীতে Govt. Equity হিসেবে রক্ষিত অর্থকে পরিশোধিত মূলধনে রূপান্তরের লক্ষ্যে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর অনুকূলে ১২০.০০ কোটি টাকার সাধারণ শেয়ার বরাদ্দ করা হয়। বর্তমানে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের ৯১.২৩% বিপিডিবি, ৮.৭৬% বিদ্যুৎ বিভাগ এবং অবশিষ্ট মূলধন অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ-এর মালিকানাধীন রয়েছে।



সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর নামে ইস্যুকৃত এপিএসসিএল এর ১২০ কোটি টাকার শেয়ার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সম্মানিত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ এর নিকট হস্তান্তর করেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ এম এম সাজ্জাদুর রহমান। তারিখ: ২৫ মে ২০২২

এপিএসসিএল এর বন্ড ইস্যু সংক্রান্ত তথ্যাবলি

বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানিসমূহের সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং ভবিষ্যৎ বিকল্প অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এপিএসসিএল কর্তৃক বন্ড ছাড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ৭ বছর মেয়াদী 'Non-convertible fully redeemable coupon bearing' বন্ড ছাড়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৬০০ কোটি টাকার বন্ড ছাড়া হয়, যার মধ্যে ৫০০ কোটি টাকা Private Placement এর মাধ্যমে এবং ১০০ কোটি টাকা Public Placement এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। Public Placement এর মাধ্যমে সংগৃহীত বন্ড বর্তমানে DSE & CSE তে APSCLBOND নামে লেনদেন হচ্ছে। আলোচ্য ৬০০ কোটি টাকার বন্ডের ওপর ট্রাস্টি কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করা হচ্ছে।

শতভাগ বিদ্যুতায়নে এপিএসসিএল এর ভূমিকা ও কার্যক্রম

সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতে দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০২২ পর্যন্ত এপিএসসিএল নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ সফলতার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়নে অবদান রেখে চলেছে:

- আশুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট
- আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- ইউনাইটেড আশুগঞ্জ ২০০ মেগাওয়াট মডুলার পাওয়ার প্ল্যান্ট
- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সিউথ)
- আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ)
- আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইস্ট)

এর মধ্যে আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইস্ট) প্রকল্পটি ২০২২ সালের শেষ নাগাদ সমাপ্ত হবে এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এপিএসসিএল এর ৬টি পাওয়ার প্ল্যান্টের স্থাপিত ক্ষমতা ১৩৯১.৬ মেগাওয়াট। ২০২২ সালের শেষ নাগাদ আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইস্ট) প্রকল্প হতে ৪২০ মেগাওয়াট জাতীয় খিভে যুক্ত হলে এপিএসসিএল এর মোট স্থাপিত ক্ষমতা হবে ১৮১১.৬ মেগাওয়াট।

বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	জ্বালানি	মোট স্থাপিত ক্ষমতা
০১	ইউনিট-৫	প্রাকৃতিক গ্যাস	১৫০
০২	আশুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট গ্যাস ইঞ্জিন পাওয়ার প্ল্যান্ট	প্রাকৃতিক গ্যাস	৫৩.৬
০৩	আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	প্রাকৃতিক গ্যাস	২২৫
০৪	ইউনাইটেড আশুগঞ্জ ২০০ মেগাওয়াট মডুলার পাওয়ার প্ল্যান্ট	প্রাকৃতিক গ্যাস	২০০
০৫	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সিউথ)	প্রাকৃতিক গ্যাস	৩৮৩
০৬	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (নর্থ)	প্রাকৃতিক গ্যাস	৩৮০
		মোট স্থাপিত ক্ষমতা: ১৩৯১.৬	

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহের কালের পরিক্রমায় Economic Life অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া এবং সক্ষমতা হ্রাস পাওয়া একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দেশে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, সক্ষমতাকে ধরে রাখা এবং সর্বোপরি জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য উক্ত প্ল্যান্টসমূহ প্রতিস্থাপন ও অধিক ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন প্ল্যান্ট নির্মাণের প্রয়োজন হয়। উক্ত প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পুরানো প্ল্যান্টসমূহ যেমন GT-1, GT-2 & ST প্রতিস্থাপন করে সেখানে আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) প্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ইউনিট ১, ২, ৩ এবং ৪-কে অবসর প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ইউনিটসমূহকে প্রতিস্থাপিত করে সেখানে অধিক ক্ষমতা ও দক্ষতাসম্পন্ন কনক্রিট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট দ্বারা প্রতিস্থাপিত করার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইউনিট ১ ও ২-কে অবসর প্রদান করে সেখানে আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (রিপ্রেসমেন্ট প্রজেক্ট) হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ইউনিট ৫ আগামী ২০২৩ সালে অবসরে গেলে ইউনিট ৩-৫ এর স্থলে দুইটি ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া বি টাইপ আবাসিক এলাকা স্থানান্তরিত করে তদস্থলে ৩x৬০০ মেগাওয়াট উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে এপিএসসিএল এর দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন থাকে। প্রকল্প দুইটি হলো:

১. আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) প্রকল্প

আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) প্রকল্পের জুন ২০২২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৫০%। ২৮ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে SFC এবং SEE এর কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়। ২৯ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে Siemens-এর TFA-এর সহায়তায় Gas Turbine First Firing সম্পন্ন হয়। ৩০ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে Gas Turbine Gi Full Speed No Load operation (FSNL) সম্পন্ন হয়। ২০ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে Gas Turbine First Synchronization সম্পন্ন হয় এবং ২০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হয়। ২১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে ৮০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়। ২২ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে Gas Turbine First Synchronization সম্পন্ন করে এবং ২০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়। ২৩ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে Simple Cycle এর Base Load অর্থাৎ ৩০৩.৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হয়েছে।

২. পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প

প্রকল্পের আওতাধীন সর্বমোট ৯২৫.৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুসারে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৩ কোটি ৮২ লাখ টাকা জমির মালিককে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ (ভূমি সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ) ও ভূমি রোধ (ভূমি সংরক্ষণ চাল নির্মাণ) কাজ ৩টি সম্পাদনের জন্য গত ২৩ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে এপিএসসিএল ও বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লি. (বিডিপি) মধ্যে পৃথক ৩টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে কাজ সম্পাদন চলমান রয়েছে। এছাড়াও পুনর্বাসন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ মূল্যায়ন ও অনুমোদন শেষে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ২৯ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে এপিএসসিএল এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আসন্ন প্রকল্প হিসেবে এপিএসসিএল এর দুইটি প্রকল্প পাইপ লাইনে রয়েছে। প্রকল্প দুইটি হলো:

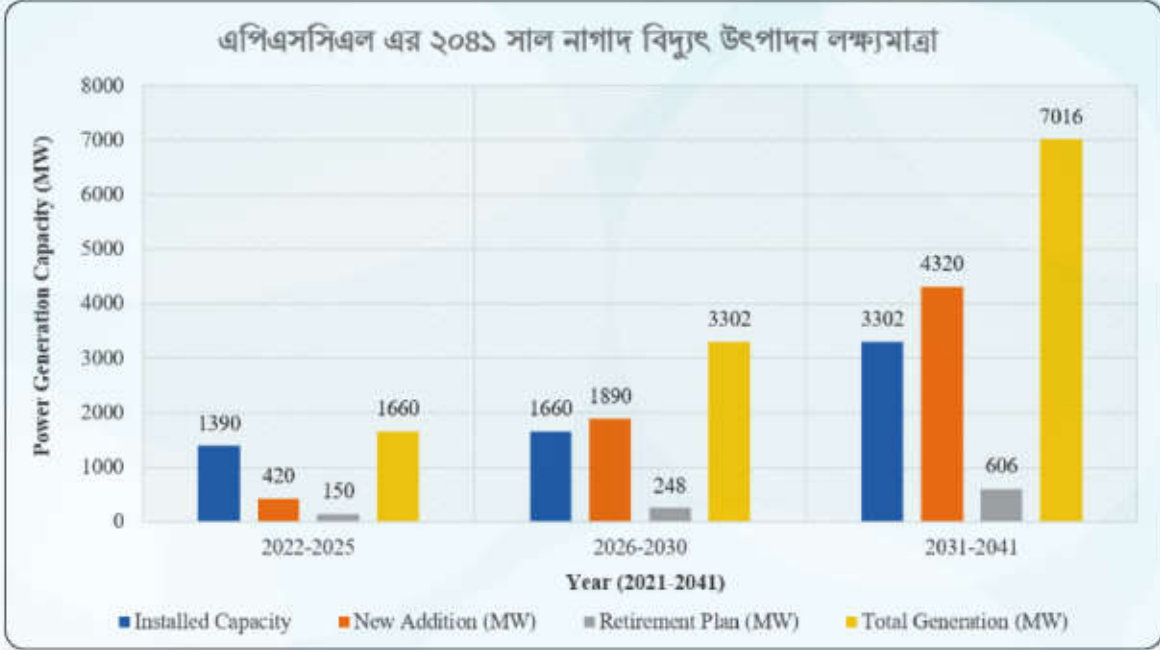
- ১) আশুগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (রিপ্রেসমেন্ট) প্রকল্প, যার পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত হয়েছে।
- ২) রায়পুরা ১২০ মেগাওয়াট ছিডটাইড সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প, যার পিডিপিপি বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরিত হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০৪১ সাল নাগাদ এপিএসসিএল জাতীয় স্বার্থে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কোম্পানির লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালে ৭,০১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বর্ধিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে:

২০৪১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে প্রকল্প

Year	Installed Capacity (MW)	New Addition (MW) Through Project	Retirement Plan (MW)	Additional Increase (MW)	Total Generation (MW)
1	2	3	4	5=3-4	6= 2+5
2022-2025	1390	420	150	270	1660
		Ashuganj 400 MW CCPP (East)	Ashuganj Unit-5		
2026-2030	1660	120+450+1200+120=1890	53+195=248	1642	3302
		Raipura 120 MW Grid Tied Solar Power Plant (Phase-1), Ashuganj 450 MW CCPP (Replacement Project), Patuakhali 1200 (2×600) MW CCPP (Phase-1), Raipura 120 MW Grid Tied Solar Power Plant (Phase-2)	Ashuganj 50 MW GEPP United Ashuganj 200 MW Modular Power Plant		
2031-2041	3302	600+1200+600+100+600+1200+20=4320	223+383=606	3714	7016
		Ashuganj 600 MW CCPP (Replacement Project), Patuakhali 1200 (2×600) MW CCPP (Phase-2), Ashuganj 600 MW CCPP (Phase-1) at B-type Area, Patuakhali 100 MWp Grid Tied Solar Power Plant, Ashuganj 600 MW CCPP (Phase-2) at B-type Area, Patuakhali 1200 (2×600) MW CCPP (Phase-3), Patuakhali 20 MWp Grid Tied Wind Power Plant	Ashuganj 225 MW CCPP, Ashuganj 450 MW CCPP South		



এপিএসসিএল এর CSR প্রোগ্রাম

এপিএসসিএল সমাজের দায়বদ্ধতার স্থান থেকে CSR (Corporate Social Responsibility) নীতি গ্রহণ করে আসছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এপিএসসিএল CSR কার্যক্রমের জন্য ০.২৬ কোটি টাকা (২.০০ কোটি টাকা বাজেটের ১৩%) ব্যয় করেছে।

কারিগরি শিক্ষা বিস্তারে এপিএসসিএল কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এপিএসসিএল এর বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে ভোকেশনাল ট্রেড কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাতে ১.২৩ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে ০.৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এপিএসসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর শীতলীকরণের জন্য ও প্রসেস ওয়াটার হিসেবে মেঘনা নদীর পানি ব্যবহার করা হয়। ব্যবহার শেষে Effluent Treatment Plant দ্বারা বিশোধন ও ডিসচার্জ চ্যানেল দ্বারা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এনে নদীতে ছাড়া হয়। শুষ্ক মৌসুমে সেচ কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য উক্ত ডিসচার্জ চ্যানেলের পানি একটি স্লুইস গেট এর সাহায্যে আশুগঞ্জ-সরাইলের এর বিশাল কৃষি জমিতে (প্রায় ৩৬,০০০ একর) ব্যবহার করা হয়।

এপিএসসিএল এর অর্জন

আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. এর ২০২১-২২ অর্থবছরের একটি ইনোভেশন আইডিয়া Digital Feedback System এর মাধ্যমে সেবা প্রদান। আইডিয়াটি গত ৫-৬ জুন ২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগীয় পর্যায় ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানে শোকেসিং করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আইডিয়াটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ক্যাটাগরি এর আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইনোভেশন টিম এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শোকেসিং অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইনোভেশন টিম ২য় স্থান অর্জন করে। মূলত আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. এর উজ্জ্বল আইডিয়াটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা টিম-কে এ সম্মান অর্জন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। অনুষ্ঠানে আগত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ দ্বারা ব্যাপকভাবে আইডিয়াটি প্রশংসিত হয়েছে।

ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (ইজিসিবি)

বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ খাত সংস্কার এর অংশ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করার মাধ্যমে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ইজিসিবি এর কার্যক্রম শুরু করে। প্রকল্প তিনটির মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মে.ও. পিকিং পাওয়ার প্লান্ট (পিপিপি) ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২ খ্রিষ্টাব্দ হতে, হরিপুর ৪১২ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট (সিসিপিপি) ০৬ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি এর সিম্পল সাইকেল (গ্যাস টারবাইন) ০১ মে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ হতে ও কন্সট্রাক্ট সাইকেল ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করে।

বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ফেনী জেলার সোনাগাজীতে প্রাথমিকভাবে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নধীন রয়েছে। এছাড়াও ফেনী জেলার সোনাগাজীতে জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে/উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে ২০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ফেনী জেলার সোনাগাজীতে ৯৯৯.৬৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং ৪৯৩.৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে, যেখানে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি গ্যাসভিত্তিক কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার পারকী বীচ এলাকায় ১০০ মে.ও. বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক কাজ চলমান আছে।

ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের অংশ হিসাবে ফেনী জেলার সোনাগাজীতে পর্যায়ক্রমে ০৪টি ৫৫০ মে.ও. ক্ষমতাবিশিষ্ট কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং মুলীগঞ্জ পর্যায়ক্রমে ০৫টি ৬৬০ মে.ও. ক্ষমতাবিশিষ্ট কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মুলীগঞ্জ জেলায় ১৯৩.৯৮৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে গ্যাসভিত্তিক কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে।

ভিশন

জাতীয় উন্নয়নে মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদন।

মিশন

দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাণিজ্যিক উপায়ে পরিবেশ বান্ধব, শাস্রয়ী ও মানসম্মত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।

জনবল কাঠামো

অনুমোদিত পদ ও কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা (৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
০১	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১	১	০
০২	নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ/ওএন্ডএম/পিএন্ডডি)	৩	২	১
০৩	প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক	৬	৬	০
০৪	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/ উপ-মহাব্যবস্থাপক/কোম্পানি সচিব	১৫	১৪	১
০৫	নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক	৩৮	৩৬	২
০৬	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/উপ-ব্যবস্থাপক	৫৯	৪৮	১১
০৭	সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী ব্যবস্থাপক/কেমিস্ট/স্টোর অফিসার	৭৩	৬৫	৮
০৮	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক	৫৬	৫৩	৩
০৯	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	৩০৫	২৫১	৫৪
	মোট:	৫৫৬	৪৭৬	৭৯

** ০৪ (চার) জন কর্মচারী দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োজিত আছে।

প্রশিক্ষণ

২০২১-২২ অর্থবছরে ইজিসিবি লি. এর ৪৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ২৮,৩৩১ ঘণ্টা স্থানীয় প্রশিক্ষণে এবং ২ জন কর্মকর্তা ৩২ ঘণ্টা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি

১. উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে স্থানীয় দরপত্র ১০০ কোটি টাকার নীচে সকল দরপত্র e-Gp এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।
২. ইজিসিবি লি. এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে।
৩. ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ইজিসিবি লি. এর আওতায় Enterprise Resource Planning (ERP) এবং Enterprise Asset Management (EAM) এর সাতটি মডিউল এর go-live হয়। বর্তমানে ERP এবং EAM এ live কার্যক্রম চলমান আছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে গৃহীত কার্যক্রম

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকাশক্তি। দেশে বিদ্যুৎ চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ইজিসিবি লি. বিভিন্ন মেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাশাপাশি বৃহৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে ১০% বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা, পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ এর সাথে সঙ্গতি রেখে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানো ও কার্বন নির্গমন হ্রাসকরণে বাংলাদেশের Nationally Determined Contribution (NDC) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইজিসিবি কাজ করছে।

চলমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
০১	সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, ফেনী।	৫০	সৌর	জুন ২০২৩	<ul style="list-style-type: none"> ● ১৫ জুন ২০২১ তারিখে TRINA-HYDC Joint Venture এর সাথে ইপিসি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। ● প্রকল্পের আওতায় অফিস ভবন নির্মাণ, ডাইক নির্মাণ ও খাল খনন কাজসমূহ চলমান রয়েছে। ট্রান্সমিশন লাইন টাওয়ার ম্যাটেরিয়াল শিপিং করা হচ্ছে।
০২	সোনাগাজী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, ফেনী।	১০০	সৌর	২০২৪	<ul style="list-style-type: none"> ● ইজিসিবি ও Marubeni Corporation, Japan এর মধ্যে ২০ মে ২০২১ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ● প্রকল্পের খসড়া Tariff Proposal প্রণয়ন করা হয়েছে যা বিদ্যুৎ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে।

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	স্থান	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
০৩	সোনাগাজী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, ফেনী।	১০০	সৌর	২০২৪	<ul style="list-style-type: none"> ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে। প্রকল্পটি জয়েন্ট ভেঞ্চারের মাধ্যমে/ উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবায়নের বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।
০৪	পারকী বীচ ১০০ মে.ও. বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম।	১০০	বায়ু	২০২৬	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগীর সাথে প্রাথমিক আলোচনা চলমান আছে।



ইজিসিবি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন সোনাগাজী ৫০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ইপিসি ঠিকাদার কর্তৃক খাল খনন ও ডাইক নির্মাণ

পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানি	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	মন্তব্য
০১	সোনাগাজী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, ফেনী	১০০	সৌর	২০২৬	● ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
০২	মুন্সীগঞ্জ ৬৬০ মে.ও. কন্সাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৬৬০	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এলএনজি	২০৩০	● ভূমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। ● পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই এর কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে।
০৩	মুন্সীগঞ্জ ৬৬০ মে.ও. কন্সাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৬৬০	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এলএনজি	২০৩২	● ভূমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। ● পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই এর কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে।
০৪	মুন্সীগঞ্জ ৬৬০ মে.ও. কন্সাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৬৬০	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এলএনজি	২০৩৪	● ভূমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।
০৫	মুন্সীগঞ্জ ৬৬০ মে.ও. কন্সাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)	৬৬০	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এলএনজি	২০৩৬	● ভূমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।
০৬	মুন্সীগঞ্জ ৬৬০ মে.ও. কন্সাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প (৫ম পর্যায়)	৬৬০	প্রাকৃতিক গ্যাস/ এলএনজি	২০৩৮	● ভূমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।
০৭	সোনাগাজী, ফেনী ৫০০-৬০০ মে.ও. কন্সাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম ইউনিট)	৫৫০	প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরল জ্বালানি	২০২৮	● ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রেরিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ● প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে।
০৮	সোনাগাজী, ফেনী ৫০০-৬০০ মে.ও. কন্সাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় ইউনিট)	৫৫০	প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরল জ্বালানি	২০৩২	● ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রেরিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ● প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম শেষ হয়েছে।
০৯	সোনাগাজী, ফেনী ৫০০-৬০০ মে.ও. কন্সাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় ইউনিট)	৫৫০	প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরল জ্বালানি	২০৩৪	● ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রেরিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১০	সোনাগাজী, ফেনী ৫০০-৬০০ মে.ও. কন্সাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৪র্থ ইউনিট)	৫৫০	প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তরল জ্বালানি	২০৩৬	● ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রেরিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এপিএ-তে অর্জন

২০২১-২২ অর্থবছরে ইজিসিবি লি. এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) অর্জন

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২২)	বার্ষিক অর্জন (২০২১-২২)
০১	[১.১.১] নিউ ক্যাপাসিটি এভিশন	মে.ও.	০	০
০২	[১.২.১] অর্জিত আভেলিবিগিটি ফ্যাক্টর	%	৮২	৮৪.২৯
০৩	[১.২.২] অর্জিত অক্সিলাস কনজামশন	%	৪.৫	৩.৯৬
০৪	[১.২.৩] অর্জিত প্ল্যান্ট ফ্যাক্টর	%	৫১	৪৫.২৫
০৫	[১.২.৪] অর্জিত হিট রেট (নেট)	কি.জু./কি.ও. ঘন্টা	৯০৬৭	৭৫৯৭.২৬
০৬	[২.১.১] অর্জিত কুইক রেশিও (অনিরীক্ষিত)	রেশিও	১.০৫:১	১.:১
০৭	[২.১.২] ই আর পি বাস্তবায়ন (৪টি মডিউল)	%	১০০	১০০
০৮	[২.১.৩] ERP এর মাধ্যমে Annual Financial Report তৈরি সম্পাদিত।	তারিখ	২৮.০২.২০২২	২৮.০২.২০২২
০৯	[২.১.৪] অর্জিত কারেন্ট রেশিও (অনিরীক্ষিত)	রেশিও	১.২৫:১	১.২০:১
১০	[২.১.৫] অর্জিত ডেট সার্ভিস কভারেজ রেশিও (ডিএসসিআর) (অনিরীক্ষিত)	রেশিও	১.২:১	১.১৮:১
১১	[২.১.৬] অর্জিত পার্সেন্টেজ অব টেন্ডারস রি-টেন্ডারড	%	৫	০.৭৩
১২	[২.১.৭] ডিএসএল পেমেণ্ট টু দি গভর্নমেন্ট	কোটি টাকা	৬৪৯	৮৩৪.৬৭
১৩	[৩.১.১] সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ইপিএ (EPC) ঠিকাদারের মোবাইলাইজেশন সম্পাদিত।	তারিখ	৩০.০৯.২০২১	২৫.০৯.২০২১
১৪	[৩.১.২] সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের মূল নক্সা সম্পাদিত	তারিখ	২৮.০২.২০২২	০৬.০২.২০২২
১৫	[৩.১.৩] সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের পূর্ত কাজের (ডাইক) নক্সা সম্পাদিত।	তারিখ	৩১.০৩.২০২২	২২.০২.২০২২
১৬	[৩.১.৪] সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ডরমেটরী ভবনের নির্মাণ কাজের চুক্তি সম্পাদিত।	তারিখ	২৮.০২.২০২২	২৩.০৯.২০২১
১৭	[৩.১.৫] সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের পরামর্শক সেবার জন্য Owner's Engineer এর মোবাইলাইজেশন সম্পাদিত।	তারিখ	৩০.১১.২০২১	১০.১০.২০২১
১৮	[৩.২.১] সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি আইএমএস (IMS) সনদ প্রাপ্তি।	তারিখ	৩১.১২.২০২১	০১.০৮.২০২১
১৯	[৩.২.২] হরিপুর ৪১২ মে.ও. সিসিপিপি আইএমএস (IMS) সনদ প্রাপ্তি।	তারিখ	৩১.১২.২০২১	০১.০৮.২০২১
২০	[৩.২.৩] কর্পোরেট দস্তর ও সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মে.ও. পিপিপি এর আইএমএস (IMS) সনদ নবায়ন সম্পাদিত।	তারিখ	৩১.১২.২০২১	০১.০৮.২০২১
২১	[৩.৩.১] ই-জিপি টেন্ডারিং সম্পাদিত (উন্নুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সকল স্থানীয় টেন্ডার- ১০০ কোটি টাকার নিচে)	%	১০০	১০০
২২	[৩.৪.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্জিত প্রশিক্ষণ।	জনঘন্টা	৫০	৬০.২২

বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্র	মোট উৎপাদন (মিলিয়ন কি. ও. ঘন্টা)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মে. ও. মাস)	অপ্লিয়ারি কনজাম্পশন (%)	প্র্যান্ট ফ্যাক্টর (%)	অর্জিত আভেলিবিলাটি ফ্যাক্টর (%)
০১	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মে. ও. পিকিং পাওয়ার প্লান্ট	১২১.৫০	১৯৩.০০ জুলাই ২০২১	২.৪৯	৬.৬৪	৬৭.০৭
০২	হরিপুর ৪১২ মে. ও. কন্ডাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট	২০৮৩.৮৩	৪৪৭.০০ নভেম্বর ২০২১ ৪৪৭.০০ এপ্রিল ২০২২	৩.৯০	৬০.৭৭	৮৪.০৯
০৩	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে. ও. কন্ডাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট	১৫০০.৬০	৩৮১.১২ অক্টোবর ২০২১	৪.১৫	৫১.১৮	৯৫.৩৭
ইজিসিবি লি. এর সর্বমোট:		৩৭০৫.৯৩		৩.৯৬	৪৫.২৫	৮৪.২৯

২০২১-২২ অর্থবছরের আর্থিক তথ্য

প্রতিবেদনাবীন অর্থবছরে ইজিসিবি'র কর পরবর্তী (অনিরীক্ষিত) মুনাফার পরিমাণ ৯৬.১০ কোটি টাকা।

দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করা এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, জ্বালানি বহুমুখীকরণ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রতিরোধে নব্যায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, শো-ভোল্টেজ সমস্যা দূরীকরণ, কারিগরি লস কমানো, সকল জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আওতায় আনা, দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ইজিসিবি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।



রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে বিদ্যুতের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ২৩ নভেম্বর ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল)-কে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাইলট প্রকল্প হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়। সরকারের অনুমোদন প্রাপ্তির পর আরপিসিএল সরকারি খাতে দেশের প্রথম পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি হিসেবে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে RJSC (Registrar of Joint Stock Companies and Firms) হতে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এবং ১৭টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আরপিসিএল এর শেয়ারহোল্ডার।

২.০ কোম্পানির চালু পাওয়ার প্ল্যান্টসমূহ

ক্রমিক	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানি	বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ
০১	ময়মনসিংহ ২১০ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, ময়মনসিংহ।	২১০	গ্যাস	জুলাই ২০০০
০২	গাজীপুর ৫২ মে.ও. ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট, কড্ডা, গাজীপুর	৫২	এইচএফও/ গ্যাস	জুলাই ২০১২
০৩	রাউজান ২৬ মে.ও. ডুয়েল-ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট, চট্টগ্রাম	২৬	এইচএফও/ গ্যাস	মে ২০১৩
০৪	গাজীপুর ১০৫ মে.ও. এইচএফও পাওয়ার প্ল্যান্ট, কড্ডা, গাজীপুর	১০৫	এইচএফও	মে ২০১৯

আরপিসিএল এর জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানিসমূহ

(ক) বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও আরপিসিএল এর যৌথ উদ্যোগে সমঅংশীদারিত্বের (৫০:৫০) ভিত্তিতে ২০১০ সালের ১০ নভেম্বর RJSC (Registrar of Joint Stock Companies and Firms) হতে বি-আর পাওয়ারজেন লি. নামে নিবন্ধিত হয়।

কড্ডা ১৫০ মে.ও. ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্ল্যান্ট

উৎপাদন ক্ষমতা	: ১৫০ মে.ও.
জ্বালানির ধরন	: HFO/Gas
প্রকল্পের কাজ শুরু	: ০২ জুলাই ২০১৩ খ্রি.
বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের তারিখ (COD)	: ১৬ আগস্ট ২০১৫ খ্রি.

(খ) আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড

২১ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে আরপিসিএল এবং নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল কর্পোরেশন লি. (নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল), চায়না এর যৌথ উদ্যোগে সমঅংশীদারিত্বের (৫০:৫০) আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) গঠিত হয়।

আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) এর অধীনে চলমান বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম এবং অবস্থান	কাজের অগ্রগতি	চালুর সম্ভাব্য তারিখ
০১	পটুয়াখালী ১৩২০ (২x৬৬০) মে.ও. কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পটুয়াখালী	(জুন ২০২২ পর্যন্ত) ভৌত অগ্রগতি ৬১.১৯% আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.৮০%	ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. (ইউনিট-১, ৬৬০ মে.ও.) এবং জুন ২০২৪ খ্রি. (ইউনিট-২, ৬৬০ মে.ও.)



পটুয়াখালী ১৩২০ (২x৬৬০) মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পটুয়াখালী

(গ) বাংলাদেশ পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড (বিপিইএমসি)

৩১ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে আরপিসিএল এবং শেনজেন স্টার ইলেক্ট্রোমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (স্টার ইলেক্ট্রোমেন্ট), চায়না এর যৌথ অংশীদারিত্বে (৫১:৪৯) বাংলাদেশ পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড (বিপিইএমসি) গঠিত হয়।

উক্ত কোম্পানির অধীনে গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি স্মার্ট প্রিপেইড মিটার অ্যাসেম্বলিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। কোম্পানি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ২ লক্ষ Smart Pre-payment Meter সরবরাহ করেছে এবং মিটার স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ট্রান্সফরমার ফ্যাক্টরি স্থাপন ও ডেসকেবর আওতায় উত্তরা এলাকায় ভূগর্ভস্থ প্রকল্প বাস্তবায়নে TBEA, China এর সাথে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।

আরপিসিএল এর বাস্তবায়নাতীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম এবং অবস্থান	কাজের অগ্রগতি	চালুর সম্ভাব্য তারিখ
০১	ময়মনসিংহ ৩৬০ (± ১০%) মে.ও. ডুয়েল-ফুয়েল (Gas/HSD) কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	(জুন ২০২২ পর্যন্ত) ভৌত অগ্রগতি ৫% আর্থিক অগ্রগতি ১৫.২৩%	জুন ২০২৪ খ্রি. (সিম্পল সাইকেল) এবং ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. (কম্বাইন্ড সাইকেল)
০২	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	(জুন ২০২২ পর্যন্ত) ভৌত অগ্রগতি ৩.৪১% আর্থিক অগ্রগতি ০.০৩৫%	সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি.

আরপিসিএল কর্তৃক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	অবস্থান	ক্যাপাসিটি (মে.ও.)	ত্বালানির ধরণ	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	অগ্রগতি
০১	পঞ্চগড় ৩০ মে.ও. সোলার পিভি পাওয়ার প্র্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প	বোদা, পঞ্চগড়	৩০	সোলার	ডিসেম্বর ২০২৪	ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
০২	গজারিয়া ৬০০ মে.ও. এলএনজিভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট প্রকল্প	গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ	৬০০	এলএনজি/ গ্যাস	জুন ২০২৮	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান।
০৩	১০০ মে.ও. বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	কলাপাড়া পটুয়াখালী	১০০	বায়ু	জুন ২০৩০	ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলমান।
০৪	গাজীপুর ৪৫০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প।	কডড়া, গাজীপুর	৪৫০	গ্যাস/ এলএনজি	জুন ২০৩০	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
০৫	গাজীপুর ২২৫ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্র্যান্ট নির্মাণ প্রকল্প।	কডড়া, গাজীপুর	২২৫	গ্যাস/ এলএনজি	জুন ২০৩১	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগে ট্যারিফ প্রস্তাব নিয়ে কার্যক্রম চলমান।
০৬	মিরসরাই ১৮০০ মে.ও. এলএনজিভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	মিরসরাই চট্টগ্রাম	১৮০০	এলএনজি	জুন ২০৩৫	বেঙ্গা হতে ৫০ একর ভূমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

বি-আর পাওয়ারজেন লি.

বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেড (বিআরপিএল) দেশের একটি সরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি। বাংলাদেশ সরকারের পাওয়ার সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট এবং সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর অধীনে ২০১০ সালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (RJSC) কর্তৃক বিআরপিএল নিবন্ধিত হয়। কোম্পানির নিবন্ধন নং হলো C-88100। বর্তমানে বিআরপিএল এর মোট শেয়ারের ৬৩.২০% গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন, ১৮.৪০% মালিকানা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (BPDB) এবং অবশিষ্ট ১৮.৪০% রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (RPCL) এর মালিকানাধীন।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে বিআরপিএল বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছে এবং নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে কোম্পানিটি গাজীপুরের কডডায় একটি ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। বিআরপিএল উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভিশন

নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ।

মিশন

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

উদ্দেশ্য

কোম্পানির ভিশন ও মিশন এর আলোকে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করতঃ চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

কোম্পানি গঠনের তারিখ	১০ নভেম্বর ২০১০ খ্রি.
কার্যক্রম শুরু তারিখ	১৬ আগস্ট ২০১৫ খ্রি.
অনুমোদিত মূলধন	২,০০০ কোটি টাকা
পরিশোধিত মূলধন	৮৫৯,৯৩,৬৬,১৩০.০০ টাকা
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	১৫০ মে.ও.
জনবল	১৭৪ জন

প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

বি-আর পাওয়ারজেন লি. এর চলমান প্রকল্পসমূহের নাম ও এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

০১. মিরসরাই ১৫০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প :

প্রকল্পটির টার্ন-কী ঠিকাদার: Sinohydro Corporation Ltd., China; চুক্তি কার্যকরের তারিখ: ৬ জুন ২০১৮; আর্থিক অগ্রগতি: ৯৬.১৮% এবং ভৌত অগ্রগতি: ৯৮.৮৫%।



মিরসরাই ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের প্ল্যান্ট ভিউ

০২. শ্রীপুর ১৫০ মেগাওয়াট ($\pm 10\%$) HFO ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প :

প্রকল্পটির টার্ন-কী ঠিকাদার: Max Infrastructure Ltd.; সম্ভাব্য COD: মার্চ ২০২৩; আর্থিক অগ্রগতি: ১৪.৭৫% এবং ভৌত অগ্রগতি: ৮.৩০%।

০৩. মাদারগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট গ্রিড টাইড সোলার পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প:

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে মাদারগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট সোলার পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ প্রকল্পের ট্যারিফ অনুমোদিত হয়। ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে বিপিডিবি হতে প্রকল্পের LOI প্রদান করা হয় এবং ১৫ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকল্পের ৩৪৮.৩৪৮০ একর ভূমি সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, মাদারগঞ্জ, জামালপুর এর নিকট থেকে বি-আর পাওয়ারজেন লি. দখল গ্রহণ করে। বর্তমানে PPA ও IA স্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং JVA ও JVC গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সম্ভাব্য COD: ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান যা ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে নিবন্ধিত হয়।

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো ও প্রাকৃতিক গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর নির্ভরতা কমানো এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১১ সালে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের মহাপরিকল্পনা PSMP বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিপিজিসিবিএল সর্বাধুনিক আন্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলএনজি ভিত্তিক কন্ডাইভ সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

রূপকল্প

আলোকিত দেশ, যত্নে পরিবেশ।

অভিলক্ষ্য

উদ্ভাবনী ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দ্বারা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিতে পরিণত করে সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা।

সিপিজিসিবিএল এর চলমান প্রকল্প

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	জ্বালানির ধরন	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১	মাতারবাড়ি ২x৬০০ মেগাওয়াট আন্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট	১২০০	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিট জানুয়ারি ২০২৪, ২য় ইউনিট জুলাই ২০২৪ (Warranty Period: Upto July 2026)

মাতারবাড়ি ২x৬০০ মে.ও. আন্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য

১. প্রকল্পের নাম: মাতারবাড়ি ২ x ৬০০ মে.ও. আন্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)।
২. বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬।
৩. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা: জাইকা, জাপান।

৪. প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫১,৮৫৪.৮৮ কোটি টাকা (জিওবি: ৬,৪০৬.১৬ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৪৩,৯২১.০৩ কোটি টাকা, নিজস্ব: ১,৫২৭.৬৯ কোটি টাকা)।
৫. ২০২১-২২ অর্থবছরে বরাদ্দ (আরএডিপি): মোট ৭,৭২২.৭৬ কোটি টাকা (জিওবি: ৬৬৪.৫৭ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৬,৯১৯.৮৭ কোটি টাকা, নিজস্ব: ১৩৮.৩২ কোটি টাকা)।
৬. ২০২১-২২ অর্থবছরের জুন ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি : মোট ৭৮৯৭.৭৪ কোটি টাকা (জিওবি: ৬৬৪.৫৭ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৭,০৯৪.৮৩ কোটি টাকা, নিজস্ব: ১৩৮.৩৪ কোটি টাকা, বরাদ্দের ১০২.২৭%), অর্থাৎ
৭. জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি: আর্থিক: মোট ২৫,২০৯.১২ কোটি টাকা (জিওবি: ৩০৭৩.৭৯ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ২১,৬১২.৯৪ কোটি টাকা ও নিজস্ব: ৫২২.৩৯ কোটি টাকা)।



পোর্ট ও পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ কাজের সামগ্রিক চিত্র

৮. প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬১.২% এবং আর্থিক অগ্রগতি জুন ২০২২ পর্যন্ত ৪৮.৬১%। প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা ও তেল আনলোডিং জেটিসহ ১৪.৩ কি.মি. দীর্ঘ, ৩৫০ মিটার প্রশস্ত এবং ১৮.৫ মিটার গভীরতার পোর্টসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৭৫ মিটার উচ্চতার চিমনি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে কোল ইয়ার্ড নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের বয়লার, টারবাইন ও জেনারেটরের Erection সহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য ফ্যাসিলিটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পের ১ম ইউনিট জানুয়ারি ২০২৪ এবং ২য় ইউনিট জুলাই ২০২৪ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে আসবে।



প্রকল্পের পোর্ট ফ্যাসিলিটিস

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন পরবর্তী সম্ভাব্য অর্জন

- আট্টা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ১২০০ মে.ও. ক্ষমতার জ্বালানী সাশ্রয়ী, উচ্চ দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত হবে ;
- প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প এলাকায় পল্লী বিদ্যুতায়নের ফলে স্থানীয় জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে ;
- প্রকল্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য পোল্ট্রি ফার্মিং, মাছ চাষ, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক, এসি/ফ্রিজ মেরামত, সেলাই মেশিন চালনা, ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং স্থানীয়দের কারিগরি উন্নয়নের জন্য টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে;
- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পোর্ট অবকাঠামো দেশের একমাত্র গভীর সমুদ্র বন্দর যা দেশের আমদানি-রপ্তানিতে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে ;
- এছাড়াও এই প্রকল্পের চ্যানেল অবকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে কোল ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল (CTT) নির্মাণের মাধ্যমে অন্যান্য কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা সরবরাহ করা যাবে যা জ্বালানী মূল্য সাশ্রয়ে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ;
- মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ MIDI এলাকার অন্যান্য প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন ও পরিচালনার বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ;
- মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প মাতারবাড়ি-মহেশখালী এলাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের MIDI সেলের আওতায় বিভিন্ন জ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কোল ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল, এলপিগিজ-এলএনজি টার্মিনাল, মাতারবাড়ি পোর্ট, ইকোনমিক জোন, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক এবং মাতারবাড়ি বন্দরের সাথে যোগাযোগ সড়ক নির্মাণসহ ৩৭টি জাতীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের দ্বার খুলে দিয়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এক মাইলফলক।

সিপিজিসিবিএল এর পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	জ্বালানির ধরন	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১	সিপিজিসিবিএল- Mitsui ৫০০-৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি বেইজড্ কনসাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (JV of CPCGBL & Mitsui, Japan)	৫০০-৬৩০	এলএনজি	জুন ২০২৮
০২	৫০ মেগাওয়াট গ্রিড-টাইড সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট, মাতারবাড়ি, কক্সবাজার	৫০	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সোলার)	ডিসেম্বর ২০২৮
০৩	৫০ মেগাওয়াট গ্রিড-টাইড উইন্ড পাওয়ার প্রজেক্ট, মাতারবাড়ি, কক্সবাজার	৫০	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (উইন্ড)	ডিসেম্বর ২০২৮
০৪	কোল ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, মাতারবাড়ি, কক্সবাজার	-	-	ডিসেম্বর ২০২৮
০৫	মাতারবাড়ি ২x৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফার্মার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)	১২০০	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০৩১



পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)

দেশের বিদ্যুৎ খাতের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। যার উদ্দেশ্য হলো বিদ্যুৎ সঞ্চালনে বাণিজ্যিক পরিবেশ আনয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। এই কোম্পানি ১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে অনুমোদিত মূলধন ১,০০০ কোটি টাকা নিয়ে সংগঠিত হয়। বর্তমানে এ কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ১০,০০০ কোটি টাকাতে উন্নীত করা হয়েছে। বিদ্যুতের জাতীয় গ্রিড দক্ষতার সাথে পরিচালনা এবং সম্প্রসারণ করার জন্য এই কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি এর সঞ্চালন সম্পদ হস্তান্তর-গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিজিসিবি কার্যক্রম শুরু করে। পিজিসিবি ৩১ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে সঞ্চালন সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার পর থেকে দক্ষতা ও কার্যকরভাবে সেগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে সারাদেশে হাইভোল্টেজ বিদ্যুৎ সঞ্চালন চালিয়ে যাচ্ছে।

ভিশন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবার নিকট বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্ভরযোগ্য সঞ্চালন করা।

মিশন

জাতীয় পাওয়ার গ্রিডের দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশব্যাপী মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন নিশ্চিত করা।

কোম্পানির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ন্যাশনাল গ্রিডকে ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে আরও দক্ষ ও কার্যকর করে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে পিজিসিবি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই, অনুসন্ধান, গবেষণা, প্রকৌশল ডিজাইন প্রস্তুতের মাধ্যমে সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ করে যাচ্ছে। একইসঙ্গে সঞ্চালন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র, লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার ও যোগাযোগ সুবিধাসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও এর লক্ষ্য।

এ কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্যের মধ্যে আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উচ্চ ভোল্টেজের নেটওয়ার্ক সিস্টেমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং পরিচালন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিদ্যুৎ সেক্টরে পরামর্শ সেবা প্রদান, ইউটিলিটি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ বিষয়ক সামগ্রিক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন, বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয় ও পিজিসিবি'র মেমোরেন্ডাম-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

পিজিসিবি এর দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীগণ পুরো সিস্টেমের সুষ্ঠু পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত। ২০২১-২২ অর্থবছরে পিজিসিবি-তে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী মোট ৩,৩৮২ জন।

দেশজুড়ে সঞ্চালন ব্যবস্থা সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানির জন্য ভারতের সঙ্গে দুটি আন্তঃদেশীয় বিদ্যুতের গ্রিড সিস্টেম গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন ভারত হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা হয়ে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং কুমিল্লা হয়ে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি চলমান থাকায় দেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি না থাকলেও কোন কোন স্থানে কিছুটা সঞ্চালন সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা দূর করতে বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে পিজিসিবি উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে পিজিসিবি'র নির্মিত উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোসমূহ:

- ভারতের ঝাড়খণ্ড হতে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ আমদানি করার লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর থেকে মনাক্ষা সীমান্ত পর্যন্ত ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ;
- পায়রা ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র ও পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন;
- মংলা-খুলনা ২৩০ কেভি ও গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন;
- রাজবাড়ি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র; এবং
- বিনাইদহ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র।

কোম্পানি আইন অনুযায়ী, পিজিসিবি'র নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ তথা কোম্পানি পরিচালনার গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন ১২ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালক পর্ষদ। পরিচালক পর্ষদের সহায়ক হিসেবে রয়েছেন বেশ কয়েকটি সাব-কমিটি। এছাড়াও চারজন নির্বাহী পরিচালকসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক রয়েছেন।



পিজিসিবি'র পরিচালক পর্ষদের সভা, সভাপতিত্ব করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস। তারিখ: ৮ ডিসেম্বর ২০২১

পিজিসিবি'র প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত। আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় পিজিসিবি'র পরিচালনাধীন ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার (NLDC) সংলগ্ন ১.৭৩ একর ভূমিতে দুটি বেজমেন্টসহ ২০ তলা বিশিষ্ট কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ চলছে, যার সর্বমোট ফ্লোর এরিয়ার পরিমাণ ৫৫,০০০ বর্গমিটার। পুরো নির্মাণ কাজ দু'ধাপে সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে দুটি বেজমেন্টসহ ৮ তলা পর্যন্ত বিল্ডিং নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ভবনের ৮ম তলা পর্যন্ত অফিস কার্যক্রম চালু রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ৯ম তলা হতে ২০তম তলা পর্যন্ত বিল্ডিং স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া সারাদেশে মাঠ পর্যায়ে ২৫টি গ্রিড সংরক্ষণ বিভাগ (জিএমডি) এর মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডের দৈনন্দিন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

পিজিসিবি'র তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার কার্যকরী কর্মপরিবেশ তৈরি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন এবং কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করে। পিজিসিবি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাগজবিহীন কর্মক্ষেত্র বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্ধবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত অবস্থান নিম্নরূপ:

- ◆ তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েব পোর্টাল ও ফেসবুক পেইজ পরিচালনা ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
- ◆ ই-নথি সফটওয়্যারের মাধ্যমে দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত/অনুমোদন গ্রহণ কার্যক্রম সম্পাদন;
- ◆ সকল দপ্তরে ওয়াইফাইসহ উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ও স্থানীয় ক্লাউড স্টোরেজ সিস্টেম চালুকরণ;
- ◆ ই-জিপি সফটওয়্যারের মাধ্যমে ক্রয় ও ই-অকশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিলাম কার্যক্রম সম্পাদন;
- ◆ অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন;
- ◆ এইচআরএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে পারসোনেল এডমিনিস্ট্রেশন ও ট্রেনিং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা;
- ◆ ই-পারফরমেন্স এপ্রাইজাল সিস্টেম সফটওয়্যারের মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারী পারফরম্যান্স মূল্যায়ন;
- ◆ যোগাযোগ কার্যক্রমে দাপ্তরিক ই-মেইল, এসএমএস গেইটওয়ে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার;
- ◆ সাবস্টেশন ইকুইপমেন্ট/লাইন শাটডাউন অনুমোদনের জন্য অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহার;
- ◆ জাতীয় গ্রিড উপকেন্দ্রসমূহের পরিচালনা তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইন সফটওয়্যার ব্যবহার;
- ◆ গ্রিড সিস্টেম পরিচালনায় SCADA ব্যবহার; এবং
- ◆ সারা দেশে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্থাপন ও লিজিং এর মাধ্যমে দ্রুতগতির ডাটা কানেক্টিভিটি নিশ্চিতকরণ।

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯০ সালের ৩৬ নং আইন এর মাধ্যমে বৃহত্তর ঢাকা জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে 'ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি' (ডেসা) গঠন করা হয়। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর আওতায় সরকারি মালিকানাধীন দেশের প্রথম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি হিসেবে 'ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি' (ডেসকো) লিমিটেড এর যাত্রা শুরু হলে সাবেক ডেসার আওতাধীন মিরপুর, গুলশান, উত্তরা, বনানী, বারিধারা ও টঙ্গী এলাকা পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। অপরদিকে, বৃহত্তর ঢাকা যথা: সাভার, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মোড়াশাল, কেরানীগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা বাংলাদেশ পল্টী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি) এর নিকট পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তীকালে পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম এর আওতায় ২৫ অক্টোবর ২০০৫ তারিখে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে কোম্পানি হিসেবে ডিপিডিসি নিবন্ধন লাভ করে। পরবর্তীতে ১ জুলাই, ২০০৮ তারিখ হতে ডেসার সকল সম্পদ ও দায় গ্রহণপূর্বক ডিপিডিসি'র বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়।

ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকা

উত্তর: শ্যামলী, শেরেবাংলা নগর, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, রামপুরা ব্রিজ থেকে বালু নদী; দক্ষিণ: বুড়িগঙ্গা নদী; পূর্ব: বুড়িগঙ্গা নদী; পশ্চিম: গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে তুরাগ নদী ও বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত এবং নারায়ণগঞ্জ শহর। প্রায় ২৫০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ডিপিডিসি বিদ্যুৎ বিতরণ করে।

রূপকল্প

তথ্যপ্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মাধ্যমে ডাটা-কেন্দ্রিক অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্য, প্রতিযোগিতামূলক বিদ্যুৎ সরবরাহ করে গ্রাহকগণের সন্তুষ্টি অর্জন ও দেশের সেরা বিদ্যুৎ সংস্থা হওয়া।

অভিলক্ষ্য

- নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ডিপিডিসি'র সর্বস্তরের পরিচালনা পদ্ধতি ডাটা-কেন্দ্রিক বিগ ডাটা মানসিকতায় বিবর্তন করা।
- উপকেন্দ্র ও বিতরণ লাইন এর প্রতিটি ভিভাইস এবং মিটারিং এর সর্বক্ষেত্রে টু-ওয়ে কমিউনিকেশনসহ ডাটা-কেন্দ্রিক অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রি-ট্রেনিং ও ফ্রেস রিক্রুইটমেন্ট করা।
- দেশের ও কোম্পানির প্রচলিত আইন ও বিধি প্রতিপালন এবং নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে সকল স্টেইকহোল্ডারের কাছে ডিপিডিসি-কে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

পরিচালনা পর্ষদ

ডিপিডিসি'র Articles of Association অনুযায়ী বর্তমানে ১২ জন সদস্য নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন অন্য বিতরণ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, প্রতিশ্রুত শ্রমিক শিক্কাবিদ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে ডিপিডিসি'র পরিচালনা পর্ষদ গঠিত। বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মানিত সচিব কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কাঠামো ও জনবল

অনুমোদিত পদ	৫,৭১৮ জন
চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত নিজস্ব লোকবল	৩,৪১৫ জন
আউটসোর্সড ভিত্তিতে নিয়োজিত	২,০০৭ জন
শূন্য পদ	২৯৬টি

নিয়োগ কার্যক্রম চলমান ও মামলা ব্যতীত প্রকৃত শূন্য পদ ৯৮টি

ডিপিডিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে নতুন বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ এবং বিদ্যমান উপকেন্দ্রসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্রসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা;
- সকল গ্রাহককে পর্যায়ক্রমে প্রি-পেমেন্ট মিটারিং সিস্টেমে রূপান্তর করা;
- পোস্ট-পেইড গ্রাহকগণের মিটার রিডিং যথাযথভাবে গ্রহণ, সময় মতো বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং তা আদায় করা;
- বিকাশ, নগদ প্রভৃতি নন-ব্যাংকিং মাধ্যম ও গ্রামীণ ফোন, রবি আজিয়াটা প্রভৃতি মোবাইল কোম্পানি এবং অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে সহজে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করা;



ডিপিডিসিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২১' উদ্বোধন। তারিখ: ১২ ডিসেম্বর ২০২১

- কল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ দ্রুততম সময়ে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা;
- গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ৩৬টি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (Control Room) থেকে সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করা;
- চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা;
- রাজধানীর কাওরান বাজারে দেশের প্রথম জু-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ করা,
- বিদ্যুৎ বিতরণে ডিপিডিসি ও গ্রাহকদের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান নেটওয়ার্ককে স্মার্ট গ্রিডে রূপান্তর করা,
- গ্রাহকগণকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রদানের লক্ষ্যে বিতরণ ট্রান্সফরমারগুলোর ওভারলোড হ্রাস করা,
- সকল উপকেন্দ্র, ৩৩ কেভি লাইন ও ১১ কেভি লাইনের জিআইএস ম্যাপিং সম্পন্ন করা;
- SAIDI পরিমাপে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু করা;
- জি-টু-জি প্রকল্পের কাজ সময়মতো সম্পন্ন করা।

ডিপিডিসি'র কারিগরি সক্ষমতার তথ্য

বিবরণ	সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন (কি.মি.)	১৩২/৩৩ ও ১৩২/১১ কেভি উপকেন্দ্র		৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র		সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা	বিতরণ ট্রান্সফরমার (সংখ্যা)
		সংখ্যা	সক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	সক্ষমতা (এমভিএ)		
২০০৮-০৯	৩৯৩৩	১২	১৫৯৫	৩৪	১৪৬১	১১৩৮	৯৪০৮
২০০৯-১০	৪০০৩	১২	১৫৯৫	৩৪	১৭৫০	১১৭০	৯৭৮৭
২০১০-১১	৪০৫৩	১২	১৫৯৫	৩৪	১৭৫০	১২১৬	৯৭১৫
২০১১-১২	৪০৭৩	১২	১৮২০	৩৪	২০৩০	১২৮০	১০০০৫
২০১২-১৩	৪০৮৫	১২	১৮২০	৩৮	২১৪২	১২১৬	১০৫৪৮
২০১৩-১৪	৪২৬৬	১২	১৮৪৮	৪২	২২৮২	১২৮৬	১৪৫০১
২০১৪-১৫	৪৮৩১	১৪	২১৪৮	৪৩	২৩৬২	১৩২৮	১৬১৩৯
২০১৫-১৬	৪৯২৮	১৪	২১৪৮	৪৩	২৪৯২	১৪৯২	১৬৯১৮
২০১৬-১৭	৫০৪৯	১৪	২২৯৮	৪৪	২৫৯০	১৫৩০	১৭৬৯৮
২০১৭-১৮	৫৩৭১	১৪	২৩৭৩	৪৪	২৬৪৬	১৪৭৯	১৮৯৮৬
২০১৮-১৯	৫৬৪৮	১৪	২৪১৮	৫১	৩১৫০	১৬৭০.৫০	১৯৭২২
২০১৯-২০	৫৭৪১	১৬	২৯৪৩	৫৭	৩৬৫৪	১৬৩৩.২০	২০২৭০
২০২০-২১	৫৮৩৫	১৮	৩৫৫৮	৬০	৩৯১৩	১৬৩৬.৮০	২০৮৬৬
২০২১-২২	৫৯১৬	২০	৪১৭৮	৬৪	৪৩৬১	১৮০৬.০০	২২৯৫২

প্রকল্প সংক্রান্ত

ডিপিডিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি হলো ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচার, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং অব স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার অ্যাট এনওসিএস কামরাপরিচর অন টার্নকি বেসিস। নিজস্ব অর্থায়নে চলমান প্রকল্প ২টি যা হলো ১। ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচার, সাপ্লাই, রিপেয়ার, সার্ভিস, ইন্সটলেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং অব মোহাম্মদি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড সাবস্টেশন অন টার্নকি বেসিস, প্রকল্পের মেয়াদ ১৯/০১/২০২১ হতে ৩০/০৪/২০২৩ খ্রি. ও ২। ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচার, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং ও কমিশনিং অব স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার অ্যাট এনওসিএস বাংলাবাজার উইথ ০৩ ইয়ারস মেইন্টেন্যান্স সাপোর্ট সার্ভিস অন টার্নকি বেসিস, প্রকল্পের মেয়াদ ২২/০১/২০২০ খ্রি. হতে ৩১/০৮/২০২৪ খ্রি.। অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা ১টি যা হলো কল্ট্রাকশন অব নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এন্ড ৩৩/১১ কেভি সাবস্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি, প্রকল্পের মেয়াদ ০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২১ খ্রি.। আর চলমান প্রকল্প সংখ্যা ৬টি যা নিম্নরূপ:

- প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ০৬ এনওসিএস আন্ডার ডিপিডিসি
- ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ
- ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প
- ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন প্রকল্প
- ডিপিডিসি'র আওতায় ঢাকার কাওরানবাজারে ভূ-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প এবং
- ডিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় উপকেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন এবং স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রকল্প।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ডিপিডিসি ভবিষ্যতে এর আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান ওভারহেড বিতরণ ব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে ডু-গর্ভস্থ বিতরণ ব্যবস্থায় রূপান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সম্পর্কিত গৃহীতব্য প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো নিরাপদ বিতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণ, SAIDI, SAIFI হ্রাসকরণ এবং শহরের সৌন্দর্যবর্ধন।

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

ডিপিডিসি'র বাণিজ্যিক কর্মকান্ড নিম্নরূপ:

- ডিপিডিসি'র আওতাধীন সকল গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;
- পোস্ট-পেইড গ্রাহকগণের আঙ্গিনায় গিয়ে মিটার রিডিং সংগ্রহ, বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত ও প্রেরণ এবং আদায় করা;
- নষ্ট/খারাপ মিটার পরিবর্তন করা;
- খেলাপি গ্রাহকদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ও বকেয়া পরিশোধে পর পুনঃসংযোগ প্রদান করা;
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী চিহ্নিত করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা;
- নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা;
- গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি করা প্রভৃতি।

ট্যারিফওয়ারী প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে গ্রাহক সংখ্যা এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার নিম্নরূপ :

গ্রাহক শ্রেণি	গ্রাহক সংখ্যা	গ্রাহক সংখ্যার হার (%)
আবাসিক	১৪,৪৩,০৭৯	৯০.২৫
সেট	২২	০.০০
শিল্প	২৬,৩৯৯	১.৬৫
শিক্ষা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল	৫,০৪৩	০.৩২
রাস্তার বাতি, পানির পাম্প, ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	১,২০১	০.০৮
বাণিজ্যিক	১,০৫,৭৯১	৬.৬২
নির্মাণ	১৫,২৭১	০.৯৬
ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন	১,৩৯৭	০.০৯
সাধারণ	৭৯৪	০.০৫
অস্থায়ী	৫৬	০.০০
মোট:	১৫,৯৯,০৫৩	১০০.০০

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ একটি প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকাশক্তি। প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা, মুনাফা, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অবস্থান ও সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করে মানবসম্পদের ওপর। প্রতিষ্ঠানের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিবেচনায় দক্ষ, যোগ্য, উৎপাদনশীল জনশক্তিসহ জনবলের optimum ব্যবহার ডিপিডিসি'র মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষণ: ডিপিডিসি'র জনবলকে আরো দক্ষ ও উৎপাদনশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সুবিধা রয়েছে। ডিপিডিসি'র প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন দপ্তর সারা বছর নিজ স্থাপনায় বিভিন্ন পদের লোকবলকে কারিগরি ও অকারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগের সক্রিয় সহযোগিতায় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ দ্বারা ডিপিডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সফলভাবে আয়োজন করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনোবল ও নৈতিকতা দৃঢ় করে সেবার মান আরো উন্নত করা সম্ভব হচ্ছে।

বিগত পাঁচ বছরের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

অর্থবছর	মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা (জনঘণ্টা)	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা (জনঘণ্টা)	মোট অর্জন
২০১৭-২০১৮	৩,৫৫১	২,৪৮,৯২০	২,৬৮,৫৭৮	১০৭.৯০%
২০১৮-২০১৯	৩,৫৯২	২,৫১,৪৪০	২,৮২,৯৩২	১১২.৫২%
২০১৯-২০২০	৩,৫১৮	২,১১,০৮০	২,৩২,২৬৩	১১০.০৩%
২০২০-২০২১	৩,৪৮৮	১,৭৪,৪০০	১,৯৪,৩৭৫	১১১.৪৫%
২০২১-২০২২	৩,৪৯৭	১,৭১,৩০০	১,৯৫,৫২৬	১১৪.১৪%

আর্থিক কর্মকাণ্ড

ডিপিডিসি একটি সেবামূলক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। সারা বছর ডিপিডিসিতে অর্থের আদান-প্রদান কার্যক্রম চলমান থাকে। তাই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে নিম্নলিখিত আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে:

- বাজেট প্রণয়ন;
- আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রণয়ন;
- তহবিল ব্যবস্থাপনা;
- ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

বাজেট প্রণয়ন

প্রতি আর্থিক বছর শুরু পূর্বে অনুমোদিত বাজেট কমিটি প্রতিটি দপ্তরের দপ্তর প্রধানের সাথে পৃথকভাবে আলোচনা করে চলতি বছরের খসড়া সংশোধিত বাজেট ও পরবর্তী বছরের প্রাক্কলিত বাজেট প্রস্তুত করা হয়। সংশোধিত বাজেট প্রস্তুতে বিগত ৬ মাসের সংগঠিত ব্যয় এবং পরবর্তী ৬ মাসের সম্ভাব্য ব্যয়ের যৌক্তিকতা বিবেচনা করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের চাহিদা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় (এপিপি) অন্তর্ভুক্ত ব্যয় বিবেচনা করে পরবর্তী অর্থবছরের খসড়া বাজেট প্রস্তুত করা হয়। খসড়া বাজেট ডিপিডিসি'র অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে অডিট কমিটির সুপারিশের আলোকে ডিপিডিসি বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়।

আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রণয়ন

ডিপিডিসি'র নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা প্রস্তুত Accounting Software এর মাধ্যমে আর্থিক হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়। ডিপিডিসিতে প্রতি প্রান্তিকের জন্য আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রান্তিক আর্থিক হিসাব বিবরণী ডিপিডিসি'র অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে অডিট কমিটির সুপারিশের আলোকে তা বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়ে থাকে।

প্রতি আর্থিক বছর শেষে খসড়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। আর্থিক হিসাব বিবরণী নিরীক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা হয়। নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী ডিপিডিসি'র অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে অডিট কমিটির সুপারিশের আলোকে তা বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়ে থাকে।

তহবিল ব্যবস্থাপনা

ডিপিডিসি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কর্তৃক ধার্যকৃত পাইকারি মূল্যে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এর নিকট হতে বিদ্যুৎ ক্রয় করে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকগণের নিকট ধার্যকৃত খুচরা মূল্যে (রিটেইল ট্যারিফ) বিদ্যুৎ বিক্রয় করে। সে হিসেবে ডিপিডিসি'র প্রধান আয়ের উৎস হলো বিদ্যুৎ বিক্রয়। এছাড়া পরিচালন আয় যেমন, নতুন সংযোগ আবেদন ফি, সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ ফি, মিটার ভাড়া, পরীক্ষা, পরিবর্তন ও স্থাপন ফি প্রভৃতি এবং অপরিচালন আয় যেমন, ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থের ওপর মুনাফা ইত্যাদি খাত থেকেও আয় হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, ব্যয়ের প্রধান খাতগুলো হলো বিদ্যুৎ ব্যয়, পরিচালন ব্যয়, মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়, বেতন-ভাতাদি বাবদ ব্যয়, প্রশাসনিক ব্যয় এবং আর্থিক ব্যয় ইত্যাদি।

ব্যয় ব্যবস্থাপনা

ডিপিডিসির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/উপ-মহাব্যবস্থাপক/সমমানের কর্মকর্তা এবং প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক/সমমানের কর্মকর্তার দপ্তরকে কস্ট এন্ড প্রফিট সেন্টার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই সকল দপ্তর থেকে নিজ ও অধীন সমস্ত দপ্তরসমূহের ব্যয় নির্বাহ করা হয়ে থাকে। ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে ডিপিডিসি'র নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি, সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট, তহবিলের পরিমাণ, Public Procurement Regulation, Annual Procurement Plan, বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত দাণ্ডরিক আদেশ, সরকারি আয়কর বিধি, ভ্যাট আইন প্রভৃতি বিবেচনা করা হয়। কতিপয় খুচড়া ব্যয় ছাড়া সকল ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়। প্রতিটি ব্যয় নির্বাহের পূর্বে Accounting Software-এ এন্ট্রি দেওয়া হয়। ফলে হিসাব সর্বদা হালনাগাদ থাকে।

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

BAS ১৬, IFRS এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা (২০১১) এর অনুসরণে ডিপিডিসি'র সকল স্থায়ী সম্পদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এসেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে এসেট সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার

ডিপিডিসি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। গ্রাহকের দোরগোড়ায় ডিপিডিসি'র বিভিন্ন সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে ডিপিডিসি বিভিন্ন আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ডিপিডিসি কর্তৃক উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল সার্ভিস এবং ই-সার্ভিস কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:

ডিজিটাল সার্ভিস

- পোস্ট-পেইড গ্রাহকের অনলাইন বিল পরিশোধ,
- প্রি-পেইড মিটার অনলাইন রিচার্জ,
- পোস্ট-পেইড বিল ও লেজার,
- প্রি-পেমেন্ট মিটার সংক্রান্ত তথ্য ও
- প্রি-পেইড ভেভিং লেজার।

ই-সার্ভিস

- অনলাইন নতুন সংযোগের আবেদন,
- অনলাইন নতুন সংযোগের আবেদন ট্র্যাকিং,
- ই-টেন্ডার ও
- ই-অকশন।

ডিপিডিসি'র গত এক বছরে বিশেষ অর্জন

১. ড্রোন ব্যবহার করে ১৩২/৩৩ এবং ৩৩/১ কেভি উপকেন্দ্রের স্মার্ট সার্ভেইলেঙ্গ এবং থার্মাল প্রোফাইলিং এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করে গ্রাহকসেবার মান উন্নয়ন।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ডিপিডিসি ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ড্রোন ব্যবহার করে ১৩২/৩৩ কেভি এবং ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের স্মার্ট সার্ভেইলেঙ্গ এবং থার্মাল প্রোফাইলিং এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করে গ্রাহকসেবার মান উন্নয়ন করেছে। ডিপিডিসি'র গ্রাহকগণের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিপিডিসি'র ১৩২/৩৩ কেভি এবং ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের স্মার্ট সার্ভেইলেঙ্গ এবং থার্মাল প্রোফাইলিং এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করার জন্য উদ্ভাবিত ড্রোন উড্ডয়ন করে ডাটা সংগ্রহ করে যাচাই করা হচ্ছে।

এছাড়া, ড্রোন দিয়ে ৩ Axix Gimble camera | FLIR Low wave infrared Thermal camera এর মাধ্যমে আকাশ থেকে মানবসম্পদের নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়িয়ে একাধিক এঙ্গেল থেকে ১২ MP ছবি ও ৪K ভিডিও এবং ৬৪০ বাই ৪৮০ থার্মাল ভিডিও ধারণ করতে সক্ষম হচ্ছে। রেডিওমেট্রিক থার্মাল সেলর এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম তাপমাত্রা রিডিং নেয়া যাচ্ছে। এছাড়া, ২X অপটিকাল জুম ৩X ডিজিটাল জুম ক্যামেরা ব্যবহার করে নিরাপদ দূরত্ব থেকে ফল্ট ইন্সপেকশন নির্ণয় সহজে করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, ১৩২/৩৩ কেভি আউটডোর উপকেন্দ্রসমূহের বিভিন্ন জয়েন্ট ও জাম্পারে ব্যবহৃত ক্রাম্প ও কানেক্টরসমূহে ওভারহিটিং বা রেড হট জনিত সমস্যার নির্ণয় সহজে করা সম্ভব হচ্ছে।

২. এজেন্টের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রাহক সেবা প্রদান

এনওসিএস এর পাশাপাশি এজেন্টের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রাহকসেবা প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ফলে ডিপিডিসি'র গ্রাহকসেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দেশের যেকোন প্রান্ত হতে যেকোন এনওসিএস এর গ্রাহক এজেন্টের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রাহকের নতুন সংযোগের আবেদনসহ অন্যান্য সেবা গ্রহণ করবে পারছেন। এতে গ্রাহকের সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

৩. ডিপিডিসি 'র এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ড (APICTA) অর্জন

সদ্য সমাপ্ত এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ড (অ্যাপিকটা) ২০২০/২১ আসরে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের প্রকল্পগুলো দুইটি ক্যাটাগরিতে উইনার এবং দুইটি মেরিট পুরস্কার অর্জন করে। গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে মালয়েশিয়া থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনলাইনে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।



ডিপিডিসি 'র এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যাওয়ার্ড (APICTA) অর্জন

৪. Special Achievement in GIS (SAG) অ্যাওয়ার্ড-২০২১

Special Achievement in GIS (SAG) অ্যাওয়ার্ড হলো জিআইএস এর ক্ষেত্রে অসামান্য কাজের স্বীকৃতিরূপে বিশ্বজুড়ে Environmental Systems Research Institute (Esri) কর্তৃক প্রদত্ত একটি পুরস্কার। ডিপিডিসি জিআইএস ভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (GDMS) বাস্তবায়নের পাশাপাশি এর উচ্চ, মাঝারি এবং নিম্ন ভোল্টেজ অর্থাৎ ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক (১৩২ কেভি, ৩৩ কেভি, ১১ কেভি এবং কম ভোল্টেজ) গ্রাহকের ডেটা-স্থানিক একীকরণ করেছে। সে বিবেচনায় গত ১৫ জুলাই ২০২১ তারিখে Annual Esri User Conference এ বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ডিপিডিসি স্থান করে নেওয়ার Special Achievement in GIS (SAG) এওয়ার্ডে ভূষিত হয়। উল্লেখ্য যে, ডিপিডিসিই বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র কোম্পানি হিসেবে SAG অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে।

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার বা পুনর্গঠন কার্যক্রমের অধীনে বিতরণ খাতকে দক্ষ এবং স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'কোম্পানি আইন ১৯৯৪' এর আওতায় ১৯৯৬ সালে সরকার পাবলিক কোম্পানি লিমিটেড হিসেবে ৫০০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) গঠন করে। ডেসার নিকট থেকে বৃহত্তর মিরপুর এলাকার বিতরণ ব্যবস্থা অধিগ্রহণের মাধ্যমে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ সালে মাঠ পর্যায়ে ডেসকোর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। অগ্রগতি ও সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০০৩ সালে গুলশান, বারিধারা, বাড্ডা, উত্তরা, দক্ষিণখান এবং ২০০৭ সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গী পৌরসভার একাংশ ডেসকো কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়। সর্বশেষ নতুন শহর 'পূর্বাচল মডেল টাউন' ডেসকো এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত ডেসকোর ভৌগোলিক এলাকার পরিমাণ ৪০০ বর্গ কিলোমিটার। কোম্পানিটির প্রধান কার্যালয় ঢাকার খিলক্ষেত এ অবস্থিত।

ভিশন

নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতে সহায়ক হওয়া।

মিশন

গ্রাহকগণের জীবনযাপনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে সহায়তা, গ্রাহকগণের নিকট উন্নততর সেবা প্রদান, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনসহ শক্তিশালী জাতি গঠনে ভূমিকা রাখা এবং ডেসকো'র ওপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে গ্রাহকগণের আস্থা অর্জন।



নির্মিতব্য ডেসকো প্রধান কার্যালয়ের ত্রিমাত্রিক চিত্র।



গুলশান-১ এ পরিকল্পনাবীন ১৩২/৩৩/১১ কেভি আন্তরমাউন্ড উপকেন্দ্রের ত্রিমাত্রিক চিত্র।

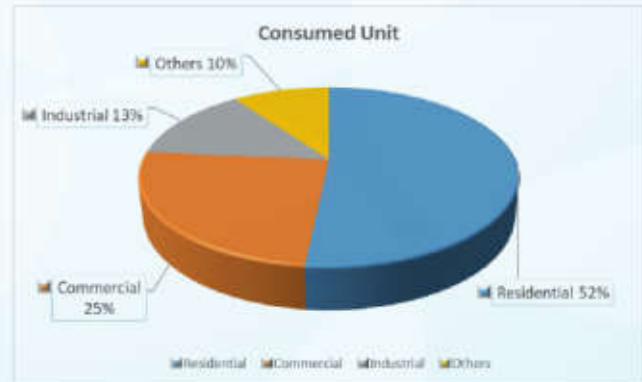
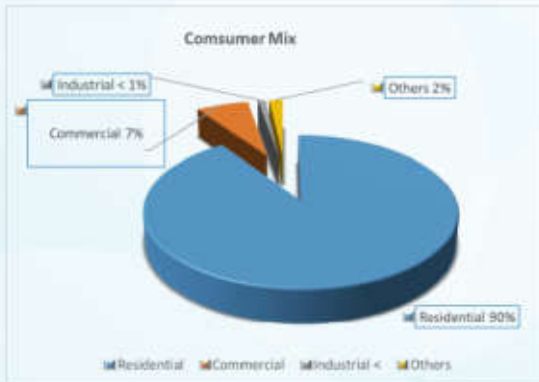
এক নজরে ডেসকোর্ বিতরণ অবকাঠামো (জুন ২০২২) পর্যন্ত

বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	মন্তব্য
১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	১৪টি	১৪টি গ্রিড উপকেন্দ্র, এর মধ্যে ৭টি ডেসকোর্ এবং ৭টি পিজিসিবি'র
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র	৫৩টি	-
৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র প্রান্তে স্থাপিত ক্ষমতা	২৯০০/৪০৬০ MVA	৩৩ কেভি লেভেল
১৩২ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন	৫১.৩১ (সার্কিট কি.মি.)	-
৩৩ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন	৬১৫.৫ (সার্কিট কি.মি.)	৩৩ কেভি লেভেলে কোনও ওভারহেড লাইন ডেসকোতে নেই।
১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন	৬৬১ (কি.মি.)	-
১১ কেভি এবং ১১/০.৪ কেভি লাইন	৪০০৪.৩ (কি.মি.)	-
১১/০.৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার	২১৮৫৩টি	ডেসকোর নিজস্ব ৭২৯০টি এবং গ্রাহকের নিজস্ব ১৪,৫৬৩টি

২০২১-২২ অর্থবছরে ডেসকোর বাণিজ্যিক কার্যক্রমের তুলানামূলক চিত্র

বিবরণ	২০২০-২১	২০২১-২২
গ্রাহক সংখ্যা	১০,৮১,৮৪৭	১১,৫৭,৪৯০
সর্বোচ্চ চাহিদা	১০৭৬ MW	১১৪৩ MW
সিস্টেম লস	৫.৫৮%	৫.৬২%
বিল কালেকশন রেশিও	১০৩.৯%	৯৯.৯০%
বকেয়া সমমাস	১.৩	১.৫১
SAIDI	৩১০.৭২	৪৫৫.২৫
SAIFI	১৩.০২	২২.০২

ঋাতভিত্তিক গ্রাহকের পরিমাণ ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের চিত্র



ট্যারিফ ওয়ারী গ্রাহক সংখ্যা ও বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার

ডেসকোর জনবল

দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে সীমিত লোকবল এর মাধ্যমে ডেসকো সর্বোচ্চ গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করে যাচ্ছে। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে ডেসকোতে জনবলের সংখ্যা ২,২১১ জন, যার বিভাজন নিম্নরূপ:

পদবি	সংখ্যা (জন)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	১
নির্বাহী পরিচালক	৫
প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক	১০
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/উপ-মহাব্যবস্থাপক	২৪
নির্বাহী প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপক	৬৬
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী/উপ-ব্যবস্থাপক	১১৯
সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী ব্যবস্থাপক	২৬৯
উপ-সহকারী প্রকৌশলী/জুনিয়র সহকারী ব্যবস্থাপক	৩৮৭
মোট কর্মকর্তা	৮৮১
মোট কর্মচারী	১৩৩০
সর্বমোট	২২১১

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

ডেসকোর সকল পর্যায়ের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, ফলাফলধর্মী কর্মকাণ্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পারফরম্যান্স মূল্যায়নে সরকার প্রবর্তিত 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' বা এপিএ বাস্তবায়ন করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের নিবিড় পর্যবেক্ষণে ২০১৪-১৫ থেকে প্রতিটি অর্থবছরে বাস্তবতার নিরিখে এবং অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে Performance Target নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি' প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুসরণ করে ডেসকোর অভ্যন্তরীণ অফিসসমূহের কর্মসম্পাদন চুক্তি এপিএ টিম পরিবীক্ষণ করেন এবং বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন।

প্রতিবছরই ডেসকো বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রতিটি কর্মসম্পাদন সূচকে সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। ফলস্বরূপ ২০১৯-২০ অর্থবছরে ডেসকো এপিএ মূল্যায়নে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন বিতরণ কোম্পানির মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে।

২০২১-২২ অর্থবছরে ডেসকোর অর্জনসমূহ

- ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত সম্ভাব্য বিদ্যুৎ চাহিদার লক্ষ্য সামনে রেখে ডেসকো চলতি অর্থবছরে সকল ধরনের বৈদ্যুতিক অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করেছে;
- নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ডেসকো কর্তৃক গৃহীত SCADA নির্মাণ শেষে ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র প্রান্তে ১১কেভি লেভেল পর্যন্ত চালু করা হয়েছে;
- গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ডেসকো কর্তৃক ১৩২ কেভি সোর্স লাইন নির্মাণসহ ০৫টি গ্রিড উপকেন্দ্রের নির্মাণ প্রকল্পের সর্বশেষ ০২টি টংগী এবং বনানী গ্রিড উপকেন্দ্র চালু;
- ডেসকোর নিজস্ব অর্থায়নে মাঠ পর্যায়ে গ্রাহক মিটারিং পয়েন্ট থেকে ১৩২ কেভি পর্যন্ত ডেসকোর সকল অবকাঠামো GIS এর আওতায় আনা হয়েছে। GIS এবং SCADA ইন্টিগ্রেশন এর কাজ শুরু করা হয়েছে এবং GIS এর সার্ভে ডাটা নিয়ে Distribution Analysis Software ব্যবহার করে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত বিভিন্ন কারিগরি বিশ্লেষণ সম্পন্নকরণসহ স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী লোড চাহিদা নিরূপণ করা হচ্ছে;

- (ঙ) জানুয়ারি ২০২১ থেকে ডেসকোতে OCSMS ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, এই ব্যবস্থার আওতায় গ্রাহক ডেসকোতে না এসে যে কোনও অবস্থান থেকে সিটিজেন চার্টারে নির্দেশিত দলিলাদি আপলোড করে নতুন সংযোগের আবেদন করতে পারবে। গ্রাহক আবেদনের স্ট্যাটাস অনলাইনে জানতে পারবেন, নতুন সংযোগ সংক্রান্ত সকল আর্থিক বিল অনলাইনে পরিশোধ করতে পারবেন;
- (চ) শতভাগ স্মার্ট মিটারিং সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে সুরক্ষিত ডাটা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের জন্য MIC এবং RMIC নির্মাণের জন্য নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর;
- (ছ) ডেসকো এলাকায় গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জু-গর্ভস্থ ক্যাবল স্থাপন করে আধুনিক বিতরণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান M/S Energytron এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর;
- (জ) ৬টি বেজমেন্টসহ ১৮ (৬+১২) তলা ভবন নির্মাণের জন্য নির্মাণ প্রতিষ্ঠান NDE এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং জুন ২০২২ পর্যন্ত ২৭ ভাগ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- (ঝ) উন্নততর গ্রাহকসেবা নিশ্চিত এবং আধুনিক গ্রাহক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে, যেখানে গ্রাহক ১৬১২০ এ কল করে তার অভিযোগ অথবা অনুসন্ধান কল সেন্টারকে জানাবে এবং কল সেন্টার থেকে গ্রাহককে তথ্য দিয়ে সার্বক্ষণিক আপডেট রাখা হচ্ছে, গ্রাহক নিজেও মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন এর মাধ্যমে তার অভিযোগ/অনুসন্ধানের স্ট্যাটাস জানতে পারেন;
- (ঞ) ডেসকো'র ১৩২ কেভি লেভেলে প্রথম গ্রাহক 'মেট্রো রেল' এর উত্তরা প্রান্তে নির্মিত খ্রিড উপকেন্দ্রে সংযোগ প্রদান;
- (ট) পরিকল্পনা অনুযায়ী ডেসকো'র ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন জু-গর্ভস্থ ক্যাবলের মাধ্যমে রূপান্তর করে ভৌগোলিক এলাকায় অবস্থিত শতভাগ ৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন অপসারণ করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে ডেসকো'র কার্যক্রম

জনসেবা প্রদানে ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ডেসকো তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ডেসকো তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে গ্রাহকসেবা এবং সেবা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহকের একেবারে হাতের মুঠোয় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে।

ডেসকো যে সমস্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর সেবা চালু করেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) **ইআরপি বাস্তবায়ন:** সরকারের পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা চালুর লক্ষ্যকে সামনে রেখে অক্টোবর ২০১৮ সালে সমন্বিত ইআরপি বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ডেসকোতে এইচআরএম, ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টস, প্রকিউরমেন্ট-এই চারটি মডিউল এর তথ্য হালনাগাদপূর্বক সফটওয়্যারটি Go-Live করা হয়েছে।

(খ) **স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপন:** ডেসকো ২০২৩ সালের মধ্যে শতভাগ স্মার্ট মিটার স্থাপনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, ইতোমধ্যে ছয় লক্ষ স্মার্ট মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্মার্ট মিটার ডেসকো এবং গ্রাহকের মধ্যে টু-ওয়ে কমিউনিকেশন বিদ্যমান থাকায় গ্রাহক যে কোনও সময় যে কোনও স্থান থেকে মিটার রিচার্জ এবং বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি জানতে পারে, একই সাথে ডেসকো প্রি-পেমেন্ট সিস্টেম থেকে গ্রাহকের লোড ব্যবস্থাপনাসহ যাবতীয় তথ্যাদি অবহিত হতে পারে।

(গ) **অনলাইন কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:** জানুয়ারি ২০২১ সাল থেকে সেবাটি চালু করা হয়েছে, এর মাধ্যমে গ্রাহক অফিসে না এসে যে কোনও অবস্থান থেকে সকল দলিলাদি সিস্টেমে আপলোড করে নতুন সংযোগের আবেদন করতে পারে এবং গ্রাহক অনলাইনে ট্র্যাকিং নম্বর দিয়ে তার ফাইলের স্ট্যাটাস জানতে পারে এবং অনলাইনে নতুন সংযোগ সংশ্লিষ্ট সকল বিল পরিশোধ করতে পারেন।

(ঘ) **SCADA ও GIS বাস্তবায়ন:** মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ গ্রাহকগণকে সরবরাহের লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ডেসকো উপকেন্দ্র পর্যায়ে ১১ কেভি পর্যন্ত SCADA চালু করা হয়েছে, একই সাথে ডেসকো বিতরণ নেটওয়ার্কের গ্রাহকদের মিটার থেকে ১৩২ কেভি লেভেল পর্যন্ত সকল স্থাপনাকে GIS এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই GIS এবং SCADA ইন্টিগ্রেশন এর কাজ হাতে নেওয়া হবে।

(ঙ) **Web Based Inventory Management:** ডেসকো পেপারলেস ওয়েব বেজড আধুনিক স্টোর ব্যবস্থাপনা চালু করেছে ফলে মালামাল সংগ্রহ এবং গুদামজাতকরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। মালামাল উত্তোলনে অনেক সহজ ও সময় কম প্রয়োজন হওয়ায় গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

(চ) **অনলাইন বিলিং এবং পরিশোধ সেবা:** ডেসকোর গ্রাহকগণ আনুমানিক ৫১টি ব্যাংক এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এর মাধ্যমে পোস্ট-পেইড বিল অনলাইনে পরিশোধ এবং প্রি-পেইড ভেজিং করতে পারেন। যে সকল গ্রাহক MFS সেবা নিতে আগ্রহী নন তাদের প্রয়োজনে যাতে তারা আবাসস্থলের কাছাকাছি কোনও অবস্থানে বিল পরিশোধ বা ভেজিং করতে পারে সে জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক এর মাধ্যমে আনুমানিক ৭০০টি POS মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাহক যে কোনও সময় পোস্ট পেইড বিল এর কপি ডেসকো ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে পরিশোধ করতে পারে, বৃহৎ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীগণকে বিল প্রসেস হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয় উপায়ে ই-মেইলে বিদ্যুৎ বিল প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিল পরিশোধের সাথে সাথে গ্রাহক লেজার আপডেট হচ্ছে এবং বার্ষিক বিল পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র ডেসকোর ওয়েবসাইট থেকে গ্রাহক ডাউনলোড করতে পারছে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে e-mail এর মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

(ছ) **অনলাইন কমপ্লেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম:** ডেসকো আধুনিক কমপ্লেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে। গ্রাহক সেবার জন্য ১৬১২০ হটলাইন চালু করা হয়েছে। কন্সট্রাক্ট সেন্টার সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ডিজিটাল ২৪*৭*৩৬৫ কন্সট্রাক্ট সেন্টার এজেন্টসহ লজিস্টিক সাপোর্ট, প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সাপোর্ট প্রদান করছেন। সেবা গ্রহণকারীদেরও দ্রুত ও সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। সাধারণ অনুসন্ধান ও অভিযোগসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড করা হয়ে থাকে যা বিশ্লেষণ করে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ নেটওয়ার্কের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত ও সংশোধন করা হচ্ছে। একজন কল সেন্টার সুপারভাইজরের অধীনে সর্বনিম্ন ছয় জন কল সেন্টার প্রতিনিধির মাধ্যমে কন্সট্রাক্ট সেন্টারের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে মোবাইল এ্যাপস উন্নয়ন এর কাজ চলছে, আগামী ৩/৪ মাসের মধ্যে মোবাইল এ্যাপস গ্রাহক পর্যায়ে দেওয়া হবে।

(জ) **Mobile Applications:** বিদ্যুৎ বিল গ্রহণের জন্য ডেসকোর ২০১৬ সাল হতে গ্রাহকের নিকট মোবাইল Apps পৌঁছে দিয়েছে। বর্তমানে আবাসিক ও বাণিজ্যিকসহ বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক তাদের প্রি-পেইড মিটার রিচার্জ ও পোস্ট পেইড বিল নিজ আবাসস্থলে বসে যে কোন সময় পরিশোধ করতে পারছে। এটি বর্তমান ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রতীক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোবাইল Apps-টি চালুর বছর 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ' কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় বিজনেস এবং ই-কমার্স ক্যাটাগরীতে ১ম হওয়ার গৌরব অর্জন করে। উল্লেখ্য, Apps সুবিধা Android ও IOS উভয় মোবাইল ব্যবহারকারী অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।



বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ডেসকো আরও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর গ্রাহকসেবা চালু করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- ❖ Online One Stop Service দিতে BIDA এর সাথে সংযুক্তকরণ;
- ❖ প্রতিটি বিক্রয় ও বিতরণ (বিওবি) বিভাগে কিয়ক এর মাধ্যমে 'কিউ ম্যানেজমেন্ট ও ফিডব্যাক সিস্টেম' চালু যা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিবীক্ষণ করা হয়;
- ❖ 'অডিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার' চালু করা হয়েছে;
- ❖ শতভাগ ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়ন,
- ❖ e-attendance চালু;
- ❖ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ডেসকো'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ❖ নিয়োগ কার্যক্রমের জন্য 'অনলাইন রিক্রুটমেন্ট ম্যানেজমেন্ট' সফটওয়্যার চালু;
- ❖ গ্রাহকসেবা ও অভ্যন্তরীণ দাপ্তরিক কাজে SMS Notification চালু;
- ❖ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে Zoom মিটিং এর মাধ্যমে ডেসকো'র অভ্যন্তরীণ ও বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে মাসিক সমন্বয় সভাসহ অন্যান্য দাপ্তরিক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে;
- ❖ প্রায় শতভাগ দাপ্তরিক কাজ ই-নথি তে সম্পন্ন হচ্ছে;
- ❖ ৬৫টি রিপোর্টযুক্ত Management Monitoring Apps চালু হচ্ছে;
- ❖ লোড ছাড়পত্র প্রদানে অনলাইন সিস্টেম চালু; এবং
- ❖ নতুন সংযোগ প্রদানে NID Verification করা হচ্ছে।

ডেসকোর চলমান প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	তহবিলের উৎস
০১	কনস্ট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড খিড সাবস্টেশন অ্যাট গুলশান ইন ঢাকা।	৯৫,০৯৭.৩৩	জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২৩	JICA
০২	ডিজাইন, ডেভেলপমেন্ট এন্ড ইন্টেলেশন অব মাস্টি-প্রাটফর্ম জিআইএস বেসড অ্যাপ্লিকেশন ফর দা ম্যানেজমেন্ট অব ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক অব ডেসকো।	৩,৩৮৪.৭৫	আগস্ট ২০১৯- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২	DESCO
০৩	কন্সট্রাকশন অব ১২ (টুয়েলভ) স্টোরিড কমার্শিয়াল বিল্ডিং উইথ ০৬ (সিক্স) নং বেসমেন্ট ফ্লোরস ফর ডেসকো হেড অফিস অ্যাট প্লট নং-৪৯/এ, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা।	২৯,৫৩৭.০০	জুন ২০২১- জুন ২০২৪	DESCO
০৪	কন্সট্রাকশন সার্ভিসেস ফর ফিসিবিলিটি স্ট্যাডি ফর মর্ডার্নাইজ আন্ডারগ্রাউন্ড ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক ইন ডেসকো এরিয়া।	৩,০৪৮.০০	ডিসেম্বর ২০২০- সেপ্টেম্বর ২০২২	DESCO
০৫	কনভারশন অব নিউ টঙ্গী খিড সাবস্টেশন ফ্রম এআইএস টু জিআইএস।	২,৭০৪.৩৭	জুলাই ২০২২- ডিসেম্বর ২০২৪	DESCO
০৬	আপগ্রেডেশন অব মাস্টার ইনফর্মেশন সেন্টার (এমআইসি) অব ডেসকো অন টার্নিকি বেসিস।	৭,৪৮৩.১১	সেপ্টেম্বর ২০২১- মার্চ ২০২৩	DESCO
০৭	ডেসকো এলাকার সুপারভাইজরি কন্ট্রোল ও ডাটা একুইজিশন (স্ক্যাডা) সিস্টেম স্থাপন	১৫,৫৭০.৪৮	জানুয়ারি ২০১৬- জুন ২০২২	ADB
০৮	ডেসকো এলাকার স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প।	১৮,৬৫০.২৫	জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৩	GoB

ডেসকো'র ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	তহবিলের উৎস
০১	- ঢাকাস্থ ডেসকো এলাকায় বৈদ্যুতিক অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ: - ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ০৪টি - ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র ০৪টি - ১৩২ কেভি ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল ৩০ ডাবল সার্কিট কি.মি. স্থাপন - ৩৩ কেভি ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল ৫০ সার্কিট কি.মি. স্থাপন - ১১ কেভি ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল ১০০ কি.মি. স্থাপন - ১১/০.৪ কেভি লাইন নির্মাণ ১৫০ কি.মি. স্থাপন	২২৭,২৪৭.৭৩	এপ্রিল ২০২২- মার্চ ২০২৬	ADB
০২	- রাজউক পূর্বাচল নতুন শহরে বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিক আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্কে রূপান্তর প্রকল্প প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ: - পাওয়ার টানেল ২৫.৩ কি.মি. - ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র ০৪টি - ৩৩/১১ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র ০৮টি	৫৮৩,০৩২.৩০	জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৮	PPP
০৩	- রাজউক উত্তরা ওয় পর্ব প্রকল্পে বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিক আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্কে রূপান্তর প্রকল্প প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ: - পাওয়ার টানেল ৮.৯ কি.মি. - ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র ০৩টি - ৩৩/১১ কেভি বিতরণ উপকেন্দ্র ০৮টি	২৯৮,৫৩৭.৩৮	জুলাই ২০২৪- জুন ২০২৮	PPP
০৪	- এনহ্যান্সিং রিলাইবিলাটি এন্ড অপারেশন ইফিসিয়েন্সি অন্ড পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম প্রো ডিএএস এন্ড আন্ডারগ্রাউন্ড ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক। প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ: - প্রকল্প এলাকা: গুলশান, বনানী, বারিধারা এবং বাউডা - ফিডার সংখ্যা: ২৩টি - ফিডারের দৈর্ঘ্য: ৭৪.৩১ কি.মি.	-	-	JICA
০৫	ডিজাইন, সাপ্লাই, ইন্সটলেশন, টেস্টিং-কমিশনিং অন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার মিটারিং উইথ রিলেটেড সার্ভিস।	২২৯.২৩	জুলাই ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৫	ADB
০৬	গুলশান, বারিধারা এলাকায় স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনসহ এডভান্স মিটারিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার (এএমআই) স্থাপন	২,৫০০.০০	জুলাই ২০২২- জুন ২০২৩	DESCO

গত ২৫ বছরের পথ পরিক্রমার ডেসকো তার ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা এবং সফলতায় একটি আন্তর্জাতিক মানের বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থায় রূপান্তরের পথে অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার অংশ হিসেবে টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে বেশ কিছু শিল্প কারখানায় নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুবিধা প্রস্তুত করা হয়েছে। ডেসকো সম্মানিত গ্রাহকদের মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনমান আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে দেশের মানুষের কাছে আস্থা অর্জনে সদা সচেষ্ট আছে।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লি.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর আওতায় ০৪ নভেম্বর ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লি. গঠিত হয়। কোম্পানি গঠনের পরে বাবিউবো'র সাথে ২৩ মার্চ ২০০৫ তারিখে ওজোপাডিকো'র VA এবং PSA স্বাক্ষরিত হয়। এই দুইটি চুক্তির মাধ্যমে বাবিউবো'র বিতরণ পশ্চিমাঞ্চলের সকল সম্পত্তি ও দায় ওজোপাডিকো'র নিকট হস্তান্তরিত হয় এবং ০১ এপ্রিল ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ হতে ওজোপাডিকো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে বাবিউবো'র নিকট হতে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং সম্মানিত গ্রাহকদের কাছে বিদ্যুৎ বিক্রয় শুরু করে।

ওজোপাডিকো'র ভিশন

ওজোপাডিকো এলাকায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের গুণগত মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের মাধ্যমে কাজক্ষিত আর্থিক, সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সাধন করে ওজোপাডিকো বাংলাদেশের একটি আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হওয়া।

ওজোপাডিকো'র মিশন

- পেশাগত সেবার উৎকর্ষতার মাধ্যমে যথাযথ ও সশ্রী মূল্যে গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা।
- ওজোপাডিকো লি. এলাকার ২১টি জেলা ও ২০টি উপজেলা শহরের সকল জনগণকে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সেবার আওতায় আনা।
- বিশেষ দক্ষ সেবা প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিটগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- পরিচালনা ও সংরক্ষণ কাজে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকদের উন্নত, গুণগত মানসম্পন্ন ও সন্তোষজনক সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- প্রয়োজন মার্কিন পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনবলের উন্নতি সাধন করা।
- সকল বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সামঞ্জস্যপূর্ণ আয় বৃদ্ধি, ব্যয় এবং সিস্টেম লস হ্রাস নিশ্চিতকরণ।

ভৌগোলিক এলাকা

ওজোপাডিকো বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ এবং বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের সর্বমোট ২১টি জেলা শহর এবং ২০টি উপজেলা সদরে বিদ্যুৎ বিতরণ ও বিক্রয় কাজ পরিচালনা করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে ওজোপাডিকো'র গ্রাহক সংখ্যা ১৪,৩৫,৪৯১ জন এবং ওজোপাডিকো'র সর্বোচ্চ চাহিদা ৬৬৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

ওজোপাডিকো সরাসরি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট হতে বিদ্যুৎ ক্রয় করে আওতাধীন এলাকায় সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। ওজোপাডিকো'র প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- গ্রাহক অঙ্গিনায় নিরবচ্ছিন্ন ও গুণগত মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা;
- বিদ্যুতের সিস্টেম লস যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করা এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা;
- সকল শ্রেণির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- বিদ্যুৎ বিতরণ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা;
- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করা;
- কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি করা; এবং
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন করা।

ওজোপাডিকোর উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকারি কোম্পানি হিসেবে ওজোপাডিকো সরকারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মকাণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং গ্রাহকগণের নিকট বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের নিমিত্তে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (১) ৩২টি নতুন ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ৩২টি ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন; (২) সকল গ্রাহককে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমের আওতায় আনয়ন; (৩) আধুনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য SCADA সিস্টেম বাস্তবায়ন এবং ওজোপাডিকোর পরিচালন কার্যক্রম জিআইএস ম্যাপিং এর আওতায় আনয়ন; (৪) খুলনা, বরিশাল এবং যশোর শহরে আধুনিক ভূ-গর্ভস্থ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা স্থাপন; (৫) মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; (৬) ই-ফাইলিং ব্যবস্থা বাস্তবায়নে গতিশীলতা আনয়ন এবং (৭) গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সেবা কার্যক্রম সহজীকরণ এবং ডিজিটাল সেবা চালুকরণ।

২০২১-২২ অর্থবছরে ওজোপাডিকোর আওতাধীন এলাকায় বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে নিম্নোক্ত ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে:

১. স্টেনদেনিং পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম প্রজেক্ট
২. ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প
৩. ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন প্রকল্প
৪. ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) লি. এলাকার জন্য স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প

প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত সুফল পাওয়া যাবে:

- নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ ও বিদ্যমান উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিস্টেম ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে ফলে চাহিদা মোতাবেক গ্রাহক আঙ্গিনায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে।
- দীর্ঘ বিতরণ লাইনের দূরত্ব কমিয়ে Standard লাইনে রূপান্তর করার ফলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হ্রাস পাবে।
- Undersize Conductor পরিবর্তন করতঃ Standard Conductor স্থাপনের ফলে লো-ভোল্টেজ সমস্যা নিরসন হবে;
- ওভারলোড ও দীর্ঘ ১১ কেভি ফিডারকে বিভাজনের মাধ্যমে লোড কমানোর কারণে সিস্টেম লস হ্রাস পাবে;
- ওভারলোড ট্রান্সফরমারের লোড শেয়ারকল্পে নতুন ট্রান্সফরমার স্থাপনের ফলে সিস্টেম লস হ্রাসসহ নতুন সংযোগ প্রদান করা যাবে।
- জরাজীর্ণ বিতরণ লাইন পুনর্বাসন করার মাধ্যমে কারিগরী সিস্টেম লস হ্রাস পাবে;
- প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপনের ফলে রাজস্ব আদায় সহজ হবে;
- বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন গ্রাহক আঙ্গিনায় বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হবে;
- সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে; এবং
- দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ওজোপাডিকোর আওতাধীন এলাকায় ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৪,৭০,৭৫৬টি প্রি-পেইড/স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে সকল গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সশ্রয়ী মনোভাব সৃষ্টি হবে এবং মিটার রিডিং এর নামে গ্রাহক ভোগান্তি কমে আসবে। এর ফলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাস পাবে। প্রিপেইড মিটার স্থাপনের সংখ্যা নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো:

অর্থবছর	প্রি- পেইড মিটার স্থাপনের সংখ্যা
২০১৫-১৬	৫,২৫০
২০১৬-১৭	৩২,৪৪৫
২০১৭-১৮	৩৫,৫৫৬
২০১৮-১৯	৯৫,৪০১
২০১৯-২০	৪৮,৫৬৭
২০২০-২১	১,৫০,৭৩৮
২০২১-২২	১,০২,৭৯৯

ওজোপাডিকোর বিতরণ লাইন নির্মাণ

অর্থবছর	নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ (কি.মি.)			অর্থ বছরে মোট নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ (কি.মি.)	মোট নির্মিত বিতরণ লাইন (কি.মি.)	মোট বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন (কি.মি.)
	৩৩ কেভি লাইন	১১,১১/০.৪ কেভি লাইন	০.৪ কেভি লাইন			
২০১৭-১৮	--	১১০	১৩৪.৫০	২৪৪.৫০	১১,২৮৮.৫০	১১,২৮৮.৫০
২০১৮-১৯	২৪.৫	১৫৬.৩২	১২৪.৩৮	৩০৫.২০	১১,৫৯৩.৭	১১,৫৯৩.৭
২০১৯-২০	২৩.০	১২৫.০	৮৮.০	২৩৬.০	১১,৮২৯.৭	১১,৮২৯.৭
২০২০-২১	১০৯.৬০	১৩৫.৪৭	৬৫.৫৩	৩১০.৬০	১২,১৪০.৩০	১২,১৪০.৩০
২০২১-২২	৬৪.১৫	১২২.৫০	১৪২.৬৩	৩২৯.২৮	১২,৪৬৯.৬০	১২,৪৬৯.৬০

উপকেন্দ্র নির্মাণ

০১টি নতুন ৩৩/১১ কেভি, ৫৩.৩২ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ০৩টি বিদ্যমান ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ৫৩.৩২ এমভিএ বৃদ্ধির মাধ্যমে ২০২১-২২ অর্থবছরে ওজোপাডিকোর ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা ৭৩টি এবং ক্ষমতা ১৯১৩.৩৩ এমভিএ-তে উন্নীত করা হয়েছে।

ওজোপাডিকোর গ্রাহক সংখ্যা

নতুন সংযোগ প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করায় ওজোপাডিকোর গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুত গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুতের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৪,৫২১ জন নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার ওজোপাডিকোর গ্রাহক সংখ্যা ১৩,৫০,৯৭০ জন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪,৩৫,৪৯১ জন হয়েছে।

নিম্নে ২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ওজোপাডিকোর গ্রাহক সংখ্যার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	গ্রাহক সংখ্যা
২০১৭-১৮	১০,৯০,৬৩৪
২০১৮-১৯	১১,৬৯,৫৮৪
২০১৯-২০	১২,৪৭,৮০৭
২০২০-২১	১৩,৫০,৯৭০
২০২১-২২	১৪,৩৫,৪৯১

সিস্টেম লস

বিদ্যুতের সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সিস্টেম লসের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ওজোপাডিকো কর্তৃক তদারকিকরণের ফলে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেম লস বর্তমানে ৭.৪৪% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ওজোপাডিকো'র সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে দেখানো হলো:

অর্থবছর	বিতরণ লস (%)
২০১৭-১৮	৯.২৪
২০১৮-১৯	৮.৮৩
২০১৯-২০	৮.২৭
২০২০-২১	৭.৮৮
২০২১-২২	৭.৪৪

বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

ওজোপাডিকো'র আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুতের বকেয়া ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য ওজোপাডিকো কর্তৃক প্রি-পেইড মিটার স্থাপনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি, আধা-সরকারি, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আছে। তবে প্রি-পেইড মিটার স্থাপনসহ তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে ২০১৭-১৮ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	বকেয়া মাস
২০১৭-১৮	২.১৫
২০১৮-১৯	২.০৫
২০১৯-২০	১.৮৯
২০২০-২১	১.৪৪
২০২১-২২	১.৮৮

গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে আরও গ্রাহকবান্ধব করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিম্নোক্ত নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) গ্রাহকগণ যাতে সহজে বিদ্যুৎ সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ ও পরামর্শ জানাতে পারেন সে লক্ষ্যে একটি 'হট লাইন নম্বর' (১৬১১৭) প্রবর্তন করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে একটি 'কল সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

খ) দীর্ঘ বিতরণ লাইনে সংঘটিত ফল্ট দ্রুত শনাক্তকরণ এবং ফল্ট অপসারণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওজোপাডিকো'র ৩৩ কেভি ফিডারে ২৩৯টি FPI স্থাপন কাজ চলমান আছে। নির্মাণ করা হচ্ছে নতুন নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র।



ওজোপাডিকো কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন 'বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প' এর আওতায় বরিশাল শিল্প নগরীতে ৩৩/১১ কেভি, ২X১০/১৩.৩৩ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান। তারিখ: ৩ অক্টোবর ২০২১

গ) গ্রাহক আঙ্গিনায় বিদ্যুৎ বিদ্যুতি হ্রাসকল্পে পরীক্ষামূলকভাবে পাইলট প্রকল্প হিসেবে খুলনা শহরে ১০ সেট Feeder Pillar স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ওজোপাডিকো'র সমগ্র এলাকায় স্থাপনের পরিকল্পনা আছে।

ঘ) Time Based Complain Management System প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলে গ্রাহকগণ দ্রুত ও সহজে প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছেন।

ঙ) নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করার নির্ধারিত সময় থেকেও স্বল্প সময়ের মধ্যে সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

চ) Bill On Web System চালু করার গ্রাহকগণ ঘরে বসেই তাদের বিদ্যুৎ বিল দেখতে পারেন এবং বিল প্রিন্ট নিতে পারেন।

ছ) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের মাধ্যমের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রাহকগণ এখন ব্যাংকে না গিয়ে ঘরে বসেই বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারেন।

জ) স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারকারী গ্রাহকগণ অনলাইনের ভেটিং সুবিধা উপভোগ করতে পারছেন। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ওজোপাডিকো'র নিজস্ব ওয়েবসাইট, ফেইসবুক, মোবাইল অ্যাপস প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান চলমান আছে।

নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিমিটেড

বিদ্যুৎ খাতের পুনর্বিন্যাস, পুনর্গঠন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষেত্রের জবাবদিহিতা ও উন্নততর সেবা নিশ্চিত করতে ১ অক্টোবর ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড থেকে দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিমিটেড বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে নেসকো লি. তার গ্রাহকদের নির্ভরযোগ্য, গুণগতমানসম্পন্ন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে চলেছে। প্রচলিত আইনী কাঠামোর মধ্যে নেসকো লি. এর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হলো পরিচালনা পর্ষদ। সরকার কর্তৃক মনোনীত পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা নেসকো বোর্ড গঠিত। পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী নেসকো লি. এর পরিচালনা ও কৌশলগত কার্যক্রম একটি দক্ষ জনবল কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয় যার প্রধান হলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক। নর্দান ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি (নেসকো) লিমিটেড বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর একটি প্রতিষ্ঠান। নেসকো লি. উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার আওতাধীন ৩৯টি উপজেলা শহর ও শহরাঞ্চলের প্রায় ১৭ লক্ষ গ্রাহককে ৫৫টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ/বিদ্যুৎ সরবরাহ ইউনিট এর মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ও সশ্রমী বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অধিকতর ভাল গ্রাহকসেবা প্রদান করে যাচ্ছে।



নেসকো লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

নেসকো লিমিটেড এর চলমান প্রকল্পসমূহ

২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় নেসকো লিমিটেড এর চলমান প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ	প্রকল্পের প্রারম্ভিক মেয়াদকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি
০১	'নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এলাকায় পাঁচ লক্ষ স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প'	জিওবি: ৩৯৯.৫২ কোটি, নেসকো: ১৮.৫৬ কোটি, মোট: ৪১৮.০৮ কোটি	০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২	ভৌত: ১০০% (মোট প্রকল্পের: ৪৯.৭৫%) আর্থিক: ১০০% ২০৮.০২ কোটি টাকা; (মোট প্রকল্পের: ৫২.০৭%)	ভৌত: ১০০% আর্থিক: ৯৭.১৯%: ৩৮৮.৩১ কোটি টাকা
০২	'রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প'	জিওবি: ১০৫৬.৪৪ কোটি, নেসকো: ৩৪.৮৮ কোটি, মোট: ১০৯১.৩১ কোটি;	০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৩	ভৌত: ১০০% (মোট প্রকল্পের: ১৫%) আর্থিক: ১০০%; ১৯৯.৫৬ কোটি টাকা; (মোট প্রকল্পের ১৮.৮৯%)	ভৌত: ৪৬% আর্থিক: ৩৯.৫৯%: ৪১৮.২৫ কোটি টাকা
০৩	'রংপুর বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প'	জিওবি: ১০৮৮.৬০ কোটি, নেসকো: ৩৫.২৫ কোটি, মোট: ১১২৩.৮৫ কোটি;	০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৩	ভৌত: ১০০% (মোট প্রকল্পের: ২৮.৫%) আর্থিক: ১০০%; ৩০৫.১২ কোটি টাকা; (মোট প্রকল্পের: ২৮.০২%)	ভৌত: ৫৮.৪৮% আর্থিক: ৪৬.৯১%: ৫১০.৬৭ কোটি টাকা

নেসকো লিমিটেড কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর বাস্তবায়ন

সূচক নং	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুলাই ২১ - জুন ২২)
১.১.১	বিতরণ লাইন নির্মাণ	সমষ্টি	(কি:মি)	৭	১৬০০.০০	১৬২৫.০০
১.২.১	উপকেন্দ্র নির্মাণ/উপকেন্দ্রের সক্ষমতা বৃদ্ধি	সমষ্টি	(এমভিএ)	৬	২৬০.০০	৪২২.০০
১.২.১	উপকেন্দ্র নির্মাণের সংখ্যা	সমষ্টি	(সংখ্যা)		২২	২৩
১.৩.১	বিতরণ ব্যবস্থার সিস্টেম লস	ক্রমপূর্ণিত	(%)	৫	৯.৯৫	৯.৯২
১.৪.১	নেট মিটার স্থাপিত	সমষ্টি	(সংখ্যা)	২	২০.০০	২১
১.৫.১	ফিল্ড সার্ভে এবং জিআইএস ডাটা কালেকশন	সমষ্টি	(%)	২	৫০.০০	৫০.০০

সূচক নং	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুলাই ২১ -জুন ২২)
১.৬.১	ফিজিবিলিটি স্টাডি	সমষ্টি	(%)	২	৪০.০০	৪০.০০
২.১.১	বিল কালেকশন রেশিও	ক্রমপুঞ্জিত	(%)	৫	৯৮.০০	১০০.১২
২.১.২	বকেয়া ত্রাসকরণ	ক্রমপুঞ্জিত	(সমমাস)	৪	৩.০০	২.৭৫
২.১.৩	পাওনা পরিশোধ	ক্রমপুঞ্জিত	(সমমাস)	৪	১.৫০	১.৪০
২.১.৪	কারেন্ট রেশিও	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১	১.২৫:১	১.৩২:১
২.১.৫	কুইক রেশিও	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১	০.৯৬:১	১.১১:১
২.২.১	ইজিপি টেন্ডারিং (১০০ কোটির নিচে) যা প্রযোজ্য	ক্রমপুঞ্জিত	(%)	৫	৯০	৯১
৩.১.১	নতুন সংযোগ প্রদান	সমষ্টি	(সংখ্যা)	৮	১,০০,০০০	১,১৬,৮৭৮
৩.২.১	প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সমষ্টি	(সংখ্যা)	৬	৪,০০,০০০	৪,০৯,১১৫
৩.৩.১	ওভারলোডেড ট্রান্সফরমার এর শতকরা হার	ক্রমপুঞ্জিত	(%)	১	০.১২	০.০৫
৪.১.১	সিস্টেম অ্যাম্বারেজ ইন্টারেশন ডিউরেশন ইনডেক্স (সাইদি)	সমষ্টি	(মিনিট)	৩	৬০০	৫৯৫.০০
৪.১.২	সিস্টেম অ্যাম্বারেজ ইন্টারেশন ফ্রিকোয়েন্সি ইনডেক্স (সাইফি)	সমষ্টি	(বার/ সংখ্যা)	৩	৬০	৫৭.০০
৪.১.৩	১১ কেভি ফিডারের সাইদি-সাইফি এর স্বয়ংক্রিয় তথ্য প্রস্তুতকরণ	সমষ্টি	(সংখ্যা)	৩	৮০	৮২
৪.২.১	বিলিং পয়েন্ট এ পাওয়ার ফ্যাক্টর	গড়	(%)	২	৯০.০০	৯০.৫০



বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমানের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন নেসকো লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব মু. মোহসিন চৌধুরী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জাকিউল ইসলাম।
তারিখ: ২৭ ডিসেম্বর ২০২১

নেসকো লিমিটেড এর আইসিটি খাতে অর্জন নেসকো গ্রাহকসেবা পোর্টাল

নেসকো তার গ্রাহক সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য একটি অনলাইন গ্রাহক সেবা পোর্টাল চালু করেছে। সম্মানিত গ্রাহক এই অনলাইন গ্রাহক সেবা পোর্টাল থেকে অনলাইন সেবা নিতে পারেন। পোস্ট পেইড গ্রাহকরা তাদের মাসিক বিদ্যুৎ বিল, বিল পরিশোধের স্ট্যাটাস, মোট বকেয়ার পরিমাণ, সংযোগের অবস্থা, বিল প্রদানের প্রত্যয়নপত্র ডাউনলোডসহ যাবতীয় তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারেন এবং স্মার্ট প্রিপেইড মিটার গ্রাহকরা তাদের রিচার্জ তথ্য, মাসিক ব্যবহার, রিমোট রিচার্জ স্ট্যাটাস, রিচার্জ টোকেন এবং মিটার ব্যবহারের উপর বিভিন্ন টিউটোরিয়াল এই পোর্টালে দেখতে পারেন। এই পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহকরা বিদ্যুৎ বন্ধের তথ্য এবং বিদ্যুৎ সেবা সংক্রান্ত যেকোনো অভিযোগ জানাতে পারেন। তারা অনলাইনে নতুন সংযোগের জন্য আবেদনও করতে পারেন। নেসকো হটলাইন নম্বর, সর্বাধিক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলি, বিদ্যুৎ আইন, প্রবিধান এবং শুদ্ধহার সম্পর্কিত তথ্যও সেখানে দেওয়া রয়েছে। মোট ৬টি মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং অনলাইন ব্যাংকের মাধ্যমে কীভাবে মিটার রিচার্জ করতে হয় সেই বিষয়ে গ্রাহকদের জন্য ভিডিও টিউটোরিয়াল এবং ম্যানুয়ালও এই পোর্টালে দেওয়া রয়েছে।



কেন্দ্রীয় গ্রাহক সেবা পোর্টাল

নেসকো ডাটা সেন্টার

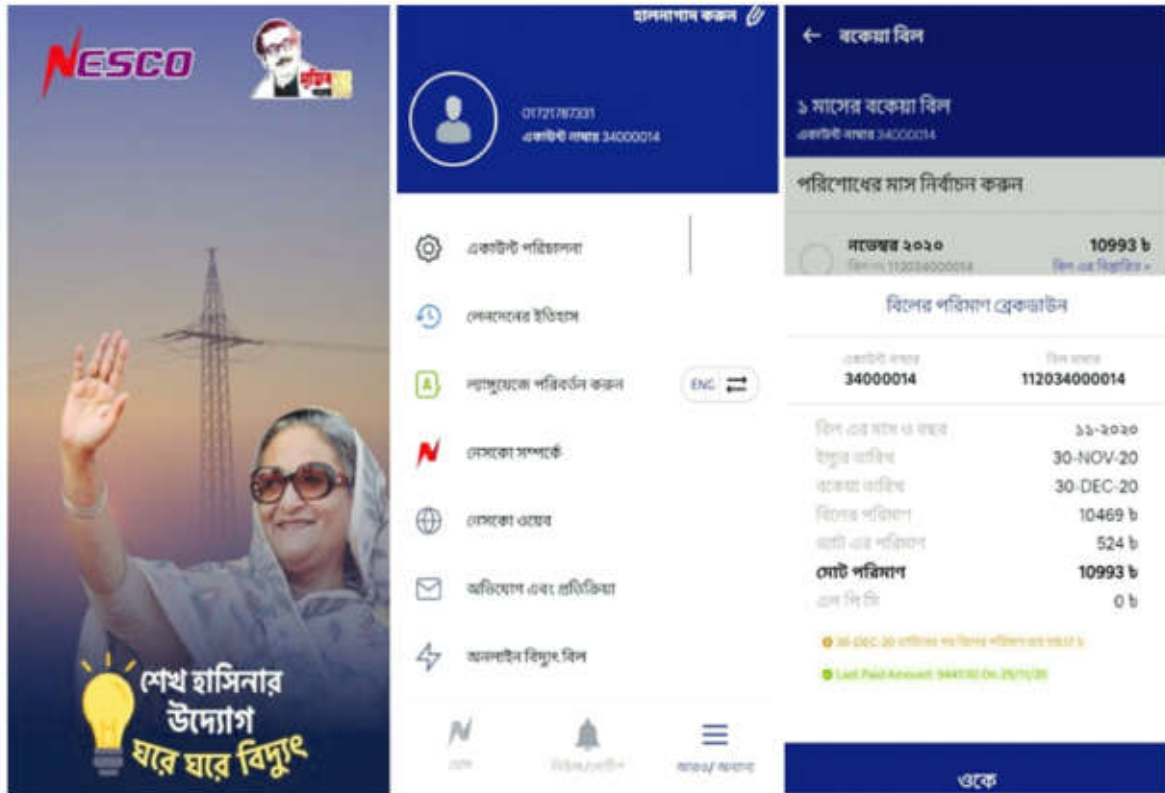
নেসকো লিমিটেড দেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলা শহর ও শহরাঞ্চলে প্রায় ১৭ লক্ষ গ্রাহককে নির্ভরযোগ্য ও শাস্রয়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ উত্তম গ্রাহক সেবা প্রদান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল গ্রাহক সেবা ডিজিটলাইজড করার অভিপ্রায়ে একটি নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য আইটি অবকাঠামো হিসেবে নেসকো ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। নেসকো ডাটা সেন্টার হতে পরিচালিত হয় পোস্ট পেইড বিল প্রসেসিং, স্মার্ট মিটারিং/এএমআই, জিআইএস, স্ক্যাডা, ইআরপি, অর্থ ও বাজেট, এইচআর সফটওয়্যার, স্টোর ও অন্যান্য সফটওয়্যার। ডাটা সেন্টারটিকে যেকোনো সাইবার হুমকি থেকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। ডাটা সেন্টারটির প্যাসিভ সিস্টেম (ইলেকট্রিক্যাল ও কুলিং) এমনভাবে তৈরি যা আগামী দশ বছরের জন্য এন্টিভ সিস্টেমের (সার্ভার ও ব্যাক) প্রয়োজনীয়তা মেটাবে।



নেসকো ডাটা সেন্টার এর শুভ উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি। উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এবং নেসকো লি. এর চেয়ারম্যান ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মু. মোহসিন চৌধুরী। তারিখ: ১১ জুন ২০২২

নেসকো মোবাইল অ্যাপ

নেসকো'র মোবাইল অ্যাপটির মাধ্যমে সম্মানিত গ্রাহকগণ তাদের বিদ্যুৎ বিল, বিদ্যুতের ব্যবহার, বিদ্যুৎ বন্ধের নোটিশ এবং আরো অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। পাশাপাশি তারা এমেস, ভিসা বা মাস্টার কার্ড একাউন্ট ব্যবহার করে তাদের বিল পরিশোধ করতে পারেন।



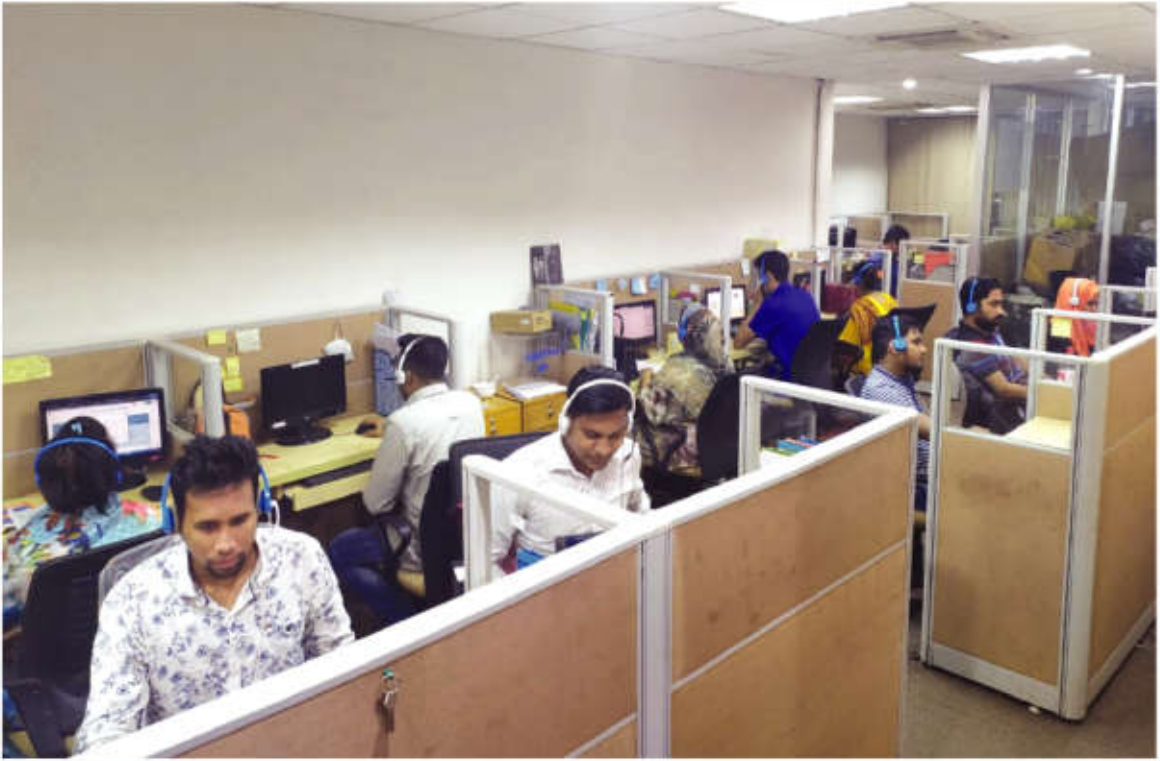
নেসকো মোবাইল অ্যাপ

ডিজিটাল সেবাসমূহ

বর্তমানে নেসকো লিমিটেড তার সম্মানিত গ্রাহকদের যে সকল ডিজিটাল সেবা প্রদান করছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো: অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বিল পেমেন্ট, নতুন সংযোগের জন্য অনলাইন আবেদন ও প্রক্রিয়াকরণ, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিল পেমেন্ট, নিজস্ব অনলাইন রিজুটমেন্ট সিস্টেম তৈরি, পোস্ট পেইড গ্রাহকদের জন্য মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েবে বিলের তথ্য প্রদান, অনলাইন স্টোর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, কেন্দ্রীয় অভিযোগ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ইত্যাদি। সফটওয়্যার আপডেইজেশন নেসকোর অন্যতম একটি প্রযুক্তিগত অর্জন। বর্তমানে দক্ষতার সাথে বিলিং সফটওয়্যার ও ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ করছেন নেসকোর দক্ষ কর্মীরা। নেসকোর কর্মচারীরা নিজেরাই সফটওয়্যার এবং ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ করার কারণে ম্যানেজমেন্টের চাহিদা মোতাবেক যাবতীয় রিপোর্ট তৈরি, ডেটা বিশ্লেষণ এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে ওঠেছে। এটি নেসকো লিমিটেড এর একটি অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অর্জন।

কেন্দ্রীয় কল সেন্টার

নেসকো লিমিটেড ১১ এপ্রিল ২০১৯-এ কল সেন্টার সেবা চালু করে। কল সেন্টারের নম্বর হলো ১৬৬০৩। এই নম্বরে ভোক্তারা অভিযোগ জানাতে পারেন এবং কল করে বিভিন্ন তথ্য পেতে পারেন, যা দিন রাত ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। অভিযোগ নিষ্পত্তির পর অভিযোগকারী সন্তোষজনকভাবে একটি এসএমএস পেয়ে থাকেন।



নেসকো কল সেন্টার

অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি সিস্টেম

বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০২০ সালের জুন মাসে ইউটিলিটিগুলির জন্য একটি সমন্বিত ওয়েবভিত্তিক কেন্দ্রীয় অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করে। একজন গ্রাহক এই পোর্টালের মাধ্যমে তার অভিযোগ জমা দিতে পারেন। অভিযোগটি যথাযথ ইউটিলিটি এবং অফিসে পাঠানো হয়। নেসকো এই পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি করে এবং গ্রাহকগণকে এই মাধ্যমে তাদের অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করে।

বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বিত ইআরপি (ERP)

ইআরপি হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা সফটওয়্যার এবং প্রযুক্তির সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলিকে সমন্বিতভাবে ব্যবস্থাপনা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্বে বিদ্যুৎ বিভাগ বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরঞ্জাম ও বিতরণে অবিদ্বাস্য অগ্রগতি সাধন করেছে। নেসকো বর্তমানে ইআরপির মাধ্যমে তার মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বেতন-ভাতা এবং প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নেসকো লিমিটেড এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

২০৪১ সালের মধ্যে নেসকোকে একটি ডিজিটাল, স্বচ্ছ, গ্রাহকবান্ধব ও মানসম্পন্ন কোম্পানিতে রূপান্তরের জন্য নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলো নেওয়া হচ্ছে:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা	মেয়াদকাল ও ব্যয়
০১	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে নেসকো'র আওতাধীন এলাকায় স্মার্ট প্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন প্রকল্প	সম্প্রতি একনেক সভায় অনুমোদিত	অনুমোদিত মেয়াদকাল: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫ অনুমোদিত ব্যয়: জিওবি: ৬১৭.৬৬ কোটি নেসকো: ৯৪.৯৭ কোটি মোট: ৭১২.৬৩ কোটি
০২	নেসকো এলাকায় Smart Distribution System বাস্তবায়ন	সম্প্রতি একনেক সভায় অনুমোদিত	অনুমোদিত মেয়াদকাল: ০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫ অনুমোদিত ব্যয়: জিওবি: ১৮০.৭৬ কোটি নেসকো: ৬০.৩২ কোটি মোট: ২৪১.০৮ কোটি
০৩	নেসকো এলাকায় নেটওয়ার্ক অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন	ডিপিপি প্রস্তুতকৃত	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল: ০১/০১/২০২৩ হতে ৩১/১২/২০২৫
০৪	Power Distribution System Strengthening Project in NESCO Area	ডিপিপি প্রস্তুতকৃত	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল: ৩১/০৭/২০২৩ হতে ৩০/০৬/২০২৬
০৫	Asset Performance Management System implementation in NESCO Area	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত	-
০৬	Underground Distribution System Implementation in NESCO Area	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত	-

বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য
(৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত):

(টাকার অংক কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ত্রুটিতে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	বিদ্যুৎ বিভাগ	০২	০.৩১	০২	০	০	০২	০.৩১
০২.	বিইপিআরসি	১০	১০.২৮	০১	১০	১০.২৮	০	০
০৩.	শ্রেডা	৩	২.৩৮	৩	২	১.৯৪	১	০.৪৪
০৪.	পাওয়ার সেল	১০	৪.৫৩	১০	২	০.৪৯	৮	৪.০৪
০৫.	বাবিউবো	২১৬৬	৩৩১১৭.০৮	৪৬৭	৬০৯	২৭৪০.৮৭	১৫৫৭	৩০৩৭৬.২১
০৬.	বাপবিবো	৭২২	৭২১৮৩.৭৮	৭২২	২৮২	৩৯১২১.৩৫	৪৪০	৩৩০৬২.৪৩
০৭.	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	০	০	০	০	০	০	০
০৮.	নওপাজেকো	৭	৩০০৭.৫৫	৭	৪	২৯৩৮.২৩	৩	৬৯.৩২
০৯.	এপিএসসিএল	২১	১১৬৩.৪২	১৫	০৬	০.৫৮	১৫	১১৬২.৮৪
১০.	ইজিসিবি	৩২	১৬৯৩.৬০	৩২	৫	২৮.৮৯	২৭	১৬৬৪.৭১
১১.	আরপিসিএল	০	০	০	০	০	০	০
১২.	বি-আর পাওয়ারজেন	০	০	০	০	০	০	০
১৩.	সিপিজিসিবিএল	০৩	১৪৮	০৩	০	০	০৩	১৪৮
১৪.	পিজিসিবি	৩২৭	৪৭৯৯.৯৮	১৭৩	৯৪	১৯১.৫৭	২৩৩	৪৬০৮.৪১
১৫.	ডিপিডিসি	৭৮২	৬৭৫৯.৯৬	১৪০	৮৯	১০৫৯.৯২	৬৯৩	৫৭০০.০৪
১৬.	ডেসকো	১৫৯	৬০০.৬৪	১৫৯	২০	৪১.৪২	১৩৯	৫৫৯.২২
১৭.	ওজোপাডিকো	২৩৮	৭১৪.২২	১৪৮	১১৬	২০৯.৬৩	১২২	৫০৪.৫৯
১৮.	নেসকো	৪০৮	৪৭৩.১৬	২০৭	১৯২	১৮১.৩৪	২১৬	২৯১.৮২
	সর্বমোট:	৪৮৯০	১২৪৬৭৮.৮৯	২০৮৯	১৪৩১	৪৬৫২৬.৫১	৩৪৫৯	৭৮১৫২.৩৮

মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত যেসব প্রতিষ্ঠান ২০২১-২২ অর্থবছরে
লাভ করেছে তাদের নাম ও লাভের পরিমাণ:

প্রতিষ্ঠানের নাম	লাভের পরিমাণ
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	১০৩.৭৭ কোটি টাকা (কর পরবর্তী প্রভিশনাল)
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো)	৩৪৯.১৩ কোটি টাকা কর পরবর্তী (অনিরীক্ষিত)
আগুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. (এপিএসসিএল)	২৭৮.৫৪ কোটি টাকা (অনিরীক্ষিত)
ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (ইজিসিবি)	৯৬.১০ কোটি টাকা (প্রভিশনাল ও অনিরীক্ষিত)
রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি. (আরপিসিএল)	২৫৬.০০ কোটি টাকা কর পরবর্তী (অনিরীক্ষিত)
বি-আর পাওয়ারজেন লি.	৬৫.৪৫ কোটি টাকা কর পরবর্তী (অনিরীক্ষিত)
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)	১০৫.৮৫ কোটি টাকা (প্রভিশনাল)
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি. (ডেসকো)	২৫ কোটি টাকা (প্রভিশনাল)
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ওজোপাডিকো)	১৮.০০ কোটি টাকা (প্রভিশনাল)
নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি. (নেসকো)	১৮.১০ কোটি টাকা (প্রভিশনাল ও অনিরীক্ষিত)

বিদ্যুৎ উৎপাদন



চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিদ্যুৎ উৎপাদন

জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ মূল চালিকা শক্তি। দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার সবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুখম উন্নয়নে মেয়াদভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে নিবিড়ভাবে তদারকির মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।



মধুমতি ১০০ মেগাওয়াট এইচএফও বিদ্যুৎ কেন্দ্র

২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা ২৫ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। তন্মধ্যে ঘ্রিডভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ২২,৪৮২ মেগাওয়াট, ক্যাপটিভ ২,৮০০ মেগাওয়াট ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি (অফগ্রিড) ৪১৮ মেগাওয়াট।

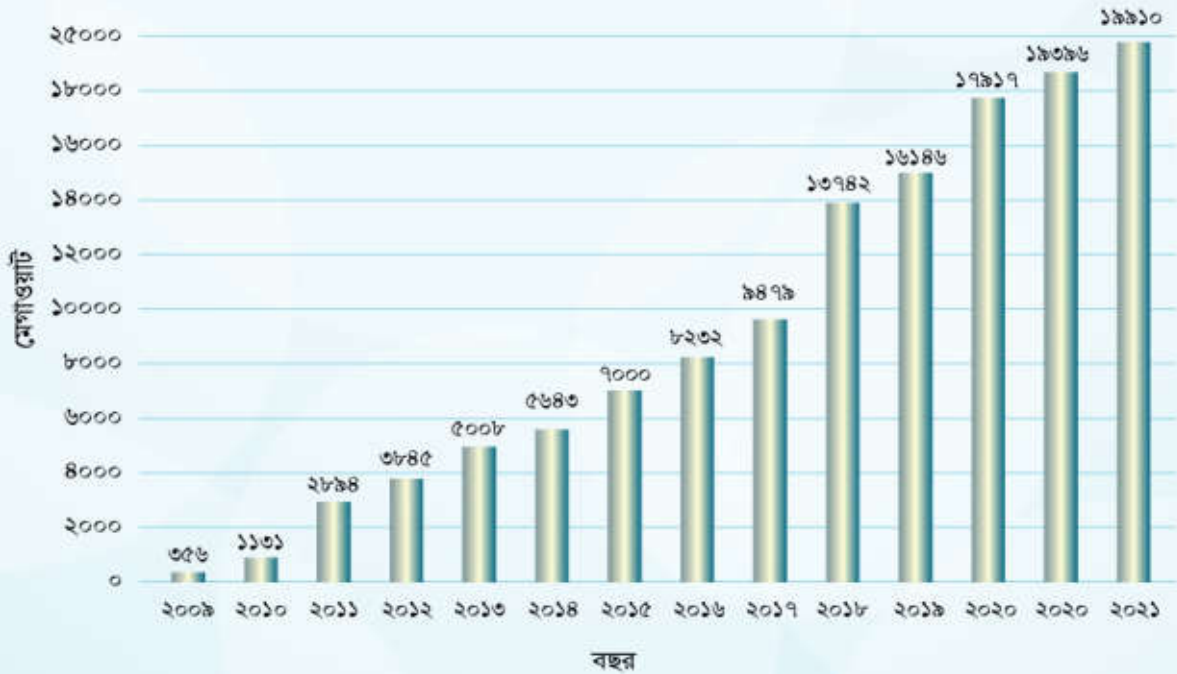
ক্রমিক	খাত	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
ক	গ্রিড	২২,৪৮২
খ	অফগ্রিড	
	ক্যাপটিভ	২,৮০০
	নবায়নযোগ্য জ্বালানি	৪১৮
		মোট : ২৫,৭০০

ঘ্রিডভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ২২,৪৮২ মেগাওয়াট; এর মধ্যে সরকারি খাতে ১০,১৩০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৯৪৮ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ১,২৪৪ মেগাওয়াট, বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক্রমিক	খাত	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	শতকরা
ক	সরকারি	১০,১৩০	৪৫%
খ	বেসরকারি	৯,৯৪৮	৪৪%
গ	যৌথ উদ্যোগ	১,২৪৪	৬%
ঘ	বিদ্যুৎ আমদানি	১,১৬০	৫%
মোট : ২২,৪৮২			১০০%

বর্তমানে আরও ১৩ হাজার ১০৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এর মধ্যে ৪ হাজার ৫৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরকারি খাতে, ৩ হাজার ৭৯৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র যৌথ উদ্যোগে এবং ৫ হাজার ২৫৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বেসরকারি খাতে নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া ২ হাজার ৫৭৭ মেগাওয়াটের ২২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন ও ৫৫০ মেগাওয়াটের ৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১২ হাজার ৯২৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার আরও ৩৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ সাল হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ১৯,৯১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৪৫টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। নিম্নে বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষমতা দেখানো হলো:

সাল (ক্যালেন্ডার)	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	মোট
বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ও.)	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	৬৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১১৩২	১১৮৭	৩৭৬৩	২৪০৪	১৭৭১	১৪৭৯	৫১৪	১৮৭৫০
বিদ্যুৎ আমদানি (মে.ও.)	০	০	০	০	৫০০	০	০	১০০	৬০	৫০০	০	০	০	০	১১৬০
মোট	৩৫৬	৭৭৫	১৭৬৩	৯৫১	১১৬৩	৬৩৫	১৩৫৭	১২৩২	১২৪৭	৪২৬৩	২৪০৪	১৭৭১	১৪৭৯	৫১৪	১৯৯১০



বছরভিত্তিক জাতীয় ছিডে বিদ্যুৎ সংযোজন (ক্রমপুঞ্জিত)

বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

সরকার ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ১৫৮টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে: যার মোট ক্ষমতা ৩০,৮৩৪ মেগাওয়াট। তন্মধ্যে রয়েছে সরকারি খাতে ৫৪টি, যৌথ উদ্যোগে ৫টি, ভাড়াভিত্তিক ২০টি এবং আইপিপি ৭৯টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ৩০ হাজার ৮৩৪ মেগাওয়াটের ১৫৮টি চুক্তি স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপ:

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	৫৪	১১,৪৮২
যৌথ উদ্যোগ	৫	৫,০৩৭
ভাড়াভিত্তিক	২০	১,৬৫৩
আইপিপি	৭৯	১২,৬৬২
মোট	১৫৮	৩০,৮৩৪

১৩ হাজার ১০৩ মেগাওয়াটের ৩৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প নির্মাণাধীন যার বিবরণ নিম্নরূপ:

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	১১	৪,০৫৫
যৌথ উদ্যোগ	৪	৩,৭৯৩
বেসরকারি	১৯	৫,২৫৫
মোট	৩৪	১৩,১০৩

২ হাজার ৫৭৭ মেগাওয়াটের ২২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন যার বিবরণ নিম্নরূপ:

খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	০	০
যৌথ উদ্যোগ	২	১৬৫
বেসরকারি	২০	২,৪১২
মোট	২২	২,৫৭৭

৫৫০ মেগাওয়াটের ৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যার বিবরণ নিম্নরূপ:

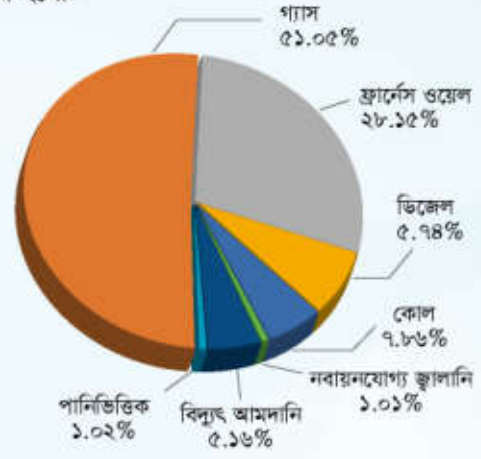
খাত	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
সরকারি	১	৪০০
যৌথ উদ্যোগ	০	০
বেসরকারি	৩	১৫০
মোট	৪	৫৫০

২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ, চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন ও দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিশিষ্ট -১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

জ্বালানি ও প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

জুন ২০২২ সালে জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (গ্রিড) ক্ষমতা নিম্নে দেখানো হলো:

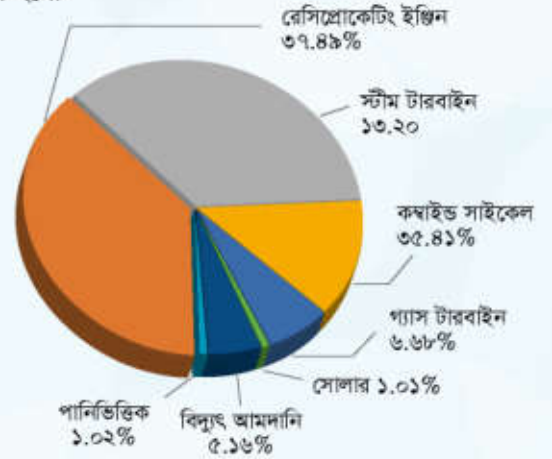
জ্বালানির ধরন	সংখ্যা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
হাইড্রো	১	২৩০
গ্যাস	৬৭	১১,৪৭৬
ফার্নেস অয়েল	৬৪	৬,৩২৯
ডিজেল	১০	১,২৯০
কয়লা	৩	১,৭৬৮
নবায়নযোগ্য জ্বালানি	৮	২২৯
বিদ্যুৎ আমদানি		১,১৬০
মোট	১৫৩	২২,৪৮২



জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রিড)
২২,৪৮২ মেগাওয়াট

জুন ২০২২ সালে প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন (গ্রিড) ক্ষমতা নিম্নে দেখানো হলো:

প্রযুক্তি	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)
গ্যাস টারবাইন	১,৫০২
রেসিপ্রোকটিং ইঞ্জিন	৮,৪৩০
স্টীম টারবাইন	২,৯৬৮
কন্ডাইভ সাইকেল	৭,৯৬৩
পানিভিত্তিক	২৩০
সোলার	২২৯
বিদ্যুৎ আমদানি	১,১৬০
মোট	২২,৪৮২



প্রযুক্তিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রিড)
২২,৪৮২ মেগাওয়াট

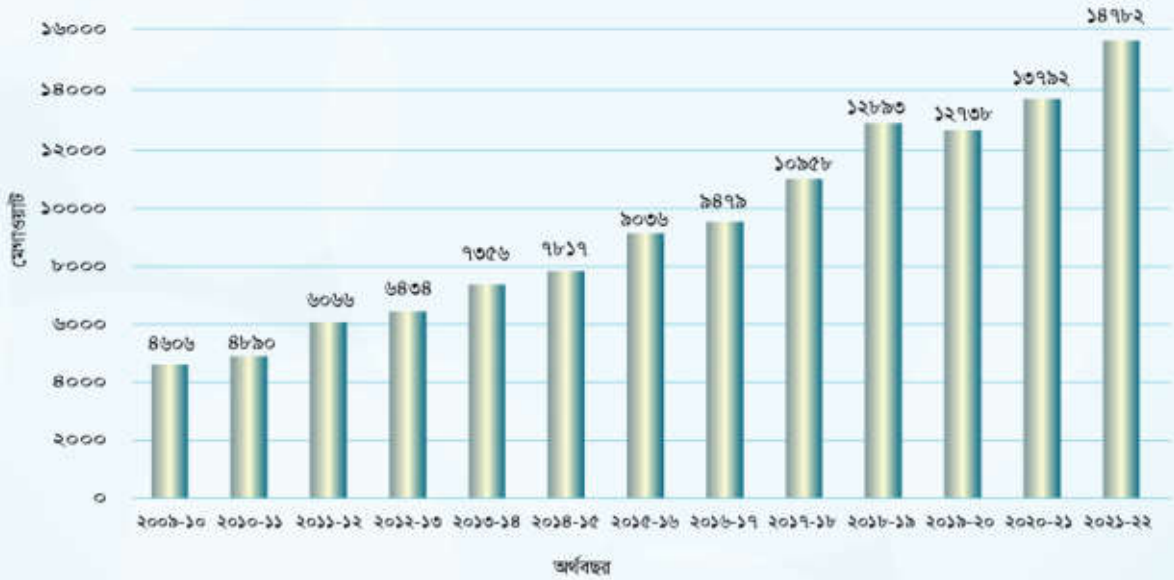
বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি খাতে ১০,১৪৬ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৪৮১ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ১,২৪৪ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২২,০৩১ মেগাওয়াট। ২০২১-২২ অর্থবছরে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ১০,১৩০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৯৪৮ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগ ১,২৪৪ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুৎ আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ ২২,৪৮২ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ২.০৫% উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪,৬০৬ মেগাওয়াট। যা ২০২১-২২ অর্থবছরে বেড়ে সর্বোচ্চ উৎপাদনের পরিমাণ ১৪,৭৮২ মেগাওয়াটে (১৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে) দাঁড়ায়। গ্রীষ্মকালে তীব্র গরম এবং সেচের কারণে প্রতিবছর বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং সে আলোকে উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো:

অর্থবছর	সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৯-১০	৪,৬০৬
২০১০-১১	৪,৮৯০
২০১১-১২	৬,০৬৬
২০১২-১৩	৬,৪৩৪
২০১৩-১৪	৭,৩৫৬
২০১৪-১৫	৭,৮১৭
২০১৫-১৬	৯,০৩৬
২০১৬-১৭	৯,৪৭৯
২০১৭-১৮	১০,৯৫৮
২০১৮-১৯	১২,৮৯৩
২০১৯-২০	১২,৭৩৮
২০২০-২১	১৩,৭৯২
২০২১-২২	১৪,৭৮২

বছরভিত্তিক সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র



বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানির ব্যবহার

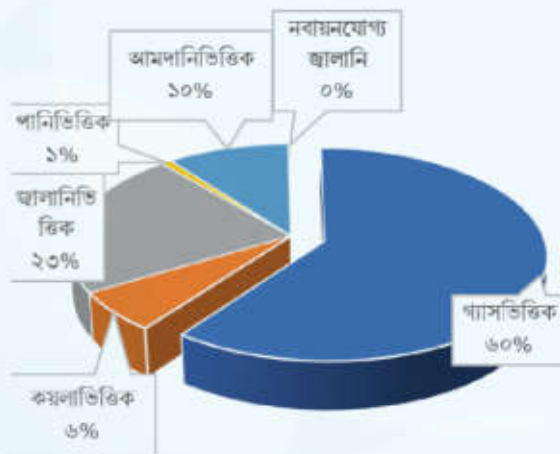
জ্বালানি নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের একক জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের প্রসার, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি প্রাপ্যতা এবং আন্তর্জাতিক বাজার দর বিবেচনা করে জ্বালানি বৈচিত্র্যতাকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে। বর্তমানে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৫৫.১১ শতাংশ গ্যাস হতে উৎপাদিত হচ্ছে, যা ২০০৯ সালে ছিল প্রায় ৮৯ শতাংশ। নিম্নের সারণিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি ব্যবহারের হার (%) দেখানো হলো:

অর্থবছর	মোট উৎপাদন (মি.কি.ও.ঘ.)	গ্যাস ভিত্তিক (%)	কয়লা ভিত্তিক (%)	তরল জ্বালানি ভিত্তিক (%)	পানি ভিত্তিক (%)	আমদানি ভিত্তিক (%)	নবায়নযোগ্য জ্বালানি (%)
২০০৮-০৯	২৬,৫৩৩	৮৮.৪৪	৪.০২	৫.৯৩	১.৬১	--	
২০০৯-১০	২৯,২৪৭	৮৯.২১	৩.৫৩	৪.৭৬	২.৫০	--	
২০১০-১১	৩১,৩৫৫	৮২.১২	২.৪৯	১২.৬১	২.৭৮	--	
২০১১-১২	৩৫,১১৮	৭৯.১৫	২.৫২	১৬.১৩	২.২১	--	
২০১২-১৩	৩৮,২২৯	৭৮.১২	৩.০২	১৬.৫১	২.৩৪	--	
২০১৩-১৪	৪২,১৯৫	৭২.৪২	২.৪৬	১৮.৩৫	১.৩৯	৫.৩৭	
২০১৪-১৫	৪৫,৮৩৬	৬৯.৪৪	২.০৫	১৯.৯০	১.২৩	৭.৩৭	
২০১৫-১৬	৫২,১৯৩	৬৮.৬৩	১.৬২	২০.৫৭	১.৮৪	৭.৩২	
২০১৬-১৭	৫৭,২৭৬	৬৬.৪৪	১.৭৬	২১.৯৬	১.৭১	৮.১৩	
২০১৭-১৮	৬২,৬৭৮	৬৩.৩১	২.৭০	২৪.৭২	১.৬৩	৭.৬৩	০.০১
২০১৮-১৯	৭০,৫৩৩	৬৮.৪৯	১.৭৪	১৯.০৭	১.০৩	৯.৬২	০.০৫
২০১৯-২০	৭১,৪১৯	৭১.৮০	৪.২০	১৩.৪০	১.২০	৯.৩০	০.১০
২০২০-২১	৮০,৪২৩	৬০.১৯	৬.২১	২২.৫১	০.৮১	১০.০৮	০.২০
২০২১-২২	৮৫,৬০৭	৫৫.০৬	৬.২৪	২৮.৪৪	০.৮৭	৯.০১	০.৩৮

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

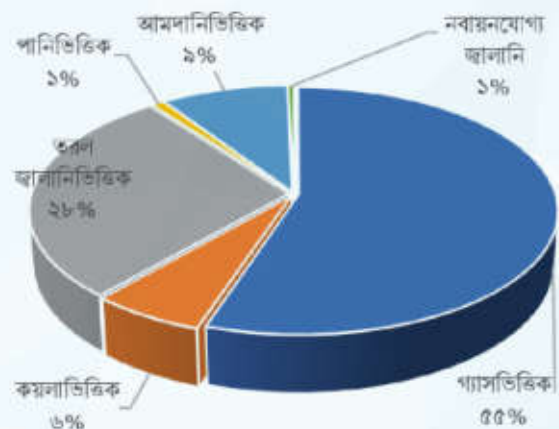
জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০২০-২১

বিদ্যুৎ উৎপাদন জ্বালানির ধরন অনুযায়ী



জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০২১-২২

বিদ্যুৎ উৎপাদন জ্বালানির ধরন অনুযায়ী



২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি এবং বেসরকারি খাতে মোট ৮০,৪২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা) নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে নিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫,৬০৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা হয়েছিল। অর্থাৎ ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৫,১৮৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা নিট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিকল্পনাধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক ৮,৪৬২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানি ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	হরিপুর ২৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি	২৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন ২০২৫	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০২	ঘোড়াশাল ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি	২২৫	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন ২০২৬	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৩	ময়মনসিংহ ৪০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৪০০	বি-আর পাওয়ার জেন	এলএনজি	জুন ২০২৬	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৪	সিদ্ধিরগঞ্জ ৬০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	জুন ২০২৭	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৫	গজারিয়া ৬০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	আরপিসিএল	এলএনজি	জুন ২০২৭	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৬	সোনাগাজী, ফেনী ৬০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	ইজিসিবি	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২৮	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
০৭	ভেড়ামারা ৬০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৫৫০	বিপিডিবি	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০৩০	প্রাথমিক কাজ চলছে
০৮	পায়রা ৩ X ১২০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম ও ২য় পর্যায়)	২৪০০	নওপাজেকো	এলএনজি	জুন ২০২৬	১ম পর্যায়ের Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।
০৯	মহেশখালি ৩ X ১২০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (১ম ও ২য় পর্যায়)	২৪০০	যৌথ উদ্যোগ	এলএনজি	জুন ২০২৭ জুন ২০২৮	GE এবং BPDB-এর মধ্যে ১১-০৭-২০১৮ তারিখে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
১০	৫০০-৬০০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (JV of CPGCBL & Mitsui & Co. Ltd, Japan)	৫৮৭	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	এলএনজি	জুন ২০২৮	প্রকল্পের Feasibility Study এবং ESIA Study এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে

মোট : ৮,৪৬২

নির্মাণাধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক নির্মাণাধীন ৪,৪৫৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নে উল্লেখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	অগ্রগতি
০১	আন্তগঞ্জ ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (পূর্ব) (এস টি ইউনিট)	১১৬	এপিএসসিএল	গ্যাস	অক্টোবর ২০২২	৯০%
০২	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (এস টি ইউনিট)	১৫৬	বিপিডিবি	গ্যাস	মার্চ ২০২৩	৯৭%

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	অগ্রগতি
০৩	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং	৪০৯	বিপিডিবি	গ্যাস	এপ্রিল ২০২৩	৯৫%
০৪	রূপসা ৮০০ (২*৪০০) মেগাওয়াট সিসিপিপি	৮৮০	এনডব্লিউপি জিসিএল	এলএনজি	১ম ইউনিটঃ অক্টোবর ২০২৩ ২য় ইউনিটঃ এপ্রিল ২০২৪	৫৩%
০৫	ময়মনসিংহ ৩৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল)	৪২০	আরপিপিএল	গ্যাস/ ডিজেল	জিটিঃ জুন ২০২৪ এসটিঃ ডিসেম্বর ২০২৪	৫%
০৬	মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি (সামিট)	৫৮৩	আইপিপি	এলএনজি	৩১ মার্চ ২০২৩	৬৩%
০৭	মেঘনাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ৫৮৪ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনিক)	৫৮৪	আইপিপি	এলএনজি	মার্চ ২০২৩	৫৮%
০৮	মেঘনাঘাট ৭১৮ মেগাওয়াট সিসিপিপি (রিলায়েন্স)	৭১৮	আইপিপি	এলএনজি	৩১ মার্চ ২০২৩	৫৫%
০৯	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৫৯০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনাইটেড)	৫৯০	আইপিপি	এলএনজি	২৮ জানুয়ারি ২০২৬	৪%
সর্বমোট : ৪,৪৫৬						

দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দরপত্র ও চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন গ্যাস/এলএনজি ভিত্তিক ২,২২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানি ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	রাউজান, চট্টগ্রাম ৪০০ ± ১০% মেগাওয়াট সিসিপিপি	৪০০	বিপিডিবি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৫	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
০২	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	আইপিপি	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৪	ক্রয় কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
০৩	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (আনলিমা)	৪৫০	আইপিপি	গ্যাস/ এলএনজি	জানুয়ারি ২০২৬	২৫/০৬/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৪	গজারিয়া ৬৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (EPH-WPL)	৬৬০	আইপিপি	এলএনজি	জানুয়ারি ২০২৬	০৯/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
০৫	মিরসরাই ৬৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (কনফিডেন্স)	৬৬০	আইপিপি	এলএনজি	জুন ২০২৭	১৬/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
সর্বমোট : ২,২২০						

পরিকল্পনাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহ

পরিকল্পনাধীন আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক ২,৫২০ মেগাওয়াট ক্ষমতা ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	১৩২০	বিপিডিবি	জুন ২০২৮	২য় ধাপের দরপত্র আহবানের জন্য অপেক্ষমাণ।
০২	মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	১২০০	সিপিজিসিবিএল	জুন ২০৩০	Feasibility Study চলছে।
সর্বমোটঃ ২,৫২০					

১.৬.১ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পায়রা, পটুয়াখালি ১,২০০-১,৩২০ মেগাওয়াটের ২টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ি ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল ১,২৩৪ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ৬১২x২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প, ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্পসহ সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট ৭,০৯১ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।



বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পরিবহন

নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৭,০৯১ মেগাওয়াট ক্ষমতার নিম্নে উল্লিখিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নির্মাণাধীন রয়েছে:

ক্রমিক নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	মালিকানা	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য সময়	অগ্রগতি
০১	বরিশাল ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩০৭	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২২	৯১%
০২	চট্টগ্রাম ২২৬১২ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	১২২৪	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিটঃ মার্চ ২০২৩	৯১%
০৩	মৈত্রী সুপার ধার্মাল ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২৩৪	বিআইএফ পিসিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিটঃ জুন ২০২৩	৮৬%
০৪	মাতারবাড়ি ১২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম পর্যায়)	১২০০	সিপিজিসিবিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিটঃ জুলাই ২০২৪	৬০%
০৫	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১২৪৭	আরএনপিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ মার্চ ২০২৪ ২য় ইউনিটঃ আগস্ট ২০২৪	৬০%
০৬	পায়রা, পটুয়াখালী ১২০০-১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	১২৪৪	বিসিপিএল	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিটঃ জুন ২০২৫ ২য় ইউনিটঃ ডিসেম্বর ২০২৫	২৩%
০৭	ঢাকা ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	৬৩৫	আইপিপি	আমদানিকৃত কয়লা	ডিসেম্বর ২০২৬	-

সর্বমোট : ৭,০৯১





মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন। তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিদ্যুৎ সঞ্চালন



ভেড়ামারা-বহরমপুর ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন

বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাত

দেশের বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাত সংস্কারের আওতায় কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে ১৯৯৬ সালের ২১শে নভেম্বর পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সারাদেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিজিসিবি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাই, অনুসন্ধান, গবেষণা, প্রকৌশল ডিজাইন প্রস্তুতের মাধ্যমে সঞ্চালন লাইন এবং গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেমের পরিবর্ধন করে যাচ্ছে। একইসঙ্গে, সঞ্চালন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র, লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার ও যোগাযোগ সুবিধাসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আন্তর্জাতিকীয় গ্রিড সংযোগ নির্মাণ ও পরিচালনা করাও এই কোম্পানীর লক্ষ্য। পিজিসিবি সারা দেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিড অর্থাৎ ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি এবং ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা সমূহের দ্বারা প্রাপ্ত পৌঁছে দিয়ে থাকে। পিজিসিবি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানের সর্বশেষ ভার্সন ISO ৯০০১:২০১৫ সনদধারী প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মান BS OHSAS ১৮০০১:২০০৭ অর্জন করেছে পিজিসিবি।

এক নজরে সঞ্চালন খাত (জুন ২০২২ পর্যন্ত)

- ◆ ৪০০ কেভি আন্তর্জাতিকীয় বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র : ১টি (২x৫০০ মেগাওয়াট HVDC Back to Back স্টেশন)
- ◆ মোট সঞ্চালন লাইন : ১৩,৮৮৯ সার্কিট কিলোমিটার
 - ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন : ১,৪৯৪ সার্কিট কিলোমিটার
 - ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন : ৪,০১৮ সার্কিট কিলোমিটার
 - ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন : ৮,৩৭৭ সার্কিট কিলোমিটার
- ◆ গ্রিড উপকেন্দ্রের মোট ক্ষমতা : ৫৬,৬৮২ এমভিএ
 - ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৬টি (৫,৮৫০ এমভিএ)
 - ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৩টি (১,৯৫০ এমভিএ)
 - ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ২৯টি (১৫,৭৭৫ এমভিএ)
 - ২৩০/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ০৫টি (১,৩৯০ এমভিএ)
 - ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র : ১৬৫টি (৩১,৭১৭ এমভিএ)

সঞ্চালন অবকাঠামোর সংস্থাস্বিত্তিক বিবরণ

সংস্থার নাম	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিলোমিটার)
পিজিসিবি	৪৭,০৯৫	১৩,৬৯৮
ডিপিডিসি	৪,০০০	১২২
ডেসকো	১,৯২০	৬০
বিউবো	৫৭২.৬	
এপিএসসিএল	১,০৬৬	
বান্ধ কনজিউমার	১,৫০৮	
বিআইএফসিএল	৫২০	
অন্যান্য	-	০৯
সর্বমোট	৫৬,৬৮২	১৩,৮৮৯

বিগত এক বছরে সঞ্চালন খাত (পিজিসিবি ও অন্যান্য সংস্থা সহ) এ নির্মিত নতুন অবকাঠামো সমূহ

800/230 কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০২টি (২,০৮০ এমভিএ)
800/132 কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১টি (৬৫০ এমভিএ)
230/132 কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১টি (৬০০ এমভিএ)
230/33 কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ০১টি (৪২০ এমভিএ)
132/33 কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র	: ১০টি (২,৫২৮ এমভিএ)
800 কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৫৪৪ সার্কিট কিলোমিটার
230 কেভি সঞ্চালন লাইন	: ৩৬০ সার্কিট কিলোমিটার
132 কেভি সঞ্চালন লাইন	: ১৪৯ সার্কিট কিলোমিটার

বছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার তথ্য ও উন্নয়নের চিত্র

অর্থ-বছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ)			800 কেভি HVDC স্টেশন		800/230 কেভি এবং 800/132 কেভি উপকেন্দ্র		230/132 কেভি এবং 230/33 কেভি উপকেন্দ্র		132/33 কেভি উপকেন্দ্র	
	800 কেভি	230 কেভি	132 কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০০৯-১০	-	২৬৪৭	৫৬৭০	-	-	-	-	১৩	৬৩০০	৭৫	৭৮৪৪
২০১০-১১	-	২৬৪৭	৬০১৮	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮১	৮৪৩৭
২০১১-১২	-	২৬৪৭	৬০৮০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮৩	৮৭৩৭
২০১২-১৩	-	৩০২১	৬০৮০	-	-	-	-	১৫	৬৯৭৫	৮৪	৯৭০৫
২০১৩-১৪	১৬৫	৩০৪৫	৬১২০	০১	৫০০	-	-	১৮	৮৭৭৫	৮৬	১০৭১৪
২০১৪-১৫	১৬৫	৩১৭১	৬৩৫৯	০১	৫০০	০১	৫২০	৯১	৯০৭৫	৮৯	১১৯৬৪
২০১৫-১৬	২২১	৩১৭১	৬৩৯৭	০১	৫০০	০১	৫২০	৯১	৯৩৭৫	৯০	১২৪২০
২০১৬-১৭	৫৬০	৩১৭১	৬৫০৪	০১	৫০০	০২	১৬৯০	৯১	৯৬৭৫	৯১	১৩৩৬৫
২০১৭-১৮	৫৬০	৩৩২৫	৬৭৯৬	০১	৫০০	০৩	২২১০	৯১	৯৬৭৫	৯১	১৫০৪৬
২০১৮-১৯	৬৯৮	৩৩৭২	৭৩২৯	০১	১০০০	০৫	৩৯০০	২৬	১৩১৩৫	১৩২	২২৬৪২
২০১৯-২০	৮৬১	৩৫০০	৭৭৫৮	০১	১০০০	০৬	৫০৭০	২৭	১৩৩৮৫	১৪৫	২৫৮৮৫
২০২০-২১	৯৫০	৩৬৫৮	৮২২৮	০১	১০০০	০৬	৫০৭০	৩১	১৬১৪৫	১৫৩	২৯১৮৯
২০২১-২২	১,৪৯৪	৪,০১৮	৮,৩৭৭	০১	১০০০	০৯	৭,৮০০	৩৪	১৭,১৬৫	১৬৫	৩১,৭১৭

সারণি: বছর ভিত্তিক বিদ্যুৎ সঞ্চালন খাতের অবকাঠামোর তথ্য



২০০৯ ও ২০২২ সালের জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের তুলনামূলক চিত্র।

বিগত এক বছরে পিজিসিবি'র উল্লেখযোগ্য অর্জন

এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে পিজিসিবি'র নতুন অবকাঠামো নির্মাণঃ

- ◆ নতুন সঞ্চালন লাইন : ১,০০৪ সার্কিট কিলোমিটার
- ◆ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি : ৪,৫৫৮ এমভিএ (১৫টি গ্রিড উপকেন্দ্র)

২.৪.২ বিগত এক বছরে পিজিসিবি'র নির্মিত উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো সমূহঃ

- ◆ পায়রা ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র ও পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন
- ◆ মংলা-খুলনা ২৩০ কেভি ও গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন
- ◆ রাজবাড়ি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র
- ◆ বিনাইদহ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র

পায়রা ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র ও পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনঃ

বিসিপিএল কর্তৃক পায়রা ১,৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম ও ২য় ইউনিটের কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে যা বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। উক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ পূর্ণমাত্রায় ইভাকুয়েশনের জন্য পায়রা ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র ও পায়রা-গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পদ্মা রিভার ক্রসিং টাওয়ার নির্মিত হলে এ বছরের শেষ নাগাদ পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিদ্যমান আমিনবাজার ও মেঘনাঘাট ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ঢাকার লোড সেন্টারসহ পার্শ্ববর্তী শিল্প কারখানায় ব্যবহার করা সম্ভব হবে। আলোচ্য সঞ্চালন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা সমূহ অর্জিত হয়েছেঃ

- উক্ত লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রথম আমদানীকৃত কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার ইন্ডাকুরেশন কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে যা দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক হিসাবে বিবেচিত।
- গোপালগঞ্জ সহ বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র হতে মানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।
- পায়রা ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের মাধ্যমে পায়রা ও আশেপাশের এলাকায় জাতীয় গ্রিড হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে পায়রা বন্দর ও কুরাকটা পর্যটন কেন্দ্রে নির্ভরযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে।
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।
- পটুয়াখালী জেলায় সংশ্লিষ্ট বিতরণ সংস্থার লাইন লস উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে।
- জাতীয় গ্রিড হতে পটুয়াখালী জেলার বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর কারণে পূর্বের মত তেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ চালু রাখার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে সরকারের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে এবং সমগ্র পটুয়াখালীতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মংলা-খুলনা ২৩০ কেভি ও গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনঃ

১৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাওয়ার ইন্ডাকুরেশনের জন্য পিজিসিবি কর্তৃক দুইটি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে মংলা-খুলনা ২৩০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন এবং গোপালগঞ্জ-মংলা ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত সঞ্চালন লাইন সমূহ নির্মাণের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা লাভ করা সম্ভব হচ্ছেঃ

- মংলা হতে ২৩০ কেভি সঞ্চালন সিস্টেমের মাধ্যমে খুলনা জেলায় জাতীয় গ্রিডের মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।
- জাতীয় গ্রিড হতে খুলনা জেলার বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর কারণে পূর্বের মত তেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহ চালু রাখার প্রয়োজন হচ্ছে না। ফলে সরকারের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে এবং খুলনায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- উক্ত সঞ্চালন লাইন দুটির মাধ্যমে পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ পূর্ণমাত্রায় ইন্ডাকুরেশন করা সম্ভব হচ্ছে।

রাজবাড়ি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র

রাজবাড়ি জেলায় ইতঃপূর্বে ফরিদপুর জেলা হতে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। ৩৩ কেভি লাইনের কারণে উক্ত এলাকায় লো-ভোল্টেজ সমস্যা ছিল। পাশাপাশি চাহিদা মত বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতার অভাব ছিল এবং বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিমাণ বেশি হত। বর্তমানে রাজবাড়িতে ১৩২ কেভি, ২১৫০/৭৫ এমভিএ গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলো স্থায়ীভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা হয়েছেঃ

- রাজবাড়ি জেলা প্রথমবারের মত ১৩২ কেভি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরাসরি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে সমগ্র জেলায় চাহিদা মোতাবেক নিরবচ্ছিন্ন ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে।
- এই অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে রাজবাড়ি জেলার বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি হয়েছে।
- এই এলাকার ৩৩ কেভি লেভেলে লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হয়েছে।
- এই লাইন নির্মাণের ফলে বিদ্যমান ৩৩ কেভি নেটওয়ার্কের সিস্টেম লসের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে যা সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগসমূহকে সহায়তা করছে।

ঝিনাইদহ ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রঃ

ঝিনাইদহ জেলায় ইতঃপূর্বে ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো যার ফলে উক্ত এলাকায় নির্ভরযোগ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর ছিল না। ফলে উক্ত এলাকায় তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রাখার এবং বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্রে ক্যাপাসিটর ব্যাংক ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো যা সিস্টেম লস সহ সিস্টেম ব্যয় বৃদ্ধি করত। বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলায় ২৩০/১৩২ কেভি, ২X৩০০ এমভিএ গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে উক্ত সমস্যাগুলো স্থায়ীভাবে নিরসন করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত অবকাঠামো বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধা হয়েছেঃ

- ❖ ঝিনাইদহ জেলা প্রথমবারের মত ২৩০ কেভি জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়েছে। ফলে ঝিনাইদহ ও আশেপাশের অন্যান্য জেলার চাহিদা মোতাবেক নির্ভরযোগ্য ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার পথ সুগম হয়েছে।
- ❖ প্রত্যেক বড় শহরকে ২৩০ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্কের আওতায় নেওয়ার যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
- ❖ ঝিনাইদহ এলাকার ব্যয় বহুল তেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা দূর হয়েছে।
- ❖ অত্র এলাকার ১৩২ কেভি ও ৩৩ কেভিতে লেভেলে লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধান হয়েছে।
- ❖ ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ঝিনাইদহ ও আশেপাশের জেলা সমূহের বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীসহ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরী হবে। যা সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত উদ্যোগ সমূহকে বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।
- ❖ এছাড়াও দেশের সামগ্রিক বিদ্যুৎ পরিস্থিতি উন্নয়নে উক্ত অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।



রহনপুর-মনাকয়া বর্ডার ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সম্বলন লাইন

আন্তর্জাতিকীয় গ্রিড সংযোগ ও বিদ্যুৎ আমদানিঃ

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বিদ্যুতের আন্তর্জাতিকীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন কাজ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পিজিসিবি ইতোমধ্যে ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত মোট দু'টি আন্তর্জাতিকীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপন করেছে। বর্তমানে ভারতের বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৪০০ কেভি সম্বলন লাইনের মাধ্যমে

এছাড়াও আদানি গ্রুপ ভারতের ঝাড়খণ্ডে ১,৬০০ মে.ও. (নেট ১,৪৯৬ মে.ও.) কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে যা সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হবে। গত ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে আলোচ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিষয়ে বিউবো ও আদানি গ্রুপের মধ্যে PPA এবং বাংলাদেশ সরকার, পিজিসিবি ও আদানি গ্রুপের মধ্যে IA স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমান অগ্রগতি অনুযায়ী আগামী ডিসেম্বর, ২০২২ নাগাদ ১৪৯৬ মে.ও. বিদ্যুৎ আমদানি করা হবে। উক্ত বিদ্যুৎ আমদানির জন্য বাংলাদেশ অংশের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) এবং জিওবি'র অর্থায়নে গৃহীত দু'টি প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।

ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি)

বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাত বিগত এক দশকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্প্রসারিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্য পূরণে নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন সম্বলন লাইন, গ্রিড উপকেন্দ্র এবং সরবরাহ অবকাঠামো। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ এর মালিকানাধীন ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি) সারাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সম্বলন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সমন্বয় সাধনের গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে। এনএলডিসিতে প্রধানত চারটি কাজ করা হয়ঃ

- ◆ জাতীয় গ্রিডের সার্বিক মনিটরিং, নির্দেশনা প্রদান ও লোড ডিসপ্যাচিং
- ◆ এলডিসি স্ক্যাডা সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ◆ এলডিসি কমিউনিকেশন সিস্টেম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ
- ◆ জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের প্রোটেকশন ও মিটারিং নিশ্চিতকরণ

আধুনিক Delta VPS এবং অপারেটর কনসোলের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ এনএলডিসি কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিকভাবে গ্রিড সিস্টেমে সংযুক্ত প্রায় সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের তাৎক্ষণিক উৎপাদন পরিস্থিতি মনিটর করেন। একইসাথে দেশের সকল ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি ক্ষমতা সম্পন্ন সম্বলন লাইন এবং সকল গ্রিড উপকেন্দ্রসহ যাবতীয় সম্বলন অবকাঠামো পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও এনএলডিসিতে হতে ২X৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ভেড়ামারা এইচভিডিসি ব্যাক টু ব্যাক উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের বহরমপুর হতে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ এবং কুমিল্লা দক্ষিণ উপকেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরা হতে আমদানিকৃত বিদ্যুতের চাহিদা প্রদান, সার্বক্ষণিক প্রবাহ মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।



জাতীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

বাংলাদেশের পাওয়ার সিস্টেমের স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে অটোমেটিক ফ্রিকোয়েন্সি কন্ট্রোলের প্রথম ধাপ (প্রাইমারি কন্ট্রোল) তথা গভর্নর কন্ট্রোলের মাধ্যমে Free Governor Mode of Operation (FGMO) এ প্রস্টসমূহ চালনা করার কোন বিকল্প নেই। বাবিউবো এবং পিজিসিবির যৌথ প্রচেষ্টা ও দিক নির্দেশনায় এখন পর্যন্ত ৩০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইমারি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে। বাবিউবো এবং পিজিসিবির এই যৌথ প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে যাতে সম্ভাব্য সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাইমারি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীল করে গ্রাহকদের মানসম্মত বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা যায়।

পিজিসিবির সকল উপকেন্দ্রকে নির্দিষ্ট কিছু কোয়ালিটি ফর্মে মাসিক অনেকগুলো রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হয় যা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং কিছুটা জটিলও বটে। এছাড়া এলডিসি দপ্তর হতে প্রাত্যহিক ম্যাক্সিমাম-মিনিমাম ভোল্টেজ রিপোর্ট, জোন টোটাল রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হয়। এসকল রিপোর্ট প্রস্তুতির লক্ষ্যে পূর্বে ম্যানুয়ালি আইপি ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন উপকেন্দ্র হতে তথ্য সংগ্রহ করা হত। যার ফলে রিপোর্ট প্রস্তুতিতে অনেক সময় অপচয় হত এবং রিপোর্টে ভুল থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ সকল কার্যাবলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার লক্ষ্যে এলডিসি সার্কেল হতে Operation Information System (OIS) নামক একটি ওয়েব বেজড এপ্লিকেশন (url.ois.pgcb.gov.bd) ডেভেলপ করা হয়েছে যা ব্যবহার করে উপকেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তারা প্রতিনিয়ত ডাটা এন্ট্রি করছেন এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ড ব্যয় করে Automated Report জেনারেট করছেন। অনুরূপভাবে, এলডিসির কর্মকর্তারাও অটোমেটেড রিপোর্ট জেনারেট করতে পারছেন। এর ফলে কর্মকর্তাদের বিপুল পরিমাণ সময় বেঁচে যাচ্ছে যা তারা গ্রিড সিস্টেমের অপারেশন এন্ড মেইনটেন্যান্স কাজে ব্যবহার করতে পারছেন। ফলে এলডিসি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে গ্রিড সিস্টেম আরও সুনিপুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও, OIS সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিতরণ সংস্থাগুলি তাদের প্রাত্যহিক Demand Forecast ডাটা এন্ট্রি করছে। এই Demand Forecast এর তথ্য ব্যবহার করে সিস্টেম ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা সহজতর হয়েছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের উপর স্থাপিত দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে দেশের অন্যতম বৃহত্তম অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে, যা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে এনএলডিসির SCADA System এ সংযুক্ত করেছে। ওভারহেড অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে স্থাপিত এ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তুলনামূলক বেশি নিরাপদ, দ্রুতগতির ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন। অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তির নির্ভরযোগ্য হটলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে এনএলডিসির নেটওয়ার্ক অপারেটর ও ফিল্ড অপারেটররা খুব সহজে যে কোন বিদ্যুৎ স্থাপনার সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত সংরক্ষণ কাজে সময় ও রাজস্ব ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়েছে। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, সশ্রেণী ও নিরাপদভাবে পরিচালনায় পিজিসিবি ও এর অধীন এনএলডিসি নিরলসভাবে কাজ করছে। বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং উপকেন্দ্র সমূহকে SCADA System এ ইন্টিগ্রেট করার জন্য SCADA এবং কমিউনিকেশন সার্কেল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নিজস্ব লোকবল দ্বারা ইন্টিগ্রেশন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সরবরাহ খাতে চলমান প্রকল্প সমূহঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)		সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
০১	৪০০/২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৫	৪৮৯০	৪০০ কেভি	৬৩.২০	ডিসেম্বর ২০২২
				২৩০ কেভি	১০৭.৯	
				১৩২ কেভি	৩১৯.৬	
০২	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সরবরাহ লাইন নির্মাণ প্রকল্প	১	১৫৬০	৪০০ কেভি	৩৫৮.৯৬	জুন ২০২৩
০৩	পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্টেইনদেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি	৪১	২৮৩৩৩	৪০০ কেভি	২০০	জুন ২০২৪
				২৩০ কেভি	৭৪৮.৮	
				১৩২ কেভি	১১০৫	
০৪	ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার গ্রিড স্টেইনদেনিং প্রজেক্ট	৩	৩৭৫০	৪০০ কেভি	৪৩৪	জুন ২০২৩
				২৩০ কেভি	৩৮	
				২৩০ কেভি	১৬৫.৯	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমডিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)		সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
০৫	এনার্জি ইফিসিয়েন্সি ইন গ্রিড বেইজড পাওয়ার সাপ্লাই	১৩	৩০০০	১৩২ কেভি	৬৪৭.২০	জুন ২০২২
০৬	পটুয়াখালী (পায়রা) - গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি সম্বলন লাইন এবং গোপালগঞ্জ ৪০০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	১	৯৭৫	৪০০ কেভি ১৩২ কেভি	৩২০ ৩৬	জুন ২০২২
০৭	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিলায়েবিলিটি এন্ড ইফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প	-	-	-	-	ডিসেম্বর ২০২৪
০৮	পূর্বাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্প	১৪	৯৭০২	৪০০ কেভি ২৩০ কেভি ১৩২ কেভি	২৬.৮২ ৬৬২.৯৪ ২১৭.৪	জুন ২০২৪
০৯	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের জন্য সম্বলন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি ২৩০ কেভি	১২১৮ ১২০	ডিসেম্বর ২০২৩
১০	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প	৪	৪,৩৫০	৪০০ কেভি ২৩০ কেভি ১৩২ কেভি	২০৮ ২৯৬ ৫৬	জুন ২০২৩
১১	আওগঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এআইএস উপকেন্দ্রকে ১৩২ কেভি নতুন জিআইএস উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প	১	৬০০	-	-	ডিসেম্বর ২০২২
১২	বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	৪০০ কেভি	৫২০	জুন ২০২৪
১৩	চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিদ্যুৎ সম্বলন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ	২	২১৬০	৪০০ কেভি ২৩০ কেভি	৫০.৩৭ ৩৯.৮০	জুন ২০২৪
১৪	বিদ্যমান গ্রিড উপকেন্দ্র ও সম্বলন লাইনের সংস্কার ও ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্প	১০ (ক্ষমতাবর্ধন) ১৭ (ক্যাপাসিটির ব্যাংক স্থাপন)	২১৮৯ ৬৩০ (এমডিএআর)	১৩২ কেভি	৪০২ (রিকভারিওরিং-সহ)	ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৫	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ সম্বলন ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত সক্ষমতা উন্নয়ন প্রকল্প	--	--	--	--	জুন ২০২৩

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)		সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
১৬	ঢাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড সম্বলন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রকল্প	১৫	৯১০০	৪০০ কেভি	৫২	জুন ২০২৪
				২৩০ কেভি	২৯৮	
				১৩২ কেভি	৪৯৮	
১৭	মদুনাঘাট-ভুলতা ৭৬৫ কেভি সম্বলন লাইন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	--	--	--	--	ডিসেম্বর ২০২৪

সম্বলন খাতে চলমান প্রকল্প সমূহঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)		সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
০১	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৩	৩৩৯০	২৩০ কেভি	৯১.৩৬	জুন ২০২২
				১৩২ কেভি	৩১৩.৫৬	
০২	পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প	৫	১৬৫০	২৩০ কেভি	১৬৭.০১	জুন ২০২২
				১৩২ কেভি	৪৪২.৮৩৭	
০৩	মাতারবাড়ী আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ারড পাওয়ার প্রকল্প (২) (পিজিসিবি অংশ: 'মাতারবাড়ী-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সম্বলন লাইন')	-	-	৪০০ কেভি	১৮৯.২	জুন ২০২২
০৪	ভারতের ঝাড়খন্ড হতে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ আমদানী করার লক্ষ্যে চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহনপুর থেকে মনাক্ষা সীমান্ত পর্যন্ত ৪০০ কেভি সম্বলন লাইন নির্মাণ	-	-	৪০০ কেভি	৫৯.৬৫	জুন ২০২২

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাধীন প্রকল্প সমূহঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	উপকেন্দ্রের সম্মিলিত ক্ষমতা (এমভিএ)	দৈর্ঘ্য (সার্কিট কি.মি.)		সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়
০১	চট্টগ্রাম বিভাগের দক্ষিণাঞ্চল এবং কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটির সম্বলন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	৪	১,৮২০	২৩০ কেভি	২২৭.৭৬	ডিসেম্বর ২০২৭
				১৩২ কেভি	১৩৬.২	
০২	মদুনাঘাট-মহেশখালী ৭৬৫ কেভি সম্বলন লাইন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	৭৬৫ কেভি	২১১.৪	জুন ২০২৮

বিদ্যুৎ বিতরণ



নারায়ণগঞ্জ পবিস-১ এর তারাবো জোনাল অফিসের আওতায় তারাবো-১, ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এবং নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো)। এই ছয়টি সংস্থা/কোম্পানি গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

বিতরণ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

সবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকল্পে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক একদিকে যেমন বিতরণ লাইনসহ প্রয়োজনীয় উপকেন্দ্র, অবকাঠামো নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, অপরদিকে উন্নত সেবা প্রদানে উপকেন্দ্র, লাইন ও অবকাঠামোর ক্ষমতাবর্ধন, থ্রি-পেইড/স্মার্ট থ্রি-পেইড মিটার স্থাপনসহ নানা ধরনের ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

গ্রাহক সংখ্যা

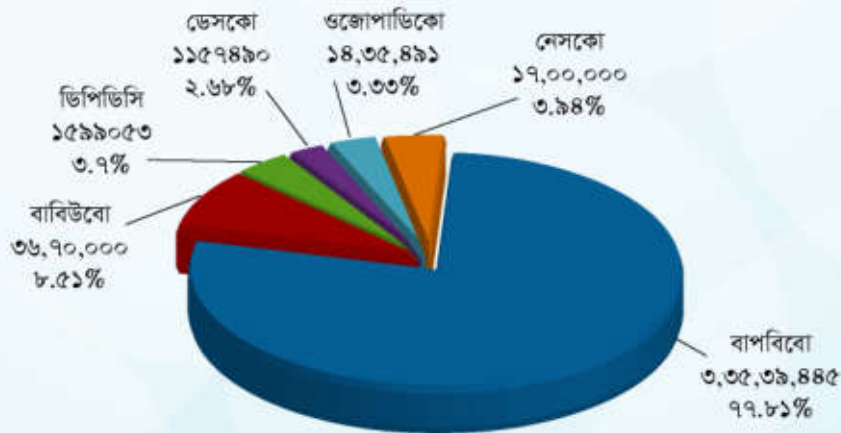
সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে তেরো বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিতরণ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৪ কোটি ৩১ লক্ষে দাঁড়িয়েছে।

সংস্থাভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা

বিগত এক বছরে প্রায় ২০ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎখাতে বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ৪ কোটি ৩১ লক্ষে দাঁড়িয়েছে; যার ৭৭.৮১ শতাংশ গ্রাহকই বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা।

সংস্থা/কোম্পানী ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা ও শতকরা হার

সংস্থার নাম	গ্রাহক সংখ্যা	শতকরা
পবিবো	৩,৩৫,৩৯,৪৪৫	৭৭.৮১%
বাবিউবো	৩৬,৭০,০০০	৮.৫১%
ডিপিডিসি	১৫,৯৯,০৫৩	৩.৭০%
ডেসকো	১১,৫৭,৪৯০	২.৬৮%
ওজোপাডিকো	১৪,৩৫,৪৯১	৩.৩৩%
নেসকো	১৭,০০,০০০	৩.৯৪%
মোট	৪,৩১,০১,৪৭৯	১০০%



সংস্থাওয়ারি গ্রাহক সংখ্যা জুন ২০২২

বিতরণ লাইন

বর্তমানে ছয়টি বিতরণ সংস্থার আওতায় মোট বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইনের পরিমাণ ৬ লক্ষ ২৭ হাজার কিলোমিটার। ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইনের পরিমাণ ১৬ হাজার ৫৮৭ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে সংস্থাভিত্তিক ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বিতরণ লাইনের তুলনামূলক চিত্র ছকে দেখানো হলো:

সংস্থা/কোম্পানী ভিত্তিক বিতরণ লাইনের পরিমাণ

সংস্থার নাম	বিদ্যুতায়িত বিতরণ লাইন (কিলোমিটার), জুন ২০২২	
	২০২০-২১	২০২১-২২
বাপবিবো	৫,৩০,৯০৮	৫,৩৩,৩২৯
বাবিউবো	৩৫,৫৬৫	৪৭,৫৪৫
ডিপিডিসি	৫,৮১০	৫,৯১৯
ডেসকো	৫,৩৫৬	৫,৪৮২
ওজোপাডিকো	১২,১৪০	১২,৪৬৯
নেসকো	২২,৫৩১	২৪,১৫৩
মোট	৬,১২,৩১০	৬,২৮,৮৯৭



পল্লী বিদ্যুতের হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করছে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মীরা

বিতরণ উপকেন্দ্র

সরকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরাতন ওভারলোডেড সাব-স্টেশন/উপকেন্দ্র এর ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থাপন করছে। এতে করে মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানের পাশাপাশি সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

সিস্টেম লস

উৎপাদিত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের নিকট পৌঁছাতে সঞ্চালন ও বিতরণ পর্যায়ে সিস্টেম লস হয়ে থাকে। বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নানা কার্যক্রম গ্রহণসহ বাৎসরিক লক্ষ্যনামাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা নিয়মিত তদারকি করা হয়; ফলে বিদ্যুতের সামগ্রিক সিস্টেম লস ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৬.৮৫% হতে ৬.৪৪% হ্রাস পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১০.৪১% হয়েছে।

নিম্নে ২০০৮-০৯ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩	১২.০৩%	১৪.৩৬%
২০১৩-১৪	১১.৯৬%	১৪.১৩%
২০১৪-১৫	১১.৩৬%	১৩.৫৫%
২০১৫-১৬	১০.৯৬%	১৩.১০%
২০১৬-১৭	৯.৯৮%	১২.১৯%
২০১৭-১৮	৯.৬০%	১১.৮৭%
২০১৮-১৯	৯.৩৫%	১১.৯৬%
২০১৯-২০	৮.৭৩%	১১.২৩%
২০২০-২১	৮.৪৮%	১১.১১%
২০২১-২২	৭.৭৪%	১০.৪১%

অর্থবছরভিত্তিক সিস্টেম লস

২০০৮-০৯ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান
নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:



অর্থবছরভিত্তিক সামগ্রিক সিস্টেম লস

সংস্থান্তিতিক বিতরণ লস

বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সামগ্রিক বিতরণ লসের লক্ষ্যমাত্রা ৮.৯০% এর বিপরীতে জুন ২২ পর্যন্ত অর্জিত বিতরণ লসের অর্জন ৭.৭৪%। নিম্নের টেবিলে সংস্থা/কোম্পানিভিত্তিক সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক ও মোট বিতরণ লসের অর্জন দেখানো হল:

সংস্থার নাম	সিস্টেম লসের লক্ষ্যমাত্রা	সিস্টেম লস (%)
বাবিউবো	৮.৯৫	৮.১০
বাপবিবো	৯.৬৫	৯.০০
ডিপিডিসি	৭.১৫	৬.১৩
ডেসকো	৬.৪৮	৫.৬২
ওজোপাডিকো	৮.৫০	৭.৪৪
নেসকো	১০.৫০	৯.৯২
সামগ্রিক বিতরণ লস	৮.৯০	৭.৭৪

বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

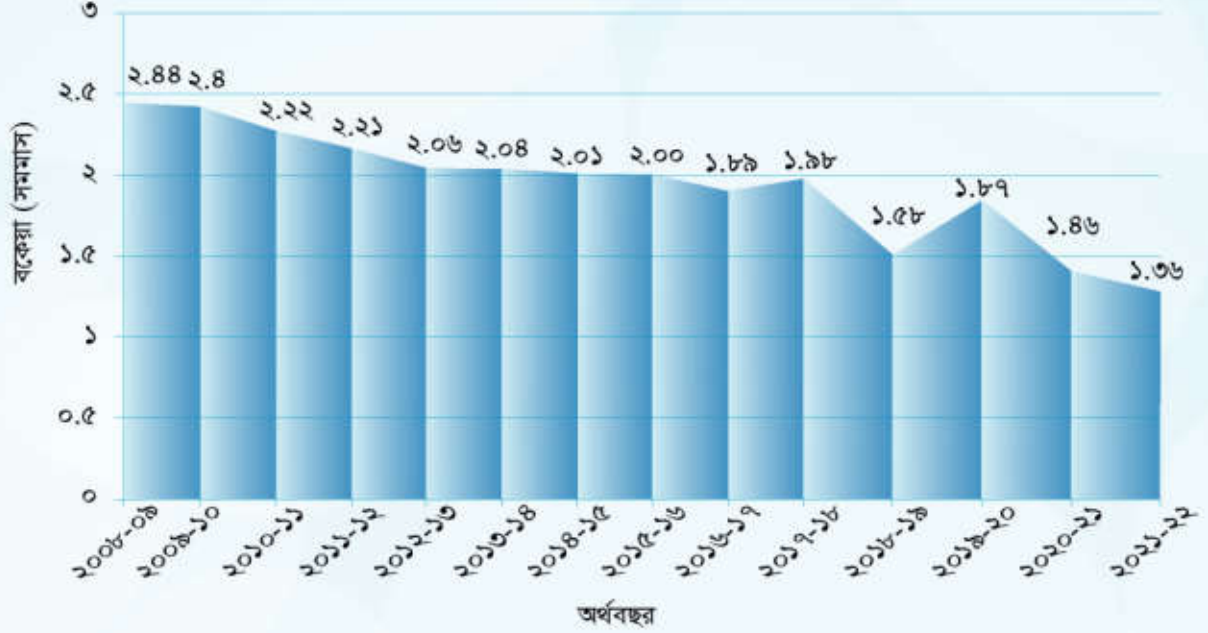
বিদ্যুৎখাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎের বকেয়া ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে। তবে তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস পেয়েছে।

নিম্নে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়ার সমমাস পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

অর্থবছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭	১.৮৯
২০১৭-১৮	১.৯৮
২০১৮-১৯	১.৫৮
২০১৯-২০	১.৮৭
২০২০-২১	১.৪৬
২০২১-২২	১.৩৬

অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া (সমমাস)

২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান
নিম্নে দেখানো হলো:



অর্থবছরভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া (সমমাস)

সংস্থাভিত্তিক বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

২০২১-২২ অর্থবছরে বিতরণ খাতের সমন্বিত বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া ১.৩৬ সমমাসে হ্রাস করা সক্ষম হয়েছে। বিদ্যুতের সংস্থা/কোম্পানিভিত্তিক বকেয়ার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সংস্থা/কোম্পানির বকেয়ার অর্জন নিম্নে দেওয়া হল:

সংস্থার নাম	বকেয়ার লক্ষ্যমাত্রা (সমমাস)	বকেয়া (সমমাস)
বাবিউবো	২.৫০	১.৮৪
বাপবিবো	১.২০	১.০০
ডিপিডিসি	১.৮৫	১.৮৯
ডেসকো	১.৮০	১.৫১
ওজোপাডিকো	২.৩০	১.৮৮
নেসকো	৩.০০	২.৫৬
মোট বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া	১.৯৩	১.৩৬

২০২১-২২ অর্থবছরে বিতরণ খাতের বকেয়া (সমমাস)

নবায়নযোগ্য জ্বালানি, জ্বালানি দক্ষতা ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়



কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়ায় স্থাপিত উইন্ড মিল

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণে বিদ্যুতের ভূমিকা অপরিসীম। দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে দেশের অন্যতম নিজস্ব জ্বালানি উৎস 'প্রাকৃতিক গ্যাস' এর মজুদ। অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদ সারা বিশ্বে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার অব্যাহত রয়েছে। ফলে বিশ্বে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারে স্ট্র কার্বন তথা GHG নির্গমন অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এ ধরনের সমস্যা হ্রাসকল্পে বর্তমান সরকার এসডিজি ২০৩০ এর ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। এছাড়া সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানীকৃত কয়লা, তেল ও পারমাণবিক শক্তিকে জ্বালানি উৎস হিসেবে ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একইসাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ও প্রসার, জ্বালানি সংরক্ষণ ও এর দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় রোধকল্পে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত ২০১২ সালের ৪৮ নং আইনের মাধ্যমে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) গঠিত হয়। নবায়নযোগ্য জ্বালানির নোডাল এজেন্সি হিসেবে 'শ্রেডা' নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিভিন্ন উৎস সমূহের সম্ভাব্যতা নিরূপণ করে নানাবিধ প্রযুক্তিবান্ধব পলিসি/নির্দেশিকা প্রণয়নের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণকে অধিকতর উৎসাহিত করণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান অবস্থা

সরকার কর্তৃক নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৮৯৩.৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।



১০০ মেগাওয়াট (এসি) ছিড টাইড সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বড় দুর্গাপুর, মোংলা, বাগেরহাট

সারণী-১ নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস ভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াটে)

ধরুষ্টি	অফ-খিড (মে.ও.)	অন-খিড (মে.ও.)	মোট (মে.ও.)
সৌর	৩৫৪.৩৩	৩০৫.৪৪	৬৫৯.৭৭
বায়ু	২	০.৯	২.৯
জল বিদ্যুৎ	০	২৩০	২৩০
বারোমাস/বারোগ্যাস টু ইলেকট্রিসিটি	১.০৯	০	১.০৯
মোট	৩৫৭.৪২	৫৩৬.৩৪	৮৯৩.৭৬

নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে গৃহিত কার্যক্রম

নেট মিটারিং কার্যক্রম

রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপনকে উৎসাহিত করতে সরকার 'নেট মিটারিং গাইডলাইন-২০১৮' প্রণয়ন করেছে এবং ইতোমধ্যে উক্ত গাইডলাইনের প্রথম সংশোধনী প্রকাশিত হয়েছে। সকল সরকারি/বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প-কারখানার ছাদে নেট মিটারিং পদ্ধতিতে সোলার রুফটপ স্থাপন করা গেলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ জাতীয় খিডে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে সারাদেশে ১৬১৯টি নেট মিটারিং সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে, যার মোট ক্যাপাসিটি ৪২.৭২ মেগাওয়াট। নেট মিটারিং গাইডলাইন অনুসরণে রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রমকে গতিশীল করতে শ্রেডা কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যথা :

- বিতরণ ইউটিলিটির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশে নেট মিটারিং বিষয়ে কারিগরি জনবল প্রস্তুতের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ToT প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিভাগীয় শহরগুলোতে নেট মিটারিং বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন;
- নেট মিটারিং কার্যক্রম প্রসারে BGMEA, BKMEA, BEZA সহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষর;
- প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি;
- নেট মিটারিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন সহজীকরণে অনলাইন নেট মিটারিং ক্যালকুলেটর চালুকরণ;
- শিল্প ও বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ গ্রাহক শ্রেণিকে নেট মিটারিং বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার জন্য বিস্তারিত কেস স্টাডিসহ Flyer প্রস্তুতকরণ।

সোলার পার্ক স্থাপন

সারাদেশে এখন পর্যন্ত ৮টি সোলার পার্ক স্থাপন করা হয়েছে যার মোট সক্ষমতা ২৩১ মেগাওয়াট। এছাড়াও সরকার আরো সোলার পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১,১৪৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৬টি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে।

সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন

দুর্গম এলাকাসহ গ্রামীণ জনপদে সোলার হোম সিস্টেমের (SHS) ব্যবহারে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইতঃপূর্বে দেশের খিড বর্হিভূত গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় ইউকলসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতোমধ্যে ৬ মিলিয়নের অধিক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যার মোট ক্ষমতা ২৬২.৭৫ মেগাওয়াট। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ কেরোসিনের সাশ্রয় হচ্ছে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাচ্ছে। তাছাড়া কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন কাজে প্রায় ৮০,০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত।

সোলার ইরিগেশন পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকা ২০২০ প্রণয়ন

পরিবেশ দূষণ রোধ ও কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য ডিজেল চালিত পাম্পসমূহ সৌর সেচ পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপন করা সরকারের লক্ষ্য রয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে সারাদেশে ২৫৭০টি সৌর সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যার সম্মিলিত ক্যাপাসিটি ৪৯.১৬ মেগাওয়াট। কিন্তু এই সিস্টেমগুলো বছরের অর্ধেকের বেশি সময় অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে। সৌর সেচ পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে সিস্টেমসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে গত ২৬ জুলাই ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক 'সোলার ইরিগেশন পাম্পের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নির্দেশিকা ২০২০' প্রণয়ন করা হয়। সোলার ইরিগেশন সিস্টেম থেকে ইরিগেশন কাজে ব্যবহারের অতিরিক্ত বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এবং সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উক্ত নির্দেশিকা ভূমিকা রাখবে। এই নির্দেশিকার আলোকে বিআরইবি কর্তৃক মোট ১৫০টি গ্রিড ইন্টিগ্রেটেড সোলার পাম্প সিস্টেম স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে, যার সম্মিলিত ক্যাপাসিটি ১.১৫৯ মেগাওয়াট।

ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ এর সম্ভাব্যতা নিরূপণ

বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে বৃহৎ পরিসরে সোলার পার্ক স্থাপনের মতো পর্যাপ্ত অকৃষি, অনাবাদী, পতিত জমি পাওয়া কঠিন। এ সমস্যা সমাধানে নদীমাতৃক বাংলাদেশে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি হলো ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম (Floating Solar PV)। এই পদ্ধতিতে সোলার প্যানেল, ইনভার্টার ইত্যাদি যন্ত্রাংশ একটি ভাসমান প্ল্যাটফর্মের উপর স্থাপন করা হয়। এতে করে একদিকে যেমন জলাশয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া হ্রাস করে জলাশয়ের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে সোলার প্যানেলের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, ছায়াবিহীন ও ধূলা-বালি কম হওয়ায় সোলার প্যানেলের কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। শ্রেভার তত্ত্বাবধানে ADB এর সহায়তায় দেশের ৪টি জলাশয়ে ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। এর মধ্যে কাগুই, রাঙ্গামাটিতে; মহামায়া, মীরসরাই, চট্টগ্রামে; জয়দিয়া, ঝিনাইদহে এবং বুকভরা, যশোরে ভাসমান সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনের উপযোগিতা রয়েছে। এছাড়া দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানির দুটি পরিত্যক্ত পিট লেকে ভাসমান সৌর সিস্টেম স্থাপনের সম্ভাব্যতা নিরূপণের কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে সেখানে অন্ততঃ ৪০ মেগাওয়াট পিক সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন করার সুযোগ রয়েছে।

সোলার মিনিগ্রিড

দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করতে সারাদেশে এখন পর্যন্ত ২৮টি সোলার মিনিগ্রিড স্থাপন করা হয়েছে যার সম্মিলিত ক্ষমতা ৫.৮০৫ মেগাওয়াট। সবার জন্য একই মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সরকার সোলার মিনিগ্রিডসমূহে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার মাধ্যমে ক্রয় করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কর্তৃক সোলার মিনি গ্রিডে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য বৌদ্ধিক ট্যারিফ নির্ধারণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও শ্রেভা কাজ করছে।

সোলার হেল্প ডেস্ক স্থাপন

জাতীয় পর্যায়ে সকল বিদ্যুৎ গ্রাহক এবং ইউটিলিটি কর্মকর্তাদের সোলার সম্পর্কিত সকল তথ্যের জন্য টেকসই এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি কর্তৃপক্ষ (শ্রেভা) 'National Solar Help Desk' স্থাপন করেছে। সৌর প্রকল্প সংক্রান্ত পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা এর প্রধান উদ্দেশ্য। সোলার প্রজেক্টের স্থান নির্বাচন, প্রজেক্ট সম্পর্কিত যন্ত্রাংশ নির্বাচন, প্রজেক্টের আনুমানিক খরচসহ সকল তথ্য এই হেল্প ডেস্ক এ পাওয়া যাবে। ২ জন হেল্প ডেস্ক কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ডাটাবেইজ

দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য শ্রেভা জাতীয় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ডাটাবেজ প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করেছে যার ঠিকানা: www.renewableenergy.gov.bd। বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা যারা নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত তারা এ ডাটাবেইজে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ডাটা প্রদান করে থাকেন। যার আউটপুট হিসেবে বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির মোট উৎপাদন, টেকনোলজিভিত্তিক, বছরভিত্তিক, অবস্থানভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।

বায়ু বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যক্রম

উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের ১৩টি স্থানের বায়ু প্রবাহের তথ্য উপাত্ত (ডাটা) সংগ্রহ করা হয়েছে। শ্রেডার উদ্যোগে ৫টি উপকূলীয় এলাকায় সাইট স্পেসিফিক তথ্য আহরণ শুরু করা হয়েছে যার মাধ্যমে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে এলাকা নির্দিষ্টকরণ ও দরপত্র আহবান সহজতর হবে। এছাড়াও এযাবত যতগুলো স্থানের বায়ুর তথ্য আহরণ করা হয়েছে তার তথ্যাদি শ্রেডার ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। কক্সবাজারে বেসরকারি খাতে দেশের প্রথম বৃহদাকার বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এ প্রকল্পের ক্ষমতা ৬০ + ১০% মেগাওয়াট। এছাড়াও বাগেরহাটের মংলায় আরও ১টি ৫৫ মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য Lol জারি করা হয়েছে।

বায়োগ্যাস/বায়োমাস/বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যক্রম

বায়োগ্যাস/বায়োমাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে শ্রেডার উদ্যোগে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে বায়োমাস/বায়োগ্যাস, ডেইরি ও পোল্ট্রি বর্জ্য, মিউনিসিপালিটি বর্জ্য, কসাইখানার বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। ইতোমধ্যে শ্রেডা কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে "Biogas Technology for Energy" বিষয়ক একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে যা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। শ্রেডার তত্ত্বাবধানে শ্রেপজেন প্রকল্পের আওতায় "Comprehensive assessment of biomass fuels for power generation" বিষয়ক একটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া দেশের ৬টি মিউনিসিপ্যালিটি-তে Waste to Energy বিষয়ক সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। সম্ভাব্য জায়গাগুলো হলো ময়মনসিংহ, কক্সবাজার, সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর এবং যশোর। বর্ণিত স্টাডি রিপোর্টগুলো শ্রেডার ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ঢাকার আমিন বাজারে বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে যার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪২.৫ মেগাওয়াট।

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ

২০২১-২২ অর্থবছরে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

আইন, বিধি ও নীতিমালা সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ❖ 'জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬' সংশোধনের কার্যক্রম চলছে;
- ❖ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও গ্রিন ইনভেস্টিমেন্টে ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য গ্রিন বন্ড এন্ড ট্যাক্সোনমি প্রণয়নে সহযোগিতা;
- ❖ বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ❖ 'জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা ২০১৮' সংশোধনের কার্যক্রম চলছে; এবং
- ❖ 'যন্ত্রপাতির জ্বালানি দক্ষতার লেবেলিং প্রবিধানমালা ২০২২' এর পরিমার্জিত খসড়া চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া চলমান।

জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম

- ❖ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট ৪টি সরকারি শিল্প কলকারখানায় জ্বালানি নিরীক্ষা পরিচালনা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন Eastern Refinery Ltd. এ জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা;
- ❖ Energy Efficiency & Conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চালু;
- ❖ ৩ টি শিল্পকারখানায় জ্বালানি দক্ষ পণ্য ক্রয়ে ঋণ প্রদান;
- ❖ কম্পেন্সার এর Energy Management Guideline প্রণয়ন;
- ❖ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ❖ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিকিরণ নামক উদ্ভাবন প্রতিযোগিতা আয়োজন;

- ◆ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ খাতে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে clean cooking বিষয়ে পোস্টার ডিজাইন প্রতিযোগিতা আয়োজন;
- ◆ জ্বালানি নিরীক্ষক সনদ পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- ◆ ২য় জ্বালানি নিরীক্ষক সনদ পরীক্ষা-২০২২ আয়োজন;
- ◆ বার্ষিক National Energy Balance বুকলেট প্রকাশ;
- ◆ National Energy Efficiency and Conservation Awareness Raising Campaign এর আওতায় জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- ◆ BGMEA ও BEZA এর সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত;
- ◆ অধিক জ্বালানি ব্যবহারকারী গ্রাহক শ্রেণিকে 'ডেজিগনেটেড কঙ্কুমার' হিসাবে ঘোষণার জন্য তালিকা প্রণয়ন;
- ◆ ৪টি 'ডেজিগনেটেড কঙ্কুমার' ঘোষিত প্রতিষ্ঠানে জ্বালানি নিরীক্ষা সম্পাদন;
- ◆ জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন; এবং
- ◆ 'Study on Energy Efficiency in Public Buildings in Bangladesh (EEPB)' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন।



বাংলাদেশ সফররত International Renewable Agency (IRENA) -র মহাপরিচালক বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাৎ করেন। তারিখ : ২৫ মার্চ ২০২২

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সশ্রয়ী ব্যবহারে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ বিদ্যুতের দক্ষ ও সশ্রয়ী ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে থাকে। বিদ্যুৎ সশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে জনগণ ও বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। করা হচ্ছে জ্বালানি অভিত। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দক্ষ ও সশ্রয়ী ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য যেসব বিষয়ে প্রচারণা চালানো হয় তা হলো:

ক্রম	বিদ্যুৎ/জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত জনসচেতনতা প্রচারণা কার্যক্রম
১	লাইটিং	<p>অপ্রয়োজনে লাইটের ব্যবহার পরিহার করা ।</p> <p>প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাইটের ব্যবহার হতে বিরত থাকা ।</p> <p>নির্ধারিত উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে টাঙ্ক লাইটিং সিস্টেম (যেমন: এলইডি স্পট লাইট, টেবিল ল্যাম্প ইত্যাদি) ব্যবহার করা ।</p> <p>দিনের আলোর (ডে-লাইট) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে কক্ষের আসবাবপত্র পুনর্গঠন করা ।</p> <p>বৈদ্যুতিক বাত্বের উপরিভাগে ধূলাবাণি জমলে এর উজ্জ্বলতা কমে যায় বিধায় বাত্বসহ লাইটিং সিস্টেম নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ।</p> <p>বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং জ্বালানি দক্ষ লাইটিং সিস্টেম যেমন: ইনক্যান্ডেসেন্ট/ সিএফএল লাইটের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি লাইট ব্যবহারকরণ ।</p>
২	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	<p>অপ্রয়োজনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বন্ধ রাখা ।</p> <p>শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা এর উপরে রাখা, কারণ প্রতি ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা যায় ।</p> <p>শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সাশ্রয়ী ও দক্ষভাবে ব্যবহার করতে এবং সর্বাধিক স্বস্তি নিশ্চিত করতে কক্ষের দরজা-জানালাসহ বায়ু চলাচল স্থান যতদূর সম্ভব বন্ধ রাখা, যেমন, দরজার নীচ, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি ।</p> <p>তাপপ্রবাহ রোধে কক্ষের পূর্বদিকের জানালার পর্দা সকাল ১০:০০ টা পর্যন্ত এবং পশ্চিম দিকের জানালার পর্দা দুপুর ২:০০ টার পর থেকে নামিয়ে রাখা, এতে কক্ষ অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা থাকবে ।</p> <p>শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ফিল্টার মাসে কমপক্ষে একবার পরিষ্কার করা ।</p> <p>শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র প্রতি বছর কমপক্ষে একবার সার্ভিসিং করা ।</p> <p>পুরনো/অকেজো শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে ইনভার্টার টেকনোলজিযুক্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ক্রয় করা ।</p>
৩	রেফ্রিজারেটর	<p>গরম খাবার ঠাণ্ডা করার পর রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা ।</p> <p>পুরনো/অকেজো রেফ্রিজারেটর পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে ইনভার্টার টেকনোলজিযুক্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী রেফ্রিজারেটর ক্রয় করা ।</p>
৪	ফ্যান	<p>অপ্রয়োজনে ফ্যান বন্ধ রাখা ।</p> <p>পুরনো/অকেজো ফ্যান পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে বাজারে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (যেমন: বিএলডিসি ফ্যান) ফ্যান ক্রয় করা ।</p>
৫	গ্যাসের চুলা	<p>অপ্রয়োজনে গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখা ।</p> <p>রান্নার সময় পাত্র ঢেকে রান্না করা ।</p> <p>সম্ভব হলে রান্নার জন্য প্রেশার কুকার ব্যবহার করা ।</p>
৬	অন্যান্য	<p>বৈদ্যুতিক ইঞ্জির ব্যবহার সীমিত করা ।</p> <p>প্রয়োজন না হলে মাইক্রোওয়েভ, কম্পিউটার, টিভি, ওভেন, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, চার্জার, হ্যান্ড ড্রয়ার ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সুইচ বন্ধ রাখা ।</p> <p>সম্ভব হলে প্রাথমিক কার্যক্রম যেমন: আহার গ্রহণ, টিভি দেখা ইত্যাদি পরিবারের সকলে একসাথে করা । এতে বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত রাখা যায় ।</p>



কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র



টেকনাফ ২০ মেগাওয়াট সোলার সিস্টেম

বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ



শাহাজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বিনিয়োগ কৌশল

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত পুঁজিঘন বিধায় পূর্বে বিদ্যুৎখাতের বিনিয়োগ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার ঋণ নির্ভর ছিল। ২০০৯ সালে সরকার তাৎক্ষণিক, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং রূপকল্প ২০৪১ এর আওতায় ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎখাতের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানির যোগান এবং বিনিয়োগ অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের ঋণের বিকল্প হিসেবে সরকার বেসরকারি খাত, জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহ ব্যাপক হলেও বৃহৎ প্রকল্পে বিশেষত কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অতি উচ্চমাত্রার বিনিয়োগ এবং নতুন ধরনের টেকনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় 'যৌথ বিনিয়োগ' (JV) এবং ECA (Export Credit Agency) ফাইন্যান্সিং অত্যন্ত কার্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিনিয়োগ

২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় মোট প্রায় ২৮.৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সরকারি ও যৌথ বিনিয়োগ খাতের প্রকল্পে প্রায় ১৮.৫৮ বিলিয়ন ও বেসরকারি খাতের প্রকল্পে প্রায় ৯.৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এর সমপরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়।

সরকারের রূপকল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট স্থাপিত ক্ষমতার প্রয়োজন হবে। এ লক্ষ্যে পরিকল্পিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বিশাল আকারের বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। ইতোমধ্যে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের ৪.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ রামপাল ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক প্রকল্প ও পায়রা, পটুয়াখালি ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

নিজস্ব অর্থায়ন থেকে বিনিয়োগ সক্ষমতা এবং ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং

ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং-এর আওতায় সরকার Export Credit Agency (ECA)-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে, যা বিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে। বিদ্যুৎখাতের বিনিয়োগ পরিস্থিতির চিত্র থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ক) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরতা কমেছে, খ) নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং গ) বিনিয়োগ এর বহুমুখীতা (ECA ও অন্যান্য ইনোভেটিভ ফাইন্যান্সিং) ভবিষ্যৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সাহসী পদক্ষেপের সম্ভাবনা জাগিয়েছে। উল্লেখ্য যে, জিডিপি (এউচ), রেমিটেন্স, রাজস্ব আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, সার্বিক স্থিতিশীলতা এবং যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বেসরকারি খাত ও আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (IFI)-সমূহের এ খাতে বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।



আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা



বাংলাদেশের মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে
নেপালের জ্বালানি মন্ত্রীর দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক। তারিখ: ২৬ এপ্রিল ২০২২

বিদ্যুৎ আমদানির পটভূমি

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য বিদ্যুতের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিবেশি দেশসমূহ হতে আন্তর্গদেশীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসেবে ভারত, নেপাল, ভূটান ও মায়ানমার হতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে এবং এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে উভয় দেশের মধ্যে একটি যৌথ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চলমান। প্রতিবেশি দেশ নেপালের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা চলমান। এছাড়া ভূটান থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৯,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটি দ্বি-পক্ষীয় এমওইউ ১১ জানুয়ারি ২০১০ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। এই এমওইউ এর অধীন জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (জেডাব্লিউজি) এবং জয়েন্ট স্ট্র্যাটিক কমিটি (জেএসসি) গঠন করা হয়েছে। গত ২৮ ও ২৯ মে ২০২২ তারিখ ভারতের ধর্মশালায় যথাক্রমে ২০তম জেডাব্লিউজি এবং জেএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের ভেড়ামারায় এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত দুটি আন্তর্গদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। বহরমপুর হতে ভেড়ামারা ৪০০ কেভি সঞ্চালন শাইনের মাধ্যমে বর্তমানে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

আদানি গ্রুপ ভারতের ঝাড়খণ্ডে ১,৬০০ মেগাওয়াট (নেট ১,৪৯৬ মেগাওয়াট) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে, যা সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হবে। প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে। আশা করা যাচ্ছে আগামী বছরের শুরুর দিকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বানিজ্যিক উৎপাদনে যাবে। তাছাড়া Indian Electricity Exchange (IEX) এর মাধ্যমে আরো ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসকল উদ্যোগের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়া এবং মূল্য বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট নানাবিধ ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত ফ্রেডশিপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ চলমান আছে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট হতে ২০২২ সালের মধ্যে এবং ২য় ইউনিট হতে ২০২৩ সালে মধ্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়। এই এমওইউ-এর আওতায় জেডাব্লিউজি গঠিত হয়েছে।

নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপালের সাথে বাংলাদেশের একটি দ্বি-পক্ষীয় এমওইউ ১০ আগস্ট ২০১৮ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। এই এমওইউ এর অধীন জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ (জেডাব্লিউজি) এবং জয়েন্ট স্ট্র্যাটিক কমিটি (জেএসসি) গঠন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে গত ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ যথাক্রমে ৩য় জেডাব্লিউজি ও জেএসসি সভা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নেপালে জলবিদ্যুৎ খাতের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। নেপাল হতে জলবিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। একই সাথে নেপালের সাথে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার seasonal variation সাথে থাকায় শীত মৌসুমে বাংলাদেশ হতে নেপালে বিদ্যুৎ রপ্তানির বিষয়টিও উভয় দেশ বিবেচনা করছে।

নেপালের জলবিদ্যুৎ খাতে বাংলাদেশ সরকারি ও বেসরকারি ভাবে বিনিয়োগের বিষয়টি উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা পর্যায়ের রয়েছে। এ সংক্রান্ত নেপালের প্রস্তাব যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

ভারতের বিদ্যমান সঞ্চালন অবকাঠামো আর ভারতের সাথে নেপাল ও বাংলাদেশের বিদ্যমান আন্তঃসংযোগ সঞ্চালন অবকাঠামোর মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদে নেপাল ও বাংলাদেশের মধ্যে পাওয়ার ট্রেড করা যেতে পারে। তবে দীর্ঘ মেয়াদে ভারতের মধ্য দিয়ে নেপাল-বাংলাদেশ ডেভিকেটেড সঞ্চালন লাইন নির্মাণের ব্যাপারে উভয় দেশ একমত।

ভারতের জিএমআর কোম্পানির মাধ্যমে নেপালে আপার কারনালী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে পাওয়ার সেল এগ্রিমেন্ট চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।



উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ-নেপাল ৩য় জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ সভা। তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

ভূটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভূটানে জলবিদ্যুৎ খাতের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। নেপালের পাশাপাশি ভূটান হতেও জলবিদ্যুৎ আমদানির ব্যাপারে বাংলাদেশ আগ্রহী। বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ, ভূটান এবং ভারত-এর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় এমওইউ স্বাক্ষরের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং ভূটানের মধ্যে একটি দ্বি-পক্ষীয় এমওইউ স্বাক্ষরের কাজও চলমান রয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম

বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BBIN, BIMSTEC, SASEC এবং UN-ESCAP ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

BBIN এর মাধ্যমে একটি উপ-আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্য প্রসারের জন্য Power Exchange সৃষ্টির বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎ খাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে BIMSTEC Grid স্থাপনে আলোচনার যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ, ভূটান, ভারত এবং নেপালের সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। বাংলাদেশ আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।



বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে নেসকো এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর। তারিখ: ২৯ জুন ২০২২



স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার

বিদ্যুৎ খাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম



জুলদা ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

১৯০১ সালে ঢাকায় প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হলেও স্বাধীন বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) গঠনের মাধ্যমে। তখন বাবিউবো সারাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) গঠন করা হয়। বাপবিবোকে ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ব্যতীত পল্লী এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই অথরিটি (ডেসা) গঠনপূর্বক বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পাওয়ার সেল গঠন করা হয়। বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা আনয়ন ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভার্টিক্যাল সেপারেশনের মাধ্যমে সঞ্চালন খাতকে উৎপাদন ও বিতরণ খাত থেকে পৃথকীকরণের জন্য কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি) গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিবি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো), ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (ইজিসিবি), আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. (এপিএসসিএল), রূরাল পাওয়ার কোম্পানি লি. (আরপিসিএল), নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (নওপাজেকো), কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল), নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি. (নেসকো) ও বি-আর পাওয়ারজেন লি. গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা) ও দক্ষ জনবল গঠনে বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিপিএমআই) এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের গণযোগাযোগ কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (বিইপিআরসি) গঠন করা হয়েছে।

সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা

বিদ্যুৎ খাত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে গঠিত পাওয়ার সেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি এবং এ খাতের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণসহ আইসিটি ও ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেশি ও বিদেশি পরামর্শকদের সহায়তায় সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট

রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট (আরবিএম) এমন এক ধরনের ব্যবস্থাপনা, যা মানব সম্পদ উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত তথ্যের ব্যবহার, ব্যবহারিক টুলস-এর মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধায়ন ও পারফরমেন্স মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আরবিএম-এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়। লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ইনপুট, আউটপুট, আউটকাম ও ইম্প্যাক্ট অংশে কেপিআই, তথ্য যাচাই ও ক্রিটিক্যাল অ্যাজাস্পশন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রকল্পের সমস্যা শনাক্তকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট বেঞ্চ মার্কিং ও পারফরমেন্স বিশ্লেষণকরণে সহায়তা করে। রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্টের সাতটি প্রধান উপাদান হলো: (১) বেসিক ডাটা বা বেইজ লাইন ডাটা, (২) ফলাফল (আউটপুট, ইফেক্ট, ইম্প্যাক্ট), (৩) লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, (৪) ইনপুট, (৫) পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস, (৬) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও ম্যানেজমেন্ট এবং (৭) লক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। আধুনিক রেজাল্ট বেইজড ম্যানেজমেন্ট-এর আওতায় কেপিআই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সংস্থার কোন কর্মকর্তা কোন কাজ কীভাবে কত দিনে করবেন এবং তার দায়-দায়িত্ব কী হবে সেসব বিষয় পারফরমেন্স মেজারমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (PMF) ছকে সুনির্দিষ্ট করা হয়।

প্রি-পেইড মিটার স্থাপন

বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের বিভিন্ন বিতরণ এলাকায় ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক

৫০,৭২,৭৪১টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। সংস্থাওয়ারি প্রি-পেইড/স্মার্ট মিটার স্থাপন কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

সংস্থা/কোম্পানি	জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রি-পেইড মিটার স্থাপন
বাবিউবো	১৫,৩৯,১২৪
বিআরইবি	১৩,১০,৫৬৪
ডিপিডিসি	৬,৩৯,৬০৭
ডেসকো	৬,১২,৬৯০
ওজোপাডিকো	৪,৭০,৭৫৬
নেসকো	৫,০০,০০০
মোট	৫০,৭২,৭৪১

বার্ষিক কর্ম মূল্যায়ন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রথম বারের মতো মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর শুরু হয়। উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন, সুশাসন, জবাবদিহিতা ও উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানে বার্ষিক কর্ম মূল্যায়নের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের মধ্যে Key Performance Indicator (KPI) প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বিদ্যুৎ বিভাগের বার্ষিক কর্ম মূল্যায়নের জন্য বিদ্যুৎ খাতের Key Performance Indicator (KPI)-সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এপিএ চুক্তি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয় ও তার আওতাধীন সংস্থা এবং সংস্থা ও মাঠপর্যায়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এর পরবর্তীতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে উল্লিখিত এপিএসমূহ এপিএ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এপিএএমএস) এর মাধ্যমে মনিটর করা হয়। মূলত সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। একই আদলে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহের মধ্যে প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচক (KPI)-সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা স্থিরপূর্বক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী বিগত পাঁচ বছরের অর্জন, এমআইএস, এমওডি, নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বাস্তবভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। উক্ত কর্মসম্পাদন সূচক (এপিএ)-সমূহের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা এর অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ফলে বার্ষিক প্রণোদনা পেয়ে থাকে। ফলে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের উদ্যোগ, উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক পারফরমেন্স উন্নতিতে ভূমিকা রাখছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কর্ম মূল্যায়নের জন্য Annual Performance Agreement (APA) প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরসমূহ নির্ধারণপূর্বক বিদ্যুৎ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মধ্যে APA স্বাক্ষর হয়। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের সাথে এবং দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ তাদের মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর সাথে ঐরূপ চুক্তি (APA) স্বাক্ষর হয়। APA তে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি খাতের গুরুত্বপূর্ণ পারফরমেন্সসমূহ সমন্বিতভাবে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্প বাস্তবায়ন, সিস্টেম উন্নতকরণ, সুশাসন, জবাবদিহিতা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অনলাইন সার্ভিসসমূহসহ মাঠ পর্যায়ে উন্নত গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সূচকসমূহ বেশি গুরুত্ব বহন করে। সকল সংস্থা/কোম্পানিসমূহের কাজের প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী APA এর পারফরমেন্স ইন্ডিকের নির্ধারণ করা হয়। অর্থবছর শেষে এপিএএমএস সিস্টেমের মাধ্যমে এপিএ দাখিল ও মনিটরিং করা হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে APA চালু করার পর সকল সংস্থা/কোম্পানিসমূহে APA এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ, উদ্বীপনা ও প্রতিযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সংস্থা/কোম্পানিসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমন্বিত করে বিদ্যুৎ বিভাগের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে APA লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কোম্পানিসমূহকে ইনসেন্টিভ বোনাস প্রদান করা হয়। বর্তমানে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সিস্টেম লস বিবেচনা করে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সিস্টেম লস তুলনামূলকভাবে কম। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভারত ও নেপালের সিস্টেম লস ছিল যথাক্রমে ২০% ও ২৫%। বর্তমানে বাংলাদেশের সামগ্রিক সিস্টেম লস হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ১০.৪১% হয়েছে যা ২০১৪-১৫ সালে ১৩.৫৪% ছিল। এতে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সিস্টেম পারফরমেন্স APA বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। APA এর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে এবং শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবছর প্রায় একশত ভাগ হচ্ছে। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে অধিকাংশ প্রয়োজনীয় সভা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গ্রাহক সেবার মান ক্রমান্বয়ে উন্নত করা হচ্ছে, যা এপিএ এর সফল বাস্তবায়নের ফসল। তারই ফলশ্রুতিতে ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর অধীন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মানদণ্ডে বিদ্যুৎ বিভাগ সকল বিভাগের মধ্যে সফলতার শীর্ষে অবস্থান করে। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তিতে পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়নেও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ বেশ সাফল্য অর্জন করেছে।



বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে পাওয়ার সেল এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর। তারিখ: ২৯ জুন ২০২২

বিদ্যুৎ খাতের সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির নির্ধারিত এপিএ ইন্ডিকেরসমূহের অগ্রগতির তথ্য সমন্বয় করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অটোমেশন, SCADA প্রতিষ্ঠা, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এপিএ বাস্তবায়নে আরো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন



আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সুষ্ঠু এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার জনস্বার্থে নতুন আইন/বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন করছে। এ সকল আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধনের ফলে নতুন সংস্থা/কোম্পানি গঠন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ডিজিটাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন, গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে।

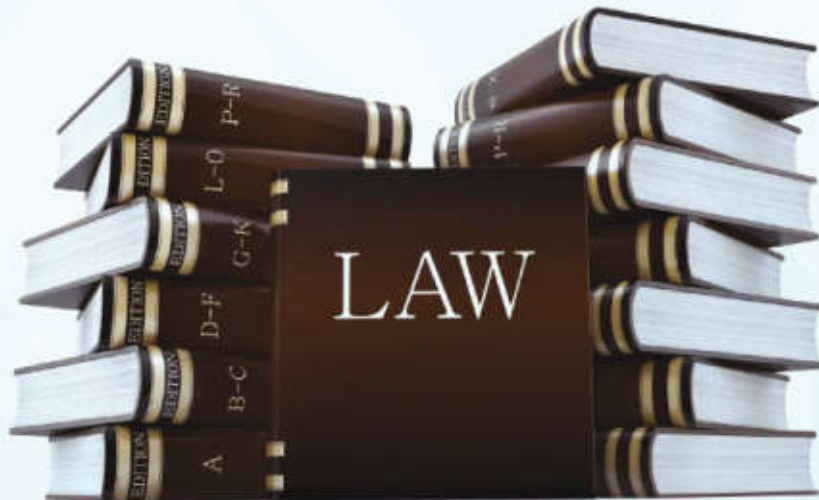
আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন

বিদ্যুৎ খাতে গুণগত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সময় সময় নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং পুরনো আইনকে যুগোপযোগী করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে 'বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়।

বিদ্যুৎ খাতে প্রণীত আইন

বিদ্যুৎ খাতের উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ:

ক্রমিক	শিরোনাম	আইন নং
০১	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০২১	২২
০২	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (ইংরেজি ভাষন)	-
০৩	বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (বাংলা ভাষন)	০৭
০৪	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১৫	০২
০৫	পন্থী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩	৫৭
০৬	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (বাংলা ভাষন)	৪৮
০৭	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (ইংরেজি ভাষন)	-
০৮	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (বাংলা ভাষন)	৫৪
০৯	বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (ইংরেজি ভাষন)	-
১০	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩	১৩
১১	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদেশ, ১৯৭২	৫৯



বিধিমালা ও নীতিমালা

বিদ্যুৎ খাতের উল্লেখযোগ্য বিধিমালা ও নীতিমালাসমূহ:

ক্রমিক	শিরোনাম
০১	বৈদ্যুতিক যান চার্জিং নির্দেশিকা
০২	বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১
০৩	বিদ্যুৎ বিধিমালা, ২০২০
০৪	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৯
০৫	জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা, ২০১৮
০৬	জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০১৬
০৭	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা, ১৯৮২
০৮	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৮
০৯	খোলা বাজার হতে প্রি-পেইড/স্মার্ট মিটার জরুর সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১৯
১০	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant (Revised)-2019
১১	Policy Guideline for Small Power Plant in Private Sector
১২	বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা, ২০০৮
১৩	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ১৯৯২
১৪	বাংলাদেশ বেসরকারি অবকাঠামো নির্দেশিকা
১৫	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS) গাইডলাইনস্
১৬	প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS Fund) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
১৭	পাওয়ার প্রাইসিং ফ্রেমওয়ার্ক
১৮	Policy Guidelines for Power Purchase from Captive Power Plant
১৯	Private Sector Power Generation Policy of Bangladesh
২০	Action Plan For Energy Efficiency & Conservation
২১	Solar Guide Book
২২	Country Action Plan for Clean Cook stoves
২৩	500 MW Solar Program





বিদ্যুৎ বিভাগ 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' অর্জন করায় সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম-কে বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়



বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়ের গোপালগঞ্জে পরিদর্শন। তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার



সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত আইসিটি উন্নয়নে আইসিটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত রোডম্যাপ অনুযায়ী আইসিটি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ/বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জাতীয় উদ্বাচারণ (NIS) বাস্তবায়নসহ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাতে গৃহীত তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপ:

(১) **ইআরপি বাস্তবায়ন:** বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত ইআরপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কনসোর্টিয়াম অব মেসার্স টেকভিশন, মাইক্রোসফট বাংলাদেশ কম্পিউটার সার্ভিসেস লি. টেকনোহেভেন এর সাথে ৪টি মডিউল বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে এইচআরএম, ফিন্ড অ্যাসেস্ট, ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস, প্রকিউরমেন্ট এই চারটি মডিউল তথ্য হালনাগাদপূর্বক সফটওয়্যারটি 'Go Live'-সহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের ১৪টি সংস্থায় Microsoft NAV এর ৪টি মডিউল (এইচআর, ফিন্ড অ্যাসেস্ট, ফিন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টস ও প্রকিউরমেন্ট) বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো ২টি মডিউল/সাব মডিউল সংযোজনের মাধ্যমে বাস্তবায়নধীন ERP-কে সমৃদ্ধ করার কাজ চলমান আছে। গাজীপুর-১ পবিস এ ইআরপির ৪টি মডিউল পাইলট বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট পবিসগুলোতে ইআরপির ৪টি মডিউল বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে।



গাজীপুর পবিস বিদ্যুৎ সমিতি-১ এ ইআরপি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভা।
তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২১

(২) **বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন:** নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায়। ফলে গ্রাহকগণ ঝামেলামুক্তভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করতে পারেন এবং অনলাইনের মাধ্যমে সংযোগের হালনাগাদ তথ্য পেতে পারেন। এতে গ্রাহক ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে।

(৩) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ: গ্রাহকদের জন্য কিছুদিন আগেও বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা একটি ঝামেলার বিষয় ছিল। ব্যাংক ও ইউটিলিটির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে বিল পরিশোধের পরেও পুনরায় বিল দাবী করার ঘটনা ঘটত। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বর্তমানে সকল গ্রাহকের হিসাব কম্পিউটারের ডাটাবেইজের আওতায় আনা হয়েছে এবং গ্রাহক মোবাইলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিলের তথ্য জানতে পারেন। এখন মোবাইল ফোন এবং অনলাইনের মাধ্যমেও গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারেন।

(৪) অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা: গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিযোগ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংস্থায় অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেকোন গ্রাহক যেকোন সময় অনলাইনে, সোশ্যাল মিডিয়া, এ্যাপস-এর মাধ্যমে সহজে ও দ্রুততম সময়ে অভিযোগ, মতামত প্রদান ও ট্র্যাক করতে পারে। ফলে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে জাতীয় গুচ্ছাচার (NIS) বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে।

(৫) ই-নথি ব্যবস্থাপনা: বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থা/কোম্পানিসমূহে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ই-নথি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে নথি নিষ্পত্তির হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মকর্তাগণের নথি নিষ্পত্তি পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় বিদ্যুৎ বিভাগের 'ই-নথি ব্যবস্থাপনা' বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

(৬) প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা: বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থার এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণের অফিস দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। প্রকল্প পরিচালকগণ হতে তথ্য একীভূত করে সংস্থাভিত্তিক পরিবীক্ষণ করা বেশ কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল। ওয়েবভিত্তিক প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা চালু করার দূর-দূরান্ত অফিস হতে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক তথ্য প্রদানের সাথে সাথেই তা সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৭) ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থাপনা: ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল ইউটিলিটিসমূহের মধ্যে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

(৮) কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম: বিদ্যুৎ খাতের সংস্থাসমূহকে নানাবিধ কারণে বিভিন্ন মামলার সম্মুখীন হতে হয়। পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণের অভাবে মামলাসমূহ পরিচালনা ও বিভিন্ন পর্যায়ে তদারকিতে সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত বাস্তবতায় বিদ্যুৎ খাতের সকল মামলার তথ্য ও অবস্থা জানার জন্য এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার স্বার্থে কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার ডিপিডিসি'র সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে। জুলাই ২০১৭ থেকে চালু সিস্টেমটিতে মামলা সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন- আইনজীবী, বাদী-বিবাদী, সাক্ষী, আদালত, মামলার খরচ প্রভৃতি তথ্য এই সিস্টেমে সংরক্ষণ করা যায়। সংস্থাসমূহ তাদের মামলাগুলোর পরবর্তী গুণানির তারিখ এবং মামলার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়মিতভাবে এই সিস্টেমে হালনাগাদ করতে পারে। ফলে মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্টে সিস্টেম থেকে তৈরি করা যায়। বিদ্যুৎ বিভাগ সকল সংস্থার মামলাসমূহ এ সিস্টেম থেকে মনিটর করতে পারে।

এছাড়াও বিদ্যুৎ খাতে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন হ্যাকাথন, আইডিয়া প্রতিযোগিতা, নিয়োগ, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতের সমন্বিত ইআরপি'র জন্য বিদ্যুৎ ভবনের ১৩ তলায় একটি সার্ভার রুম স্থাপন করা হয়েছে।

(৯) SAIFI/SAIDI: বর্তমানে বিদ্যুতের রিলাইবিলিটি পরিমাপক SAIFI/SAIDI নির্ণয় ম্যানুয়ালভাবে রেজিস্টারের মাধ্যমে গণনা করা হয়। ইতোমধ্যে ওজোপাডিকো শতভাগ SAIFI/SAIDI পরিমাপক অটোমেশন ও ডিপিডিসি আংশিক অটোমেশন সম্পন্ন করেছে এবং অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ এর SAIFI/SAIDI অটোমেশন কার্যক্রম চলমান আছে।

(১০) SCADA পদ্ধতি: বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের উপর স্থাপিত দেশব্যাপী বিস্তৃত অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে দেশের অন্যতম বৃহত্তম অত্যাধুনিক ডিজিটাল কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে, যা সকল বিদ্যুৎ স্থাপনাগুলোকে এনএলডিসির SCADA System এ সংযুক্ত করেছে। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সুষ্ঠু, সশস্ত্রী ও নিরাপদভাবে পরিচালনায় পিজিসিবি ও এর অধীন এনএলডিসি নিরলসভাবে কাজ করেছে। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতের কয়েকটি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহে SCADA System চালু আছে এবং অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহে SCADA System চালুর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(১১) পেপারলেস অফিস রূপান্তরে কর্মপরিকল্পনা: বিদ্যুৎ খাতের অফিসসমূহ পেপারলেস করার লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা তদারকিকরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত (ক) ই-ফাইলিং, (খ) অনলাইনে নতুন সংযোগ, (গ) বিল অন ওয়েব/বিলিং সিস্টেম অটোমেশন, (ঘ) ইআরপি বাস্তবায়ন, (ঙ) সমন্বয় সভা/বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বোর্ড সভা পেপারলেসকরণ, (চ) জিআইএস এবং (ছ) অনলাইন কমপ্লেইন ও ফিডব্যাক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর টাইম বাউন্ড কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। পেপারলেস অফিস রূপান্তরে একটি 'পেপারলেস অফিস নির্দেশিকা' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(১২) সাইবার সিকিউরিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম: বিদ্যুৎ খাতের সাইবার নিরাপত্তার লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি সাইবার নিরাপত্তার করণীয় নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের BGD e-gov CIRT এর সাথে বিভিন্ন সময় সভা এবং তাদের দপ্তর পরিদর্শন করা হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকে।



'Cyber Security in Power Sector - Policy & Operational Perspective' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি। তারিখ: ২৩ মে ২০২২

(১৩) অপটিক্যাল ফাইবার ওয়্যার (গুচএড): ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ শীর্ষক সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে পিজিসিবি’র সঞ্চালন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত Optical Ground Wire (OPGW) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও সরবরাহের নিমিত্ত বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে National Load Dispatch Center (NLDC) এর Data Transfer এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগের পাশাপাশি পিজিসিবি’র নিজস্ব Communication System এর জন্য OPGW ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বঙ্গপাত থেকে সঞ্চালন লাইনের সুরক্ষার জন্য গ্রাউন্ড ওয়্যার এর মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার (OPGW) স্থাপন প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। পিজিসিবি ১৯৯৬ সালে সর্বপ্রথম সঞ্চালন লাইনের ওপরে Ground Wire এর পরিবর্তে OPGW পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার শুরু করে এবং বর্তমানে প্রায় সকল সঞ্চালন লাইনেই OPGW ব্যবহৃত হচ্ছে।

জুন ২০০৭ সাল পর্যন্ত পিজিসিবি’র সঞ্চালন লাইনে স্থাপিত OPGW এর মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২,২০০ কি.মি. যা বর্তমানে প্রায় ৭,২০০ কি. মি. এর অধিক। এতে দেশের ৬০টি জেলা এবং প্রায় ২০০ উপজেলা পিজিসিবি’র অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় চলে এসেছে। সমগ্র বাংলাদেশে এই OPGW নেটওয়ার্ককে একটি শক্তিশালী টেলিকম ট্রান্সমিশন Backbone হিসেবে ব্যবহার করে দেশের চলমান তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবকে অতীতের তুলনায় আরও বেগবান করা হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিজিসিবি শুধুমাত্র নিজস্ব যোগাযোগ ও সঞ্চালন লাইনের নিরাপত্তার জন্য সীমাবদ্ধ না রেখে OPGW নেটওয়ার্ককে সারাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার শুরু করেছে। ২০০৬ সালে জাতীয় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে গ্রামীণফোন লি. এর নিকট ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশে ২৪৬ কি.মি. ডার্ক অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদানের মাধ্যমে পিজিসিবি’র ফাইবার লিজ কার্যক্রমের বাণিজ্যিক যাত্রা করা শুরু হয়। পরবর্তীতে দেশের অন্যান্য মোবাইল অপারেটরসমূহ, Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) সমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে দেশব্যাপী সর্বমোট প্রায় ১৭,২২৩ কি.মি. ডার্ক অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে Corporate Social Responsibility (CSR) হিসেবে University Grants Commission (UGC) কে ঋণসামান্য মূল্যে প্রায় ৩,২৮৪ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয় এবং সরকারের ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ রূপকল্প বাস্তবায়নে Domestic Network Coordination Committee (DNCC) এর নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্য অনুযায়ী দেশের সকল মানুষকে ডিজিটাল সার্ভিসের আওতায় আনার লক্ষ্যে ফাইবার@হোম লি. এবং সামিট কমিউনিকেশন লি. কে দেশব্যাপী প্রায় ৩,৬০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে।

পিজিসিবি ২০১৪ সালে বিটিআরসি’র নিকট থেকে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) লাইসেন্স পাওয়ার দেশব্যাপী বাণিজ্যিকভাবে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গত ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ওপিজিডব্লিউ দপ্তর গঠিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় পিজিসিবি’র Resources, Infrastructure এবং অন্যান্য সুবিধাদি ব্যবহার করে NTTN License দ্বারা Telecom Sector G Bandwidth Transmission এর লক্ষ্যে High Capacity Telecom Equipment স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ফলশ্রুতিতে দেশব্যাপী পিজিসিবি’র সকল গ্রিড উপকেন্দ্রসমূহে সার্ভে কাজ সম্পন্ন সহ International Internet Gateway (IIG) ও International Service Provider (ISP) অপারেটরদের নিকট থেকে Transmission Bandwidth এর চাহিদা গ্রহণ করা হয়। উক্ত চাহিদাসমূহের আলোকে Business Viability যাচাই ও বাছাইপূর্বক কুয়াকাটা-বেনাপোল-ভেড়ামারা-ঢাকা রুটে গৃহীত পাইলট প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজ চলমান রয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর, IIG ও ISP অপারেটরদের নিকট উচ্চগতি সম্পন্ন ডাটা নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত বাজার মূল্য অপেক্ষা হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। উক্ত লিজ প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে সুলভ মূল্যে ব্যান্ডউইথ ট্রান্সমিশন সরবরাহ শুরু করা হলে পিজিসিবি’র আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং এতে করে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমগ্র দেশে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হবে। ২০১৭ সালে ওপিজিডব্লিউ দপ্তর গঠনের পর থেকে উক্ত দপ্তরের আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রায় ৪৩% আয় বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর “ডিজিটাল বাংলাদেশ” বিনির্মাণের স্বপ্নযাত্রায় পিজিসিবি’র OPGW এর ভূমিকা অপরিহার্য।



FGMO কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ, এমপি



FGMO কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের একাংশ

ମାନବସମ୍ପଦ ଉନ୍ନୟନ



বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সম্বলন ও বিদ্যুৎ খাতের সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সকল সংস্থায় লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বৈদ্যুতিক কর্মপেশায় দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল সৃজনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' বা বিপিএমআই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ ও বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে দেশের অভ্যন্তরে (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত) মোট ২,৫০৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৪০,৮৯১ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ বিবরণী:

বিদ্যুৎ বিভাগ/সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	বিদ্যুৎ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
বিদ্যুৎ বিভাগ	০৩	০৫
শ্রেডা	১৬	৩৩
পাওয়ার সেল	০১	১১২
বাবিউবো	৬০২	১৫৩৩২
বাপবিবো	১১২	১৪০৯
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	১০	১৫
নওপাজেকো	৬৫২	৮৩০
এপিএসসিএল	১১৪	১৯৯৩
ইজিসিবি	২১২	৪৩২
আরপিসিএল	১২৭	৩৪৮
বি-আর পাওয়ারজেন	৬০	৬৬৬
সিপিজিসিবিএল	৬২	১৪৮
পিজিসিবি	২২৩	১০৬৯৯
ডিপিডিসি	১২	৩০২৯
ডেসকো	১৩২	৯৪৩
ওজেপাডিকো	২৯	৭৪৩
নেসকো	১৩৭	৪১৫৪
মোট	২৫০৪	৪০৮৯১

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ৪,০৫০ জন অংশগ্রহণকারী। দেশের অভ্যন্তরে ২২৯টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় সংস্থাওয়ারী উপস্থাপন করা হয়েছে:

সংস্থার নাম	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
বিদ্যুৎ বিভাগ	০৬	৩৩০
বিইপিআরসি	১০	৯৫০
শ্রেডা	০৭	৪২৮
পাওয়ার সেল	০৩	৭১
বাবিউবো	৩৬	৩৬৪
বাপবিবো	১৩	২৭
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	০২	৫০
নওপাজেকো	১৪	৬৭
এপিএসসিএল	০৯	১২৮
ইজিসিবি	১৩	৩৩
আরপিসিএল	৩৩	১৫৬
বি-আর পাওয়ারজেন	০৮	১৫
সিপিজিসিবিএল	১৫	২০
পিজিসিবি	১৮	৫৪০
ডিপিডিসি	১১	২৯৯
ডেসকো	২৪	২৮৮
ওজোপাডিকো	০২	৪৪
নেসকো	০৪	২০০
মোট	২২৮	৪০১০

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটে এবং দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে।

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগ কর্মকর্তাদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। প্রতিবেদনাবধীন অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে ১৫ জন, পাওয়ার সেল-০৯ জন, বাবিউবো-১২১ জন, বাপবিবো-০৬ জন, নওপাজেকো-০৫ জন, এপিএসসিএল-২২ জন, ইজিসিবি-০৩ জন, সিপিজিসিবিএল-১২ জন, পিজিসিবি ৩৫৮ জন, ডিপিডিসি-২১ জন, ডেসকো-৫৪ জন, মোট ৬২৬ জন কর্মকর্তা বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

প্রশিক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়ন

বিদ্যুৎ খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ইউটিলিটিসমূহ প্রশিক্ষণের ভৌত সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একাডেমির আধুনিকায়নের পাশাপাশি কক্সবাজারে নতুন প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করেছে। অন্যদিকে ডিপিডিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য SCADA ভবনের ৪র্থ তলায় নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডও বৃহত্তর পরিসরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রযুক্তিগত আধুনিক সুবিধা সমন্বিত ট্রেনিং একাডেমি ভবন নির্মাণ করেছে। পিএসসিডিপি প্রকল্পের অধীনে প্রকৌশলীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণদানের সুবিধার্থে ঘোড়াশাল প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে একটি সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত 'বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট' (বিপিএমআই) বর্তমানে পূর্বাচলে ডেসকো'র একটি সাব-স্টেশন ভবনে নিজস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রুত নিজস্ব ক্যাম্পাসে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং বিপিএমআই একত্রে কাজ করছে। ভবিষ্যতে করণীয়গণ্যে নিজস্ব জমিতে ভবনাদি নির্মাণ করার পর সেখানে কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যেখানে বিদ্যুৎ খাতে প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা গড়ে



তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ।



তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের একাংশ

এডিপি বাস্তুবায়ন



বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) মবাস্তবায়ন

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)-তে বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির আওতাভুক্ত ৮০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৫,০৮৪.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৫,৫৬২.২০ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১০১.৯০%। বিদ্যুৎ বিভাগের অর্থবছর ওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ				ব্যয়			
		মোট	জিওবি	পিএ	স্ব-অর্থায়ন	মোট	জিওবি	পিএ	স্ব-অর্থায়ন
২০০৮-	৪৭	২৬৭৬.৫৭	১১৮৮.১৩	১৪৮৮.৪৪	০.০০	২২৯৮.৭৩	১০২২.৭৬	১২৭৫.৯৭	০.০০
২০০৯						(৮৬%)	(৮৬%)	(৮৬%)	
২০০৯-	৫১	২৬৪৪.২৬	১২২৭.০৮	১৪১৭.১৮	০.০০	২০২৪.৫৪	১১৪৩.২৩	৮৮১.৩১	০.০০
২০১০						(৭৭%)	(৯৩%)	(৬২%)	
২০১০-	৫৩	৫৯৮১.৮৮	৪৩১৭.৯০	১৬৬৩.৯৮	০.০০	৫৯১২.৮২	৪৩০৪.৫০	১৬০৮.৩২	০.০০
২০১১						(৯৮.৮৫%)	(৯৯.৬৯%)	(৯৬.৬৫%)	
২০১১-	৫৬	৭২০৮.১০	৪৭২৫.০০	২৪৮৩.১০	০.০০	৭১৭৯.৬৫	৪৬১০.৮৩	২৫৬৮.৮২	০.০০
২০১২						(৯৯.৬১%)	(৯৭.৫৮%)	(১০৩.৪৫%)	
২০১২-	৬১	৮৮০৩.০৪	৫৪০০.০০	৩৪০৩.০৪	০.০০	৮৮৬৮.০১	৫২৯৮.৩৪	৩৫৬৯.৬৭	০.০০
২০১৩						(১০১%)	(৯৮%)	(১০৫%)	
২০১৩-	৬৯	৭৯২৮.৪২	৪৭১৯.৩১	৩২০৯.১১	০.০০	৭৯১৬.৮৪	৪৬৩০.৮৭	৩২৮৫.৯৭	০.০০
২০১৪						(৯৯.৮৫%)	(৯৮.১৩%)	(১০২.৪%)	
২০১৪-	৭১	৮২৭৬.৮২	৪৬৮৩.৮১	৩৫৯৩.০১	০.০০	৮৩৩০.৮৬	৪৫৩৯.৪৬	৩৭৯১.৪০	০.০০
২০১৫						(১০০.৬৫%)	(৯৬.৯২%)	(১০৫.৫২%)	
২০১৫-	৭৭	১৫৪৭৬.২১	৭১৭৭.৫০	৮২৯৮.৭১	০.০০	১৫৫১৪.৭৩	৭০৮৩.৬৪	৮৪৩১.০৯	০.০০
২০১৬						(১০০.২৫%)	(৯৮.৬৯%)	(১০১.৬০)	
২০১৬-	৮৮	১৬২১৭.৮৩	৮৮৪৪.০৯	৭৩৭৩.৭৪	০.০০	১৬৭০১.৭১	৮৬৮৯.১৯	৮০১২.৫২	০.০০
২০১৭						(১০২.৯৮%)	(৯৮.২৫%)	(১০৮.৬৬%)	
২০১৭-	৯৬	২৪৯৪৭.৪৪	১১৭৩০.৬৮	১৩২১৬.৭৬	০.০০	২৫৮১১.১০	১১৭১৭.৪৬	১৪০৯৩.৬৪	০.০০
২০১৮						(১০৩.৪৬%)	(৯৯.৮৯%)	(১০৬.৬৩%)	
২০১৮-	১০৮	২৪৮৩৬.৪২	১৪৮২২.২৭	১০০১৪.১৫	০.০০	২৩১৪৫.১১	১৪৬৮৬.৩৭	৮৪৫৮.৭৪	০.০০
২০১৯						(৯৩.১৯%)	(৯৯.০৮%)	(৮৪.৪৭%)	
২০১৯-	৯৮	২৪৮২৬.৭৮	১৩৩২৮.৭১	১১৪৯৮.০৭	০.০০	২৩২৩৮.২১	১২৪৬১.৩৬	১০৭৭৬.৮৫	০.০০
২০২০						(৯৩.৬০%)	(৯৩.৪৯%)	(৯৩.৭৩%)	
২০২০-	৯২	২৩৭৬০.১৭	১০৮০০.১৮	১২৯৫৯.৯৯	০.০০	২২২৬৫.৪৯	৯৪৯৩.০৫	১২৭৭২.৪৪	০.০০
২০২১						(৯৩.৭১%)	(৮৭.৯০%)	(৯৮.৫৫%)	
২০২১-	৮০	২৫০৮৪.৯০	৯৪০৮.৫০	১৩৪১৮.৯১	২২৫৭.৪৯	২৫৫৬২.২০	৯৩৪২.০১	১৪০৪২.৪৭	২১৭৭.৭২
২০২২						(১০১.৯০%)	(৯৯.২৯%)	(১০৪.৬৫%)	(৯৬.৪৬%)

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থবছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

এডিপি বাস্তবায়ন চিত্র



বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে অর্থবছরওয়ারী এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

বিদ্যুৎ খাতের ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট ২-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নিবিড় তদারকি ও পরিবীক্ষণের ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে কোভিড পরিস্থিতি সত্ত্বেও এডিপি'র সফল বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। এডিপি পর্যালোচনা সভা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে রেখেছে বিশেষ গুরুত্ববহ ভূমিকা। এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়ন ঘটায় বিদ্যুৎ খাতের উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় তাৎপর্যবহ উন্নতি সাধিত হয়েছে।





জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের শ্রদ্ধাঞ্জলি



মহান বিজয় দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে
বিদ্যুৎ বিভাগের আকর্ষণীয় প্রদর্শনী

বিশেষ কার্যক্রম



সরকারের দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ খাতে বিগত তের বছরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গ্রাহক সেবার মানবৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ খাতে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১. বিদ্যুৎ খাতে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এবং শোকেসিং

উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সাফল্য এবং লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আয়োজন করা হয় নানা কর্মসূচির।

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের উৎকর্ষ সাধন, ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, উদ্ভাবকগণের অভিজ্ঞতা বিনিময়, স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান এবং রেলিকেশন-যোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২৭ জুন ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির সমন্বয়ে ইনোভেশন শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২৯টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়। ইনোভেশন শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালাটি অনলাইনে আয়োজন করায় ২৯টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ একসাথে প্রদর্শন করতে কিছুটা কারিগরি জটিলতার সত্তাবনার কারণে ১৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়ে শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালায় আয়োজন করা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হয় ১৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ। এই সব উদ্যোগ এই অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে।



Solar Energy (Net Metering) Calculator

002437

Hit Counter

Details Information

Select your utility to get the 33kV Bulk Tariff :

Select your Retail Electricity Tariff :

২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত সোলার এনার্জি (নেট মিটারিং) ক্যালকুলেটর ফর গ্রিন বাংলাদেশ

২০২০-২১ অর্থবছরে ইনোভেশন শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালায় প্রদর্শিত বিদ্যুৎ বিভাগ এবং দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের তালিকা:

ক্রমিক	দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি	উদ্ভাবনী উদ্যোগ
০১	বিদ্যুৎ বিভাগ	Online monitoring system for employee presence in office
০২	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	শ্রেডা ডিজিটাল লাইব্রেরি
০৩	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	ওরানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে উচ্চচাপ গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান
০৪	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	দুর্যোগে আলোর গেরিলা
০৫	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ	গ্রাহকের Postpaid বিল পরিশোধ পদ্ধতির Automation এবং পরিবেশ বান্ধবকরণ।
০৬	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	সরঞ্জ ও অতিজনাকীরণ এলাকায় সিঙ্গেল পোল ট্রান্সফরমার স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন
০৭	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ	Low cost substation automation system (SAS) with SCADA
০৮	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ	NESCO Knowledge Bank স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহকগণের সেবাদানের ক্ষেত্র বিস্তৃতকরণ, বিভ্রান্তি দূরীকরণ এবং কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণ
০৯	আন্তগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ	How to Ease Vehicle Maintenance & Service System
১০	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ	Digitalize the Event Log (Shift Diary) Management in Shift
১১	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিঃ	RMS inlet pressure কন্ট্রোল রুমের DCS থেকে পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থাকরণ।
১২	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ	স্বচ্ছ ফাইবার টিন ব্যবহার করি, বিদ্যুৎ সাশ্রয় করি
১৩	বি-আর পাওয়ারজেন লিঃ	Maintenance cost optimization of power plant equipment's by using Thermal Image Camera
১৪	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ	Smart Metering System of Grid Substation (Piloting)
১৫	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	Inspection Management System (IMS)
১৬	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)	সিপিজিসিবিএল এর অনলাইন ড্রাইভ

উক্ত ইনোভেশন শোকেসিং প্রতিযোগিতা/কর্মশালায় ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) ১ম স্থান, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) ২য় স্থান এবং প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর ৩য় স্থান অধিকার করে।

২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের তালিকা নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

ক্রমিক	দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি	সেবা ডিজিটাইজেশন	উদ্ভাবনী ধারণা	সেবা সহজিকরণ
০১	বিদ্যুৎ বিভাগ	সোলার এনার্জি (নেট মিটারিং) ক্যালকুলেটর ফর গ্রিন বাংলাদেশ	Power Sector Integrated Information and Management Platform	চিকিৎসা সংক্রান্ত বহিঃবাংলাদেশ ছুটির অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ
০২	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (শ্রেডা)	নবায়নযোগ্য জ্বালানি হেল্প ডেস্ক সেবাকে ডিজিটালাইজকরণ	Real-time Clock (RTC) based Centralized Solar Street light/LED street light controller	সোলার হেল্প ডেস্ক স্থাপন
০৩	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)	মোবাইল Apps এর মাধ্যমে বাবিউবোর পোস্টপেইড বিদ্যুৎ বিলের তথ্য প্রাপ্তি	পোস্টপেইড বিলিং সফটওয়্যারে কিউ আর কোড প্রবর্তন	কল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ এবং তা সমাধানের অবস্থা গ্রাহককে অবহিতকরণ
০৪	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)	Information Collection System	Digital Phonebook	-
০৫	প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর	বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনের ওয়েব বেইজড সিস্টেম	বিদ্যুৎ বন্ধ মোবাইল অ্যাপস	সুপারভাইজার কম্পিউটিং সার্টিফিকেট নবায়নের ধাপ হ্রাসকরণ
০৬	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো)	NWPGCL Contributory Provident Fund (CPF) Management System	রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্টের Inlet Water Flow Automatic Control. বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Water Treatment Plant এর পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের মাধ্যমে ডু-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস নিশ্চিত করা Developing in-house Testing Facility for Trip Solenoid Valve. ক্লাউড ভিত্তিক কেন্দ্রীয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে Maintenance কার্যাবলির সমন্বয় সাধন এবং তথ্য ভাগর সমৃদ্ধিকরণ	এনওসি প্রদান সেবা দ্রুতকরণ

ক্রমিক	দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি	সেবা ডিজিটাইজেশন	উদ্ভাবনী ধারণা	সেবা সহজিকরণ
০৭	আওগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি. (এপিএসসিএল)	ওয়ার্কশপ বিভাগ কর্তৃক প্লান্ট, অফিস এবং আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন যান্ত্রিক সংরক্ষণ সেবা ডিজিটাইজেশনকরণ	Face Recognition Based Smart Attendance System with Temperature Monitoring.	Request Requisition প্রক্রিয়া সহজীকরণ
০৮	ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (ইজিসিবি)	Smart Equipment Location Identification apps.	সিঙ্ক্রিগঞ্জ ২x১২০ মে.ও. পিপিপিতে স্থাপিত Isolated Phase Bus (IPB) এর Compressor Modification করণ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Diverter Damper System modification এর মাধ্যমে Steam Turbine এর দীর্ঘ সময়ের Outage রহিতকরণ Gas Booster Compressor (GBC) এর Operation এবং Control	ওভারটাইম বিল দাখিল সহজিকরণ
০৯	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি. (আরপিসিএল)	Document e-Archiving	গ্যাস টারবাইনের কম্প্রেসড এয়ার কে ইন্সট্রুমেন্ট এয়ার হিসাবে ব্যবহারকরণ রেভিয়েটর এর তাপমাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ	এইচএফও সেপারেটর এর বোউল খোলার জন্য সহায়ক টুলস নির্মাণ ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ও লাইনারের সিলিং ফেস ল্যাপিং মেশিন তৈরিকরণ
১০	বি-আর পাওয়ারজেন লি.	স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি	সোলার ডে-টিউব লাইট স্থাপন	-
১১	কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি. (সিপিজিসিবিএল)	কার্যসম্পাদন সনদ যাচাই প্রক্রিয়া ডিজিটাইজকরণ	সিপিজিসিবিএল এর জারিকৃত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন আদেশ (যোগদান, চুক্তি নবায়ন, কমিটি গঠনের আদেশ, ছুটি, পদোন্নতি, অবসর প্রভৃতি) ক্যাটাগরিভিত্তিক সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যক্রমের জন্য সফটওয়্যার বাস্তবায়ন	ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি সহজিকরণ

ক্রমিক	দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি	সেবা ডিজিটাইজেশন	উদ্ভাবনী ধারণা	সেবা সহজিকরণ
১২	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লি. (পিজিসিবি)	জাতীয় গ্রিড উপকেন্দ্রসমূহের পরিচালন তথ্য ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন	সাবস্টেশন ডিসি সিস্টেমের স্মার্ট মনিটরিং ও কন্ট্রোলিং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পাখি তাড়িয়ে গ্রিড উপকেন্দ্রের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনারোধ এবং যন্ত্রপাতিসমূহ সক্রিয় রাখার ব্যবস্থাপনা	এনএলডিসি কন্ট্রোল সেন্টারে জেনারেশন লগশিট অটোমেশন
১৩	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)	মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে অন ডিমান্ড প্রিপিইড মিটারের তথ্য প্রদান	ড্রোন ব্যবহার করে ১৩২/৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের স্মার্ট সার্ভেইলেঙ্গ এবং থার্মাল প্রোফাইলিং এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিতকরণ এজেন্টের মাধ্যমে অনলাইনে গ্রাহক সেবা প্রদান	নতুন সংযোগ প্রাপ্তিতে অনলাইনে ওয়্যারিং ইলেকশন কার্যক্রম সম্পাদন
১৪	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি. (ডেসকো)	স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের ব্যয়ক হিসাব হতে সরাসরি বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ	ডেসকো'র কল সেন্টার সার্ভিসে গ্রাহকদের Quick Respond Dispatch Management System অনলাইনের মাধ্যমে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণের পর তথ্য প্রযুক্তি পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রাহক সংযোগ প্রদান এবং পেপারলেস নতুন সংযোগ নথি বাস্তবায়ন।	অনলাইনে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান
		বকেয়া সংক্রান্ত তথ্য গ্রাহকগণকে SMS এর মাধ্যমে জানানো।	প্রিপিইড গ্রাহকদের জন্য 'অল- ইন-ওয়ান সেলফ সার্ভিস' তথা 'Platform of Individual's Service Alternative (POISA)'	
১৫	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ওজোপাডিকো)	কাস্টমার সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CSMS)	Online Status Monitoring of Distribution Transformer	অনলাইনে এইচটি/এমটি গ্রাহকের সংযোগ প্রদান
১৬	নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লি. (নেসকো)	নেসকো গ্রাহক সেবা পোর্টালের মাধ্যমে গ্রাহক সেবাসমূহ একীভূতকরণ	নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে স্মার্ট প্রিপিইড মিটারের সফটওয়্যার কাস্টমাইজেশন ও স্বল্প মাত্রায় হার্ডওয়্যার স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন	অনলাইনের মাধ্যমে আরসি/ডিসির বিল গ্রহণ সহজিকরণ।

২. শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অধাধিকারভুক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মুজিববর্ষে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দেশব্যাপী শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতার এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২১ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে পটুয়াখালীর পায়রা থেকে দেশব্যাপী শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা প্রদান করেন।

৩. অফ-গ্রিড এলাকাসমূহে বিদ্যুতায়নে গৃহীত কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিভাগ অফ-গ্রিড এলাকাসমূহে বিদ্যুতায়নের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে সাব-মেরিন ক্যাবল স্থাপন, সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ইত্যাদি। রাঙ্গাবালি ও চরসোনারামপুরসহ অন্যান্য অফ-গ্রিড এলাকায় ইতোমধ্যে বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে।



সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুতায়ন

৪. মাঠ পরিদর্শন

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির কার্যক্রম তদারকি এবং পর্যবেক্ষণ করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কর্মকর্তা এবং এর আওতাধীন সকল সংস্থা প্রধান মাঠ পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ এবং সম্বলন ইউনিটসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অফিস ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী, প্ল্যান্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা, মালামাল ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সিস্টেম লস হ্রাসে গৃহীত পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিবেচনায় নেওয়া হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ সাক্ষর ও দক্ষ ব্যবহারে সংস্থাসমূহ কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সরেজমিনে তথ্য নেওয়া হয়। পরিদর্শনকালে ও পরিদর্শন প্রতিবেদনে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশ প্রদান করা হয়, যা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির কাজের তৎপরতা, দক্ষতা, মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে মাঠ পরিদর্শন একটি কার্যকর পদক্ষেপ। ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মোট ৪১১টি পরিদর্শন করা হয়েছে।

৫. অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভা ও সুপারিশ

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রম সূষ্ঠ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য সুপারিশ প্রদান প্রথা চালু রয়েছে। বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়নে সুপারিশমালা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় সমস্যা সমাধানের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পরামর্শ গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে।

৬. দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির সমন্বয়ে মাসিক সমন্বয় সভা

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতিমালা প্রণয়নে সুপারিশমালা কার্যকর করতে বিদ্যুৎ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, মতামত এবং গৃহীত পরিকল্পনা/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে প্রতিমাসে বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলমান ও ভবিষ্যতে বাস্তবায়নযোগ্য/পরিকল্পনাধীন বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসব কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের কার্যক্রমে আসে গতিশীলতা। সমাধান হয় বহুবিধ সমস্যার।

৭. গণশুনানী

বর্তমানে উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতের দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিমাসে বিদ্যুৎ খাতের সকল দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় এ বিষয়ে কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। গণশুনানীতে গ্রাহকগণের বিদ্যুৎ বিষয়ক সমস্যা যেমন, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানে বিলম্ব, ওভার বিলিং, বকেয়া, লোড-ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ চুরি, মিটার পরিবর্তন ইত্যাদি সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এতে যেমন জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় তেমনি গ্রাহক সেবার মানও বৃদ্ধি পায়। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ১,৫৫৫টি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে।



বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে গণশুনানী

৮. কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

অত্যাবশ্যিকীয়া সেবা হিসেবে বিদ্যুতের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা কোভিড পরিস্থিতি সত্ত্বেও প্রতিবেদনাদীন অর্থবছরে সচল রাখতে বিদ্যুৎ কর্মীগণ নিরলসভাবে কাজ করেছেন। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করার পরও জুন ২০২১ পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত ৪,৮৫৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে ৭৫ জন মৃত্যুবরণ করেন। দেশব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারিসহ অন্যান্য দুর্যোগকালে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে এই দুর্যোগের সময়েও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হন ২,৩৭৮ জন এবং মৃত্যুবরণ করেন ৩২ জন।

বৈশ্বিক মহামারি করোনা মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৩১ দফা নির্দেশনা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১২ দফা নির্দেশনা ও সময়ে সময়ে জারিকৃত অন্যান্য নির্দেশনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এছাড়া নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখার পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির অংশ হিসেবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করে।

১. সরকার কর্তৃক কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের প্রারম্ভ হতে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক সভা আয়োজন এবং সুরক্ষা সামগ্রী যেমন সার্জিক্যাল মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়মিত বিতরণ করা হয়;
২. বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী অফিসের প্রবেশ দ্বারে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন, মাস্ক পরিধান, ঘন ঘন হাত ধোয়া, শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে;
৩. বদ্যক্তিগত এবং কর্মস্থলে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জরুরি প্রয়োজনে প্রত্যেক দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহের ০২ জন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হয়;
৪. বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর করোনা সহায়তা তহবিল’ এবং ‘হাউস কনস্ট্রাকশন ফান্ড বাই প্রাইভেট ফাইন্যান্স তহবিল’ দুটিতে ০৫ কোটি করে মোট ১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে;
৫. বিভিন্ন সভা/প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপসমূহের একটি বড় অংশ অনলাইন ও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠান;
৬. মোবাইল, বিকাশ, জি-পে, রবিক্যাশ, অনলাইনে ঘরে বসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি;
৭. বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানিসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনার আক্রান্ত হলে তার সংস্পর্শে আসা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া করোনার আক্রান্ত ব্যক্তিকে এবং মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়;
৮. করোনা সংক্রমণ ও বিস্তার রোধকল্পে সরকারের ‘স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা’ অনুযায়ী জনসচেতনতামূলক বিলবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন, স্ট্যান্ড-বি প্রভৃতি অফিসের দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশনা টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা হয়;
৯. মাসিক সমন্বয় সভায় কোভিড-১৯ এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ বিষয়টিকে আলোচ্যসূচিভুক্ত করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের ফলে প্রতিবেদনাদীন অর্থবছরে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়।

বিদ্যুৎ খাতের চ্যালেঞ্জ

সবার জন্য যৌক্তিক ও সহনীয় মূল্যে নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানে বিদ্যুৎ বিভাগ অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্তমানে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন সক্ষমতা বেশি থাকা সত্ত্বেও গ্যাসের প্রাপ্যতা, আমদানিকৃত জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের উঠানামা, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার এলাকাভিত্তিক সীমাবদ্ধতার কারণে গুণগত মানের বিদ্যুৎ সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সার্বিকভাবে বিদ্যুৎ বিভাগের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরূপ:

- বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাথমিক জ্বালানির প্রাপ্যতা/সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং আমদানিকৃত জ্বালানির আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের উঠানামা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ও বিক্রয় মূল্যের সাথে সমন্বয়পূর্বক বিদ্যুৎ খাতের ভার্চুয়াল হ্রাস;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করা;
- ২০৩০ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা;



বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা

- বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা;
- ফসিল ফুরেল থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ট্রানজিসন;
- ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- ঋতু বৈচিত্র্যের সাথে তাল মিলিয়ে পিক, অফ-পিক চাহিদা ও উৎপাদনে ভারসাম্য রক্ষা করা;
- দ্বিপাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ বাণিজ্য (Cross Border Electricity Trade) বৃদ্ধি করা; এবং
- বিদ্যুৎ খাতে বাড়তি বিনিয়োগ আকর্ষণ।

পরিশিষ্ট

১

বিদ্যুৎ উৎপাদন
কেন্দ্রসমূহের তালিকা



গাজীপুর ১০৫ মেগাওয়াট এইচএফও বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ক. চালুকৃত বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ (জানুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত)

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
০১.	হবিগঞ্জ এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১০ জানুয়ারি ২০০৯
০২.	শাহজিবাজার রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদি)	৮৬	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৩.	ফেনী এসআইপিপি	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
০৪.	উল্লাপাড়া এসআইপিপি (সামিট)	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২ মার্চ ২০০৯
০৫.	কুমারগাঁও রেন্টাল (১৫ বছর মেয়াদি) (দেশ এনার্জি)	১০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ মার্চ ২০০৯
০৬.	মহিপাল, ফেনী এসআইপিপি	১১	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	২২ এপ্রিল ২০০৯
০৭.	মাওনা, গাজীপুর এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	১২ মে ২০০৯
০৮.	বাড়বকুণ্ড এসআইপিপি (রিজেন্ট)	২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ মে ২০০৯
০৯.	রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ এসআইপিপি(সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	৯ জুন ২০০৯
১০.	জাদালিয়া, কুমিল্লা এসআইপিপি (সামিট)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুন ২০০৯
১১.	ভোলা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভেনচার)	৩৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০০৯
১২.	ফেঞ্চুগঞ্জ রেন্টাল (১৫ বৎসর মেয়াদি) (বরকতুল্লাহ)	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ অক্টোবর ২০০৯
১৩.	আশুগঞ্জ রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (প্রিশিসান এনার্জি)	৫৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৭ এপ্রিল ২০১০
১৪.	শিকলবাহা রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জিস)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মে ২০১০
১৫.	ঠাকুরগাঁও রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আরজেড পাওয়ার)	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২ আগস্ট ২০১০
১৬.	খুলনা কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এথিকো)	৫৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০
১৭.	খোড়াশাল কুইক রেন্টাল (এথিকো)	৪৫	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১০
		১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ আগস্ট ২০১০
১৮.	শিকলবাহা ১৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস	বিউবো	১৮ আগস্ট ২০১০
১৯.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০মে.ও. (২য় ইউ.) বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	১৪ অক্টোবর ২০১০
২০.	পাখালা ৫০ মে.ও. কুইক রেন্টাল (ডিপিএ)	৫০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১০
২১.	ভেড়ামারা ১১০ মে.ও. রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কোয়ান্টাম পাওয়ার)	১১০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১০
২২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (দেশ এনার্জি)	১০০	ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১
২৩.	বি-বাড়িয়া ৭০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এথিকো)	৭০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ মার্চ ২০১১
২৪.	মদনগঞ্জ ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সামিট)	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ এপ্রিল ২০১১

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
২৫.	আশুগঞ্জ ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৩	গ্যাস	এপিএসসিএল	৩০ এপ্রিল ২০১১
২৬.	মেঘনাঘাট ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আইইএল)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মে ২০১১
২৭.	ঘোড়াশাল ৭৮ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ম্যাক্স পাওয়ার)	৭৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মে ২০১১
২৮.	নোয়াপাড়া ৪০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (খানজাহান আলী)	৪০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১১
২৯.	আশুগঞ্জ ৮০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এগ্রিকো)	৮০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ মে ২০১১
৩০.	খুলনা ১১৫ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কেপিসিএল-২)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন ২০১১
৩১.	আশুগঞ্জ ৫৩ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	৫৩	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১১
৩২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডাচ বাংলা)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২১ জুলাই ২০১১
৩৩.	নোয়াপাড়া ১০৫ মে.ও. রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কোয়ান্টাম পাওয়ার)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ আগস্ট ২০১১
৩৪.	বাঘাবাড়ী ৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	২৯ আগস্ট ২০১১
৩৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মে.ও. সিসিপিপি	১০৪	গ্যাস	বিউবো	২৬ অক্টোবর ২০১১
৩৬.	বেড়া ৭০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭১	এইচএফও	বিউবো	২৮ অক্টোবর ২০১১
৩৭.	দাউদকান্দি ৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	এইচএফও	বিউবো	১৯ অক্টোবর ২০১১
৩৮.	ফরিদপুর ৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫৪	এইচএফও	বিউবো	৩ নভেম্বর ২০১১
৩৯.	গোপালগঞ্জ ১০০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৯	এইচএফও	বিউবো	২০ নভেম্বর ২০১১
৪০.	বগুড়া ২০ মে.ও. রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জি প্রীমা)	২০	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ নভেম্বর ২০১১
৪১.	হাটহাজারী ১০০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৯৮	এইচএফও	বিউবো	২৩ ডিসেম্বর ২০১১
৪২.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২X১২০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	১০৫	গ্যাস	ইজিসিবি	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
৪৩.	সাংগু, দোহাজারী ১০০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০২	এইচএফও	বিউবো	৩১ ডিসেম্বর ২০১১
৪৪.	আমনুরা ৫০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিনহা পাওয়ার)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৩ জানুয়ারি ২০১২
৪৫.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মে.ও. রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জি প্রীমা)	৪৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২
৪৬.	চাঁদপুর ১৫০ মে.ও. সিসিপিপি	১৬৩	গ্যাস	বিউবো	৩ মার্চ ২০১২
৪৭.	জুলডা ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (একর্ণ ইনফ্রা. সার্ভিস লি.)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ মার্চ ২০১২
৪৮.	কেরানীগঞ্জ ১০০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পাওয়ার প্যাক)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ মার্চ ২০১২
৪৯.	সিলেট ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪২	গ্যাস	বিউবো	২৮ মার্চ ২০১২

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৫০.	কাটাখালী ৫০ মে.ও. কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র (নর্দান পাওয়ার)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ মে ২০১২
৫১.	গাজীপুর ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৭ জুলাই ২০১২
৫২.	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মে.ও. জিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	ডিসেম্বর ২০১২
৫৩.	সান্তাহার ৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	৭ ডিসেম্বর ২০১২
৫৪.	কাটাখালী ৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৫০	এইচএফও	বিউবো	১৭ ডিসেম্বর ২০১২
৫৫.	রাউজান ২৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২৫	গ্যাস/ এইচএফও	আরপিসিএল	৩ মে ২০১৩
৫৬.	খুলনা ১৫০ মে.ও. জিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৫০	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৫৭.	আশুগঞ্জ ৫১ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মিডল্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লি.)	৫১	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৮.	হরিপুর ৩৬০ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল	৪১২	গ্যাস	ইজিসিবি	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩
৫৯.	শাজাহানউল্লাহ পাওয়ার কোম্পানি লি.	২৫	গ্যাস	বেসরকারি (আরইবি)	ডিসেম্বর ২০১৩
৬০.	নাটোর ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রাজ-লংকা পাওয়ার লি.)	৫২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ জানুয়ারি ২০১৪
৬১.	বারাকা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (বরকতউল্লাহ ডায়নামিক)	৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩ মে ২০১৪
৬২.	মেঘনাঘাট-২ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার)	২০৩	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ মে ২০১৪
৬৩.	গগননগর ১০২ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটস)	১০২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩ জুন ২০১৪
৬৪.	আপগ্রেডেশন অব সিরাজগঞ্জ ১৫০ মে.ও. পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র টু ২২৫ মে.ও. কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬৮	গ্যাস/ ডিজেল	এনডব্লিউপিজিসিএল	১৪ জুলাই ২০১৪
৬৫.	ঘোড়াশাল ১০৮ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (রিজেন্ট এনার্জি এন্ড পাওয়ার লি.)	১০৮	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ জুলাই ২০১৪
৬৬.	জাঙ্গালিয়া, কুমিল্লা ৫২ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (লাকধানবি বাংলা পাওয়ার লি.)	৫২	গ্যাস/ এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৮ ডিসেম্বর ২০১৪
৬৭.	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১০৮ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECPV Chittagong Ltd.)	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ জানুয়ারি ২০১৫
৬৮.	কাঠপাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিনহা পিপলস এনার্জি লি.)	৫১	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
৬৯.	আশুগঞ্জ ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	১৪২	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৭ এপ্রিল ২০১৫
৭০.	আশুগঞ্জ ১৯৫ মে.ও. মডুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	১৯৫	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মে ২০১৫
*	মেঘনাঘাট-২: ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার)	১০২	গ্যাস/ ডিজেল	বেসরকারি (বিউবো)	১ জুন ২০১৫

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৭১.	বিবিয়ানা-২: ৩৪১ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	২২২	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	৬ জুন ২০১৫
৭২.	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১৪৯	গ্যাস/ এইচএফও	বি-আর পাওয়ার জেন	১৬ আগস্ট ২০১৫
৭৩.	ভোলা ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি	১৯৪	গ্যাস	বিউবো	২ সেপ্টেম্বর ২০১৫
*	আশুগঞ্জ ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	৭৫	গ্যাস	এপিএসসিএল	১০ ডিসেম্বর ২০১৫
*	বিবিয়ানা-২ ৩৪১ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	১১৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৬ ডিসেম্বর ২০১৫
৭৪.	মদনগঞ্জ ৫৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পনসর: সামিট পাওয়ার	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
৭৫.	বরিশাল ১১০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সামিট পাওয়ার)	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৫ এপ্রিল ২০১৬
৭৬.	নবাবগঞ্জ ৫৫ মে.ও. পাওয়ার প্র্যান্ট (ঢাকা সাউদার্ন পাওয়ার লি.)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ জুন ২০১৬
৭৭.	আপঘোড়েশন অব খুলনা ১৫০ মে.ও. পিকিং পাওয়ার প্র্যান্ট টু ২২৫ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনভিউপিজিসিএল	২৮ জুন ২০১৬
৭৮.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি (দক্ষিণ)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	২২ জুলাই ২০১৬
৭৯.	মানিকগঞ্জ ৫৫ মে.ও. পাওয়ার প্র্যান্ট (ঢাকা নর্দান পাওয়ার জেনারেশন লি.)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ আগস্ট ২০১৬
৮০.	শাহাজীবাজার ৩৩০ মে.ও. সিসিপিপি	৩৩০	গ্যাস	বিউবো	জিটি: ২০ আগস্ট ১৬ এসটি: ২০ ডিসেম্বর ১৬
৮১.	জামালপুর ৯৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা)	৯৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ নভেম্বর ২০১৬
৮২.	বসিলা, কেরানীগঞ্জ ১০৮ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লি.)	১০৮	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭
৮৩.	ভেড়ামারা ৩৬০ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২৭৮	গ্যাস/ এইচএসডি	এনভিউপিজিসিএল	৯ মে ২০১৭
৮৪.	আশুগঞ্জ ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি (উত্তর)	৩৬০	গ্যাস	এপিএসসিএল	১১ জুন ২০১৭
৮৫.	কুশিয়ারা ১৬৩ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লি.)	১০৯	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৫ জুলাই ২০১৭
৮৬.	সরিষাবাড়ি ৩ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৩	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	৩ আগস্ট ২০১৭
৮৭.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৪	এইচএফও	বিউবো	১২ আগস্ট ২০১৭
৮৮.	শিকলবাহা ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল)	২২৫	গ্যাস/ এইচএসডি	বিউবো	৮ নভেম্বর ২০১৭
*	ভেড়ামারা ৩৬০ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১৩২	গ্যাস/ এইচএসডি	এনভিউপিজিসিএল	১ জানুয়ারি ২০১৮

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
৮৯.	বড়পুকুরিয়া ২৭৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	২৭৪	কয়লা	বিউবো	১ জানুয়ারি ২০১৮
৯০.	কমলাঘাট, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Banco Energy)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ জানুয়ারি ২০১৮
৯১.	খোড়াশাল ৩৬৫ মে.ও. সিসিপিপি	৩৬৫	গ্যাস	বিউবো	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯২.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (২য় ইউনিট)	২২০	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮
৯৩.	নোয়াপাড়া, যশোর ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বাংলাট্র্যাক)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ এপ্রিল ২০১৮
*	কুশিয়ারা ১৬৩ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি) (কুশিয়ারা পাওয়ার কোম্পানি লি.)	৫৪	গ্যাস	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ এপ্রিল ২০১৮
৯৪.	দাউদকান্দি ২০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বাংলাট্র্যাক)	২০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ এপ্রিল ২০১৮
৯৫.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট)	২১৭	গ্যাস	ইজিসিবি	৩০ এপ্রিল ২০১৮
৯৬.	কড্ডা, গাজীপুর ৩০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-২) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (সামিট পাওয়ার)	৩০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১০ মে ২০১৮
৯৭.	ব্রাহ্মণগাঁও, কেরাণীগঞ্জ ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এথিকো)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ মে ২০১৮
৯৮.	ময়মনসিংহ ২০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (ইউনাইটেড পাওয়ার)	২০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ জুন ২০১৮
৯৯.	আওরাহাটি, কেরাণীগঞ্জ ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এথিকো)	১০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ জুন ২০১৮
১০০.	কড্ডা, গাজীপুর ১৪৯ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-১) (Summit Power)	১৪৯	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ জুলাই ২০১৮
১০১.	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (জিটি)	১৪১	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	০৯ আগস্ট ২০১৮
১০২.	পানগাঁও, কেরাণীগঞ্জ ৩০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (এপিআর)	৩০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১০ আগস্ট ২০১৮
১০৩.	টেকনাফ, কক্সবাজার ২০ মে.ও. সৌর পার্ক (টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লি.)	২০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮
১০৪.	সিরাজগঞ্জ ৪০০ ± ১০ মে.ও. সিসিপিপি (জিটি ইউনিট) (SNWPCL)	২৮২	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	০৪ অক্টোবর ২০১৮
১০৫.	রূপসা, খুলনা ১০৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (ওরিয়ন রূপসা পাওয়ার)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৪ অক্টোবর ২০১৮
১০৬.	চাঁদপুর ২০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (দেশ এনার্জি চাঁদপুর লি.)	২০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ নভেম্বর ২০১৮
১০৭.	জুলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-৩) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (একর্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ নভেম্বর ২০১৮

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১০৮.	আশুগঞ্জ ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (মিডল্যান্ড ইস্ট পাওয়ার)	১৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৭ নভেম্বর ২০১৮
*	সিরাজগঞ্জ ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (এসটি)	৭৯	গ্যাস/ এইচএসডি	এনডব্লিউপিজিসিএল	২০ জানুয়ারি ২০১৯
১০৯.	বিবিয়ানা ৪০০ মে.ও. সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (জিটি ইউনিট)	২৮৫	গ্যাস	বিউবো	০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১০.	বাঘাবাড়ি ২০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (প্যারামাউন্ট বিট্রাক)	২০০	এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১১.	জামালপুর ১১৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পাওয়ার)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১১২.	বগুড়া ১১৩ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট-২) (ফাস্ট-ট্র্যাক) (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ মার্চ ২০১৯
*	সিরাজগঞ্জ ৪০০ ± ১০ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট) (SNPCL)	১৩২	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	০৯ এপ্রিল ২০১৯
১১৩.	মধুমতি, বাণেশহাট ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	এইচএফও	এনডব্লিউপিজিসিএল	১৫ এপ্রিল ২০১৯
১১৪.	শিকলবাহা ১০৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্র্যাক) (বারাকা পতেঙ্গা-রয়েল হোম'স)	১০৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ মে ২০১৯
১১৫.	গাজীপুর ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০৫	এইচএফও	আরপিসিএল	২৫ মে ২০১৯
১১৬.	কাঙাই ৭ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	৭	সৌর	বিউবো	২৮ মে ২০১৯
১১৭.	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৩০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজ লি.)	৩০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২২ জুন ২০১৯
১১৮.	মাঝিপাড়া, তেতুলিয়া ৮ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Sympa Solar Ltd.)	৮	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	২৩ জুলাই ২০১৯
১১৯.	রংপুর ১১৩ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১২ আগস্ট ২০১৯
১২০.	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ১১০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কর্ণফুলি পাওয়ার)	১১০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ আগস্ট ২০১৯
১২১.	শিকলবাহা, চট্টগ্রাম ৫৪ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (জোড়িয়াক পাওয়ার)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ আগস্ট ২০১৯
*	সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মে.ও. সিসিপিপি (এসটি ইউনিট)	১১৮	গ্যাস	ইজিসিবি	০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯
*	বিবিয়ানা ৪০০ মে.ও. সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (এসটি)	১১৫	গ্যাস	বিউবো	২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১২২.	বগুড়া ১১৩ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট- ১) (কনফিডেন্স পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৭ নভেম্বর ২০১৯
১২৩.	ফেনী ১১৪ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (লাকধানাতি)	১১৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২৪ নভেম্বর ২০১৯

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১২৪.	চৌমুহনী, নোয়াখালি ১১৩ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এইচ এফ পাওয়ার)	১১৩	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৯
১২৫.	আপলোডেশন অব সিলেট ১৫০ মে.ও. পাওয়ার প্র্যান্ট টু ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি	৮৯	গ্যাস	বিউবো	১৪ মার্চ ২০২০
১২৬.	জলদা, চট্টগ্রাম ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইউনিট-২ (একর্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিস লি.)	১০০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ মার্চ ২০২০
১২৭.	পায়রা, পটুয়াখালি ২X৬৬০ মে.ও. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১ম ইউনিট)	৬২২	কয়লা	বিসিপিপিএল (JV of NWPGL & CMC, China)	১৫ মে ২০২০
১২৮.	মেঘনাঘাট ১০৪ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ওরিয়ন পাওয়ার সোনারগাঁও লি.)	১০৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৩০ জুন ২০২০
১২৯.	সুতিয়াখালি, ময়মনসিংহ ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (HDFC Sin Power Ltd)	৫০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	৪ নভেম্বর ২০২০
১৩০.	মানিকগঞ্জ ১৬২ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফাস্ট-ট্রেক)(মানিকগঞ্জ পাওয়ার জেনারেশনস লিমিটেড)	১৬২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ ডিসেম্বর ২০২০
*	পায়রা, পটুয়াখালি ২X৬৬০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় ইউনিট)	৬২২	কয়লা	বিসিপিপিএল (JV of NWPGL & CMC, China)	৮ ডিসেম্বর ২০২০
১৩১.	টাঙ্গাইল ২২ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ডুয়েল ফুয়েল) (টাঙ্গাইল পল্টী পাওয়ার জেনারেশন লি.)	২২	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ডিসেম্বর ২০২০
১৩২.	পটিয়া, চট্টগ্রাম ১১৬ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আনলিমা এর্নাজি)	১১৬	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৪ জানুয়ারি ২০২১
১৩৩.	পটুয়াখালী ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনাইটেড পায়রা পাওয়ার লি.)	১৫০	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১৮ জানুয়ারি ২০২১
১৩৪.	বিবিয়ানা দক্ষিণ ৩৮৩ মে.ও. সিসিপিপি	৩৮৩	গ্যাস	বিউবো	২৮ জানুয়ারি ২০২১
১৩৫.	শাহজিবাজার ১০০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র	১০০	গ্যাস	বিউবো	১ ফেব্রুয়ারি ২০২১
১৩৬.	ভৈরব ৫৪ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভৈরব পাওয়ার লি.)	৫৪	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	৮ মার্চ ২০২১
১৩৭.	মানিকগঞ্জ ৩৫ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Inspectra Solar Ltd.)	৩৫	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	১২ মার্চ ২০২১
১৩৮.	সিরাজগঞ্জ ৬.৫৫ মে.ও. সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র	৬	সৌর	এনডব্লিউপিজিসিএল	৩০ মার্চ ২০২১
১৩৯.	ঘোড়াশাল ৪১৬ মে.ও. সিসিপিপি (ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং)(জিটি ইউনিট)	২৬০	গ্যাস	বিউবো	১ এপ্রিল ২০২১
১৪০.	ভোলা ২২০ মে.ও. সিসিপিপি (নুতন বিদ্যুৎ (বাংলাদেশ) লি.)	২২০	গ্যাস/ এইচএসডি	বেসরকারি (বিউবো)	৯ জুন ২০২১
১৪১.	কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ৫৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কাঞ্চন পূর্বাচল পাওয়ার লি.)	৫৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	২০ ডিসেম্বর ২০২১

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	মালিকানা	চালুর তারিখ
১৪২.	বড়দুর্গাপুর, মংলা, বাগেরহাট ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনারগন)	১০০	সৌর	বেসরকারি (বিউবো)	২৯ ডিসেম্বর ২০২১
১৪৩.	চাঁদপুর ১১৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ভূরিন পাওয়ার)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২
১৪৪.	ঠাকুরগাঁও ১১৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন)	১১৫	এইচএফও	বেসরকারি (বিউবো)	১ মার্চ ২০২২
১৪৫.	আগুগঞ্জ ৪০০ মে.ও. সিসিপিপি (পূর্ব) (জিটি ইউনিট)	২৮৪	গ্যাস	এপিএসসিএল	২৩ জুন ২০২২
	মোট	১৮,৭৫০			



ময়মনসিংহ ২০০ মেগাওয়াট এইচএফও বিদ্যুৎ কেন্দ্র

* ইতোমধ্যে চালু বিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসেবে দেখানো হয়েছে।

খ. নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ
(সরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাত, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৩৪টি, মোট ১২,৯৮৭ মেগাওয়াট)

(খ.১) সরকারি খাত:

(খ.১.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৩,৮৬৬ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	মিরসরাই ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বি-আর পাওয়ারজেন ইপিসিঃ সিনো হাইড্রো, চায়না	০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮	১৬০	এইচএফও/ গ্যাস	সেপ্টেম্বর ২০১৯	সেপ্টেম্বর ২০২২	অগ্রগতি: ৯৯%
২.	খুলনা ৩৩০ মে.ও. ডুয়েল ফুয়েল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ HE-ETERN JV,China	১৭ নভেম্বর ২০১৬	৩৩৬	গ্যাস/ ডিজেল	জিটি: ২০ অক্টোবর ২০২০ এসটি: ১৬ অক্টোবর ২০২১	জিটি: জুলাই ২০২২ এসটি: নভেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ৭০%
*	ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং (এস টি ইউনিট) সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ Alstom Switzerland Ltd & CMC, China	১২ জানুয়ারি ২০১৪	১৫৬	গ্যাস		মার্চ ২০২৩	অগ্রগতি: ৯৭%
৩.	ঘোড়াশাল ইউনিট-৪ রিপাওয়ারিং সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ CEEG, GPEC, China	০৬ জুন ২০১৬	৪০৯	গ্যাস	জিটি: ৩০/০৪/২০১৮ এসটি: ৩০/০৪/২০১৯	এপ্রিল ২০২৩	অগ্রগতি: ৯৫%
৪.	সৈয়দপুর ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বিপিডিবি ইপিসিঃ ডংফেং ইলেক্ট্রিক ইন্টারন্যাশনাল	২২ জানুয়ারি ২০১৯	১৬২	ডিজেল		জুন ২০২৩	অগ্রগতি: ৪৮%
৫.	শ্রীপুর, গাজীপুর ১৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ বি-আর পাওয়ারজেন ইপিসিঃ Max Infrass Ltd.	১৪ অক্টোবর ২০১৮	১৬৩	এইচএফও		জুন ২০২৩	অগ্রগতি: ১০%
৬.	ময়মনসিংহ ৩৬০ মে.ও. সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল) সংস্থাঃ আরপিসিএল ইপিসিঃ Harbin Electric Int. Company Ltd.	৩১ অক্টোবর ২০১৯	৪২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটি: জুন ২০২৪ এসটি: ডিসেম্বর ২০২৪	অগ্রগতি: ৫%

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
৬.	ময়মনসিংহ ৩৬০ মে.ও. সিসিপিপি (ডুয়েল ফুয়েল) সংস্থাঃ আরপিসিএল ইপিসিঃ Harbin Electric Int. Company Ltd. X	৩১ অক্টোবর ২০১৯	৪২০	গ্যাস/ ডিজেল		জিটি: জুন ২০২৪ এসটি: ডিসেম্বর ২০২৪	অগ্রগতি: ৫%
৭.	রূপসা ৮০০ (২X৪০০) মে.ও. সিসিপিপি সংস্থাঃ এনডব্লিউপিজিসিএল ইপিসিঃ SEC & Ansaldo	২৮ নভেম্বর ২০১৯	৮৮০	এলএনজি	১ম ইউনিট: সেপ্টেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিট: ডিসেম্বর ২২	১ম ইউনিট: অক্টোবর ২০২৩ ২য় ইউনিট: এপ্রিল ২০২৪	অগ্রগতি: ৫২%
৮.	মাতারবাড়ি ১২০০ মে.ও. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ সিপিজিসিবিএল ইপিসিঃ Sumitomo, Japan	২৭ জুলাই ২০১৭	১২০০	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিট: জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিট: জুলাই ২০২৪	১ম ইউনিট: জানুয়ারি ২০২৪ ২য় ইউনিট: জুলাই ২০২৪	অগ্রগতি: ৫৮%
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		৮ টি	৩,৮৮৬				

(খ.১.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৫৩ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	সিরাজগঞ্জ ২ মে.ও. বায়ুভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প সংস্থাঃ বিপিডিবি	১৫ জানুয়ারি ২০১৮	২	বায়ু		জুন ২০২২	পরীক্ষা মূলকভাবে চালু হয়েছে
২.	বরিশাল ১ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প সংস্থাঃ বিপিডিবি	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১	১	সৌর		অক্টোবর ২০২৩	অগ্রগতি: লে আউট অনুমোদন হয়েছে
৩.	সোনাগাজী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প সংস্থাঃ ইজিসিবি	১৫ জুন ২০২১	৫০	সৌর		ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ১৫.৫০%
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		৩ টি	৫৩				
মোট সরকারি খাত (খ.১.১+খ.১.২)		১১ টি	৩,৯৩৯ মেগাওয়াট				

(খ.২) যৌথ উদ্যোগ:

(খ.২.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৩,৭২৫ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	মৈত্রী সুপার ১৩২০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BIFPCL (JV of BPDB & NTPC, India) ইপিসিঃ BHEL, INDIA	১২ জুলাই ২০১৬	১২৩৪	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিট: ফেব্রুয়ারি ২০২১ ২য় ইউনিট: আগস্ট ২০২১	১ম ইউনিট: ডিসেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিট: জুন ২০২৩	অগ্রগতি: ৮০%
২.	পটুয়াখালী ১৩২০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ RNPL(JV of RPCL & Norinco, China) ইপিসিঃ TEPC-CHEC-CWEC	৫ মার্চ ২০১৯	১২৪৭	আমদানিকৃত কয়লা	১ম ইউনিট: ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ২য় ইউনিট: আগস্ট ২০২৩	১ম ইউনিট: মার্চ ২০২৪ ২য় ইউনিট: আগস্ট ২০২৪	অগ্রগতি: ৫৯%
৩.	পায়রা, পটুয়াখালী ১২০০-১৩২০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়) সংস্থাঃ BCPCL (JV of NWPGL & CMC, China) ইপিসিঃ NEPC & CECC	২৭ ডিসেম্বর ২০১৮	১২৪৪	আমদানিকৃত কয়লা		১ম ইউনিট: জুন ২০২৫ ২য় ইউনিট: ডিসেম্বর ২০২৫	অগ্রগতি: ২৩%
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)		৩ টি	৩,৭২৫				

(খ.২.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৬৮ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	সিরাজগঞ্জ ৬৮ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাঃ BCRECL (JV of NWPGL&CMC, China)	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২	৬৮	সৌর		ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলছে
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)		১ টি	৬৮				
মোট যৌথ উদ্যোগ (খ.২.১.+খ.২.২)		৪ টি	৩,৭৯৩ মেগাওয়াট				

(খ.৩) বেসরকারি খাত:

(খ.৩.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৪,৭৪৬ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	হাতিয়া ১৫ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (দেশ এনার্জি লি.)	০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২	৫	এইচএফও		জুন ২০২২	অগ্রগতি: ৭০%
২.	চট্টগ্রাম ২x৬১২ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প স্পন্সর: এসএস পাওয়ার	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	১,২২৪	আমদানিকৃত কয়লা	নভেম্বর ২০১৯	১ম ইউনিট: ডিসেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিট: মার্চ ২০২৩	অগ্রগতি: ৮৯%
৩.	মেঘনাঘাট, নারায়ণগঞ্জ ৫৮৪ মে.ও. সিসিপিপি স্পন্সর: ইউনিক মেঘনাঘাট পাওয়ার লিমিটেড	২৪ জুলাই ২০১৯	৫৮৪	এলএনজি	২৩ জুলাই ২০২২	মার্চ ২০২২	অগ্রগতি: ৫৫%
৪.	বরিশাল ৩০৭ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: বরিশাল ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানী	১২ এপ্রিল ২০১৮	৩০৭	আমদানিকৃত কয়লা	১২ জানুয়ারি ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতি: ৮৮%
৫.	মেঘনাঘাট ৫৮৩ মে.ও. সিসিপিপি স্পন্সর: সামিট মেঘনাঘাট-২ পাওয়ার কোম্পানি লি.	১৪ মার্চ ২০১৯	৫৮৩	এলএনজি/ এইচএসডি	১৪ মার্চ ২০২২	৩১ মার্চ ২০২৩	অগ্রগতি: ৬১%
৬.	মেঘনাঘাট ৭১৮ মে.ও. সিসিপিপি (রিলায়েন্স পাওয়ার লি.)	১ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৭১৮	এলএনজি	৩১ আগস্ট ২০২২	৩১ মার্চ ২০২৩	অগ্রগতি: ৫৫%
৭.	কেরানীগঞ্জ ১০০ মে.ও. পিকিং পাওয়ার প্রক্ট (খুলনা) স্পন্সর: পাওয়ার প্যাক মুতিয়ারা	২৫ আগস্ট ২০১১	১০০	এইচএফও	২৫ নভেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর ২০২৩	অগ্রগতি: ৩%
৮.	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ৫৯০ মে.ও. সিসিপিপি (ইউনাইটেড চট্টগ্রাম পাওয়ার লি.)	২৮ অক্টোবর ২০২১	৫৯০	গ্যাস/ এলএনজি	২৮ জানুয়ারি ২০২৬	জানুয়ারি ২০২৬	অগ্রগতি: ৪%
৯.	ঢাকা ৬৩৫ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ (ঢাকা-২)	২১ এপ্রিল ২০১৬	৬৩৫	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৩	ডিসেম্বর ২০২৬	অগ্রগতি: গজারিয়ার পরিবর্তে মহেশখালী/ মাতারবাড়িতে বিকল্প জায়গা চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		৯ টি	৪,৭৪৬				

(খ.৩.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৫০৯ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১.	পাটখাম, লালমনিরহাট ৫ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: GHEL,BD & CETC, China	২৯ জানুয়ারি ২০১৮	৫	সৌর	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	জুন ২০২৩	অগ্রগতি: ইপিসি কার্যক্রম চলছে
২.	গয়ানগাট সিলেট ৫ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ইকি সূজি অ্যান্ড সান সোলার পাওয়ার	০২ আগস্ট ২০১৮	৫	সৌর	৩০ ডিসেম্বর ২০২০	ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতি: ইপিসি নিয়োগ করা হয়েছে
৩.	লালমনিরহাট ৩০ মে.ও. সৌর পার্ক স্পন্সর: ইনট্রাকো সোলার লি.	২৭ আগস্ট ২০১৭	৩০	সৌর	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১	জুন ২০২২	অগ্রগতি: যন্ত্রপাতি আমদানি শুরু হয়েছে
৪.	তেতুলিয়া, পঞ্চগড় ৩০ মে.ও. সৌর পার্ক (করতোয়া সোলার লি.)	২৭ জানুয়ারি ২০২০	৩০	সৌর	২৬ মার্চ ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতি: ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে
৫.	সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা ২০০ মে.ও. সৌর পার্ক স্পন্সর: তিস্তা সোলার লি.	২৬ অক্টোবর ২০১৭	২০০	সৌর	২৬ অক্টোবর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতি: যন্ত্রপাতি আমদানি শুরু হয়েছে
৬.	ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ ৩২ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: Haor Bangla- Korea Green Energy Ltd.	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩২	সৌর	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১	ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতি: সম্মালন লাইন নির্মাণ কাজ চলছে
৭.	কল্পবাজার ৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্পন্সর: ইউএস-ডিকে গ্রিন এনার্জি (বিডি) লি.	১৫ মে ২০১৪	৬০	বায়ু	৩১ ডিসেম্বর ২০২১	ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতি: সম্মালন লাইন নির্মাণ কাজ চলছে
৮.	বেড়া, পাবনা ৩.৭৭ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (মোস্তফা মোটর)	২৯ ডিসেম্বর ২০২১	৩.৭৭	সৌর		ডিসেম্বর ২০২২	অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলছে
৯.	পাবনা ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সাপরজি পালনজি ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লি., ইন্ডিয়া)	২৪ মার্চ ২০২২	১০০	সৌর		জুন ২০২৩	অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলছে

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	RCOD তারিখ	সম্ভাব্য চালুর তারিখ	মন্তব্য
১০.	আমিনবাজার ৪২.৫০ মে.ও. (নেট) বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প, স্পন্সর: CMEC, China	১ ডিসেম্বর ২০২১	৪২.৫	বর্জ্য		ডিসেম্বর ২০২৪	অগ্রগতি: প্রাথমিক কাজ চলছে
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		১০ টি	৫০৯				
মোট বেসরকারি খাত (খ.৩.১+খ.৩.২)		১৯ টি	৫,২৫৫ মেগাওয়াট				
মোট নির্মাণাধীন (সরকারি+যৌথ উদ্যোগ+বেসরকারি)		৩৪ টি	১২,৯৮৭ মেগাওয়াট				



মৈত্রী সুপার ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল, বাগেরহাট

গ. চুক্তি স্বাক্ষর এবং দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ
(সরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাত, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২২টি, মোট ২,৫৭৭ মেগাওয়াট)

(গ.১) চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন সরকারি খাত:

(গ.১.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)						

(গ.১.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)						
২. ক মোট সরকারি খাত						

(গ.২) চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন যৌথ উদ্যোগ:

(গ.২.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)						

(গ.২.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	পাবনা ৬৪.৫৫ মে.ও. সৌর পার্ক (JV of NWPGL & CMC, China)	BCRECL	৬৫	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	২৪-০৪-২০২২ তারিখে সংশোধিত LOI ইস্যু করা হয়েছে। Proposal security জমা দেয়া হয়েছে।
২.	মাদারগঞ্জ, জামালপুর ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (সিআইআরই এবং বি-আর পাওয়ারজেন লি.)	যৌথ উদ্যোগ	১০০	সৌর	জুন ২০২৪	২৭-০১-২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। JV Company formation under process.
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		২ টি	১৬৫			
২. ক মোট সরকারি খাত		২ টি	১৬৫	মেগাওয়াট		

(গ.৩) চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন বেসরকারি খাত:

(গ.৩.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ১,৮২০ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	ফেঞ্চুগঞ্জ ৫০ মে.ও. বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এনআরবি)	আইপিপি	৫০	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৪	Purchase কমিটি কর্তৃক ২৯/০৯/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
২.	মেঘনাঘাট ৪৫০ মে.ও. সিসিপিপি (আনলিমা পাওয়ার)	আইপিপি	৪৫০	গ্যাস/ এলএনজি	জানুয়ারি ২০২৬	২৫/০৬/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৩.	গজারিয়া ৬৬০ মে.ও. সিসিপিপি (EPH-WPL)	আইপিপি	৬৬০	এলএনজি	জানুয়ারি ২০২৬	০৯/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৪.	মিরসরাই ৬৬০ মে.ও. সিসিপিপি (কনফিডেন্স)	আইপিপি	৬৬০	এলএনজি	জুন ২০২৭	১৬/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		৪ টি	১,৮২০			

(গ.৩.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ৫৯২ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	জামালপুর ৮৫২ কিঃওঃ রফটপ সৌর প্রকল্প	আইপিপি	০.৮৫২	সৌর	আগস্ট ২০২২	১১-০৩-২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। RLA of 22 Buildings has been done.
২.	মৌলভীবাজার, সিলেট ১০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	১০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	০৪-০২-২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
৩.	পঞ্চগড় ৫০ মে.ও. সৌর পার্ক (৮মিনিট সিঙ্গাপুর হোল্ডিংস)	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	২০/০৮/২০১৭ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
৪.	চাঁদপুর ৭ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (J V of Appolo Engg & Construction Ltd. & S.M.E. Electrical Private Ltd.)	আইপিপি	৭	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	০৬-০৯-২০২০ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন
৫.	ভিমলা, নিলফামারি ৫০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (এসকেটিক সোলার এএসএ)	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	২৭-০১-২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
৬.	দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ২০ মে.ও. সৌর পার্ক (Rahimafrooz Renewable Energy Ltd. & Shunfeng Investment Ltd.)	আইপিপি	২০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	০৩/০২/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৭.	ধামরাই, ঢাকা ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Consortium of IBV Vogt GmbH & SS Agro Complex Ltd)	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২২	১০/০৭/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
৮.	নারায়ণগঞ্জ ৬ মে.ও. বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প	আইপিপি	৬	বর্জ্য	ডিসেম্বর ২০২৩	১১/১০/২০২০ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
৯.	সোনাগাজী, ফেনী ৩০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র (Bhagwati Products Ltd. & Regen Powertech Pvt. Ltd. India)	আইপিপি	৩০	বায়ু	জানুয়ারি ২০২৪	২৭-০১-২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১০.	বারয়েরহাট, চট্টগ্রাম ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	জুন ২০২৩	১৫/১২/২০১৯ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting চলছে।
১১.	মংলা বাগেরহাট ৫৫ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫৫	বায়ু	জুন ২০২৩	১৯-০১-২০২১ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। Vetting সম্পন্ন হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।
১২.	তেরখাদা, খুলনা ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	০৯/১১/২০২১ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৩.	চুয়াডাঙ্গা ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	০৫/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৪.	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ৪২.৫ মে.ও. বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প। স্পন্সরঃ Canves Environmental Investment Company Ltd.	আইপিপি	৪২.৫	বর্জ্য	ডিসেম্বর ২০২৪	১২/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে। PPA চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।
১৫.	ঈশ্বরদী, পাবনা ৭০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৭০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	৩০/০১/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
১৬.	মুজাগাছা, ময়মনসিংহ ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	০৯/০২/২০২২ তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		১৬ টি	৫৯২			
মোট বেসরকারি খাত (গ.ও.১+গ.ও.২)		২০ টি	২,৪১২	মেগাওয়াট		
মোট চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন (সরকারি+বৈধ উদ্যোগ+বেসরকারি)		২২ টি	২,৫৭৭	মেগাওয়াট		

সরকারি, যৌথ উদ্যোগ ও বেসরকারি খাতে দরপত্র প্রক্রিয়াধীন
৫৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৪টি

(গ.৪) দরপত্র প্রক্রিয়াধীন সরকারি খাত:

(গ.৪.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৪০০ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	রাউজান, চট্টগ্রাম ৪০০ ± ১০% মে.ও. সিসিপিপি	বিপিডিবি	৪০০	গ্যাস	ডিসেম্বর ২০২৫	দরপত্র মূল্যায়ন চলছে।
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		১ টি	৪০০			

(গ.৫) দরপত্র প্রক্রিয়াধীন বেসরকারি খাত:

(গ.৫.১) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	নেত্রকোনা ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	সৌর	জুন ২০২৩	বর্তমানে ক্রয়প্রস্তাবটি Purchase কমিটির অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।
২.	ইনানী, কক্সবাজার ৫০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	বায়ু	জুন ২০২৩	বর্তমানে ক্রয়প্রস্তাবটি Purchase কমিটির অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।
৩.	চাঁদপুর ৫০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫০	বায়ু	জুন ২০২৩	বর্তমানে ক্রয়প্রস্তাবটি Purchase কমিটির অনুমোদনের জন্য অপেক্ষমান রয়েছে।
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		৩ টি	১৫০			

ঘ. পরিকল্পনাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ (২০৩০ সাল পর্যন্ত)

(ঘ.১) সরকারি খাত:

(ঘ.১.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৫,৫৯৫ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	হরিপুর ২৫০ মে.ও. সিসিপিপি	বিপিডিবি	২৫০	এলএনজি	জুন ২০২৫	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
২.	ঘোড়াশাল ২২৫ মে.ও. সিসিপিপি	বিপিডিবি	২২৫	এলএনজি	জুন ২০২৬	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
৩.	ময়মনসিংহ ৪০০ ± ১০% মে.ও. সিসিপিপি	বি-আর পাওয়ার জেন	৪০০	এলএনজি	জুন ২০২৬	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
৪.	সিদ্ধিরগঞ্জ ৬০০ ± ১০% মে.ও. সিসিপিপি	বিপিডিবি	৫৫০	এলএনজি	জুন ২০২৭	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
৫.	গজারিয়া ৬০০ ± ১০% মে.ও. সিসিপিপি	আরপিসিএল	৫৫০	এলএনজি	জুন ২০২৭	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
৬.	মহেশখালি ১২০০-১৩২০ মে.ও. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ECA Funding)	বিপিডিবি	১৩২০	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০২৮	২য় ধাপের দরপত্র আহবানের জন্য অপেক্ষমান
৭.	সোনাগাজী, ফেনী ৬০০ ± ১০% মে.ও. সিসিপিপি	ইজিসিবি	৫৫০	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০২৮	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে
৮.	মাতারবাড়ি ১২০০ মে.ও. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (২য় পর্যায়)	সিপিজিসিবিএল	১২০০	আমদানিকৃত কয়লা	জুন ২০৩০	Feasibility Study চলাছে
৯.	ভেড়ামারা ৬০০ ± ১০% মে.ও. সিসিপিপি	বিপিডিবি	৫৫০	এলএনজি	ডিসেম্বর ২০৩০	প্রাথমিক কাজ চলছে
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		৯ টি	৫,৫৯৫			

(ঘ.১.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ১,৫৮৬ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	পঞ্চগড় ৩০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	৩০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ চলমান।
২.	গজারিয়া ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৩	EOI for JV under evaluation
৩.	পটুয়াখালী ১০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আরপিসিএল	১০	বায়ু	জুন ২০২৪	Under Planning
৪.	মাদারগঞ্জ, জামালপুর ১০০ মে.ও. সৌর পার্ক	আরপিসিএল	১০০	সৌর	আগস্ট ২০২৪	PQ আহ্বান করা হয়েছে।

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
৫.	সোনাগাজী, ফেনী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র-২	ইজিসিবি	১০০	সৌর	জুন ২০২৪	• MoU has been signed with Marubeni Corporation, Japan on 20 May 2021.
৬.	সোনাগাজী, ফেনী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র-১	ইজিসিবি	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৪	• MoU was signed to develop the project forming Joint Venture Company.
৭.	পটুয়াখালী ২০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	এপিএসসি এল	২০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৫	Preliminary works going on.
৮.	সোনাগাজী, ফেনী ৮২.৫০ মে.ও. সৌর পার্ক	বিপিডিবি	৮৩	সৌর	জুন ২০২৬	PDPP approved on 07.03.2022.
৯.	গঙ্গাছড়া, রংপুর ৬৮.৬০ মে.ও. সৌর পার্ক	বিপিডিবি	৬৯	সৌর	জুন ২০২৬	PDPP approved on 07.03.2022.
১০.	পারকি বিচ, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম ১০০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ইজিসিবি	১০০	বায়ু	জুন ২০২৬	• Feasibility Study completed; PDPP approved & ERD sent letter for financing.
১১.	রায়পুরা, নরসিংদী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	এপিএসসি এল	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৭	Land acquisition under process.
১২.	বরিশাল ২ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফেইস-১)	বিপিডিবি	২	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৭	Under Planning
১৩.	মাতারবাড়ি, কক্সবাজার ৫০ মেঃওঃ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিপিজিসিবি এল	৫০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৮	Feasibility Study has been completed.
১৪.	বরিশাল ২ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফেইস-২)	বিপিডিবি	২	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৮	Under Planning
১৫.	মাতারবাড়ি, কক্সবাজার ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	সিপিজিসিবি এল	৫০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৮	Discussion going on with JICA, ADB, WB for financing.
১৬.	সোনাগাজী, ফেনী ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র-৩	ইজিসিবি	১০০	সৌর	জুন ২০২৯	Land acquisition under process.
১৭.	সোনাগাজী, ফেনী ২০ মে.ও. বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ইজিসিবি	২০	বায়ু	জুন ২০২৯	Land acquisition under process.
১৮.	রামপাল ২৬০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	২৬০	সৌর	জুন ২০২৬	Inhouse feasibility study report approved by BPDB board. DPP under preparation.

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১৯.	মহেশখালী ১৬০-২৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিভিবি	১৬০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৯	Under Planning
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (সরকারি)		১৯ টি	১,৫৮৬			
মোট সরকারি খাত (ঘ.১.১+ঘ.১.২)		২৮ টি	৭,১৮১ মেগাওয়াট			

(ঘ.২) যৌথ উদ্যোগ:

(ঘ.২.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক: ৫,৩৮৭ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	পায়রা ৩x১২০০ মে.ও. সিসিপিপি (১ম ও ২য় পর্যায়)	যৌথ উদ্যোগ	২৪০০	এলএনজি	জুন ২০২৫ জুন ২০২৭	Siemens এবং NWPGLGi মধ্যে JDA স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন
২.	মহেশখালী ৩x১২০০ মে.ও. এলএনজিভিত্তিক সিসিপিপি (১ম ও ২য় পর্যায়)	যৌথ উদ্যোগ	২৪০০	এলএনজি	জুন ২০২৭ জুন ২০২৮	GE এবং BPDB-এর মধ্যে ১১-০৭-২০১৮ তারিখে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে
৩.	৫০০-৬০০ মে.ও. এলএনজি ভিত্তিক সিসিপিপি (JV of CPGCBL & Mitsui & Co. Ltd, Japan)	যৌথ উদ্যোগ (জাপান)	৫৮৭	এলএনজি	জুন ২০২৮	প্রকল্পের Feasibility Study এবং ESIA Study এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)		৩ টি	৫,৩৮৭			

(ঘ.২.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ২১০ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	পায়রা ৫০ মেঃওঃ বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র (JV of NWPGL & CMC, China)	BCRECL	৫০	বায়ু	ডিসেম্বর ২০২৩	Feasibility Study done. EIA completed and approved.
২.	বে অব বেঙ্গল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড ১৬০-২৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	BBPCL	১৬০	সৌর	ডিসেম্বর ২০২৯	Under Planning
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (যৌথ উদ্যোগ)		২ টি	২১০			
মোট যৌথ উদ্যোগ (ঘ.২.১+ঘ.২.২)		৫ টি	৫,৫৯৭ মেগাওয়াট			

(ঘ.৩) বেসরকারি খাত:

(ঘ.৩.১) জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক:

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
মোট জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)						

(ঘ.৩.২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক: ১৪৫ মেগাওয়াট

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৪৫ মে.ও. বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প স্পঞ্জরঃ Canves Environmental Investment Company Ltd.	বেসরকারি (বিউবো)	৪৫	বর্জ্য	জুন ২০২৩	স্পঞ্জর কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত Proposal কারিগরি কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন চলছে।
২.	শেখ আহমেদ ডালমুক আল-মাকতুম (UAE) ১০০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বেসরকারি (বিউবো)	১০০	সৌর	ডিসেম্বর ২০৩০	As per MOU with Sheikh Ahmed Dalmook Al-Maktoum, UAE (extended on 16.03.2022)
মোট নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক (বেসরকারি)		২ টি	১৪৫			
মোট বেসরকারি খাত		২ টি	১৪৫ মেগাওয়াট			
মোট পরিকল্পনাধীন (সরকারি +যৌথ উদ্যোগ+বেসরকারি)		৩৫ টি	১২,৯২৩ মেগাওয়াট			

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যক্রম

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মোট ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চালুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র	২,৪০০	নিউক্লিয়ার	১ম ইউনিট: ১৭.০২.২০২৪ ২য় ইউনিট: ২২.১০.২০২৪	নির্মাণ কাজ চলছে
মোট		২,৪০০			

বিদ্যুৎ আমদানি কার্যক্রম

ক্রম	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মোট ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরন	চাদুর সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান অবস্থা
১.	ঝাড়খন্ড, ইন্ডিয়া ১৬০০ মে.ও. কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (আদানি গ্রুপ)	১,৪৯৬	আমদানি	১ম ইউনিট: ডিসেম্বর ২০২২ ২য় ইউনিট: মার্চ ২০২৩	অগ্রগতি: ৮৫%
২.	বিদ্যুৎ আমদানি (জি এম আর)	৫০০	আমদানি	জুন ২০২৯	৩০/০১/২০২০ ইং তারিখে LOI ইস্যু করা হয়েছে।
	মোট	১,৯৯৬			



ফিনল্যান্ডের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশের মাননীয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ। তারিখ: ৮ জুন ২০২২

পরিশিষ্ট

২

প্রকল্পসমূহের তালিকা



মেঘনা ঘাট ১০৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র

ক. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে
অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প অধিষ্টি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	ফর-জুন ২০২১ এর ক্রয়পঞ্জিত অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)			মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
			টাকা	টাকা		টাকা	টাকা			
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			
			সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)			
			সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)		সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)			
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)		-	ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)
-	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বিদ্যুৎ বিতরণ (নিজস্ব)										
১	১০১৮০১	টেকনিক্যাল এনিসট্রিপ ফর বাংলাদেশ পাওয়ার সেক্টর ডেভেলপমেন্ট এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২২), এডিবি, অনুমোদিত, (মোঃ নূরুল আলম, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা))	১৪৬০০.০০	৩৩৫০.৫৬	২২.৯৫%	২৮৫৭.০০	৬৩.০০	২৮৫০.৫	৯৯.৭৭%	১০০.০০%
			১০৪০.০০	১৬৪.৭৯	১৫.৮৫%	৬৩.০০		৬০.৪৩	৯৫.৯২%	---
			১৩৫৬০.০০	৩১৮৫.৭৭	২৩.৪৯%	২৭৯৪.০০		২৭৯০.০৭	৯৯.৮৬%	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---	ভৌত অগ্রগতি (%)		---		১০০.০০%		১০০.০০%
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড										
২	১১১৫০১	মোড়ানাল-৩ টি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট, (০১/০১/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২২), ECA, অনুমোদিত, (মোঃ আব্দুল্লাহ বিন আজিজ, প্রকল্প পরিচালক (আরথ্যাড))	২৯৫৪৬৬.৫৯	১৬২৪৬৮.৪৩	৫৪.৯৯%	৩০১.০০	৬৩.০০	৭১২.০০	২৩৬.৫৪%	১০০.০০%
			৮৬৭৮.২১	৫০০০.০০	৫৭.৬২%	০		০	০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			২৬১০০.০১	৫.০০	০.০২%	৩০০.০০		৭১২.০০	---	
			২৬০৬৮৮.৩৭	১৫৭৪৬৮.৪৩	৬০.৪০%	১.০০		০	---	
			---	৯৯.৬০%		---		১০০.০০%		১০০.০০%
৩	১১১৫০২	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন, (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, (মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, প্রকল্প পরিচালক)	৯৫৩৬৬.৬৬	৮০৩৬৮.০০	৮৪.২৭%	১২০৪২.০০	১০৭০০.০০	১০৮৬৫.৪৫	৯১.০৬%	১০০.০০%
			৮৯৬৩২.১৭	৮০৩৬৮.০০	৮৯.৬৬%	১০৭০০.০০		৯৬৭৬.৬৭	৯০.৪৪%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			৫৭৩৪.৪৯	০	০.০০%	১৩৪২.০০		১২৮৮.৭৮	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---	৯৫.৮০%		---		১০০.০০%		১০০.০০%
৪	১১১৬০১	মোড়ানাল ৪র্থ ইউনিট টি-পাওয়ারিং প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, (মোঃ আর বাজিদ (প্রকল্প পরিচালক (আরথ্যাড)))	২০৭১৯৮.৫৬	১৩৮৭৮৩.৯৪	৬৬.৯৯%	৭০৫০.০০	৫০০.০০	৭৩৯১.৭৬	১০৪.৮৫%	১০০.০০%
			২২০৫৬.৯৭	১৫৯০৩.৯৩	৭২.১০%	৫০০.০০		৪৯৮.৮৩	৯৯.৭৭%	---
			১৬০৪৬৯.৫৯	১২২৮৮০.০১	৭৬.৫৮%	৬৫৫০.০০		৬৪১১.২৪	১০০.৯৬%	
			২৪৬৭২.২১	০	০.০০%	২০০.০০		৪৮১.৬৯	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---	৯৪.১০%		---		১০০.০০%		১০০.০০%
৫	১১১৬০২	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর জোন, বিউবো, রংপুর, (০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, (মুঃ মোস্তাফিজুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী))	১৪২৯২১.৫৮	৯২৪২৮.০৫	৬৪.৬৭%	২৩৬২৮.০০	২২৫০০.০০	২৩৯৩১.৬০	১০১.২৮%	১০০.০০%
			১৩৫৩১৪.৬০	৯২৪২৮.০৫	৬৮.৩১%	২২৫০০.০০		২২৫০০.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			৭৬০৬.৯৮	০	০.০০%	১১২৮.০০		১৪৩১.৬০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---	৮৫.০০%		---		১০০.০০%		১০০.০০%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক আর্থিক			আর্থিক আয় (ECA)	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ের জিডিপি আর্থিক হ্রাস	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর আর্থিক ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	আর্থিক আয় (ECA)	আর্থিক আয় (ECA)			মোট	আর্থিক আয় (ECA)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
				ত্রৈমাসিক আর্থিক (%)				ত্রৈমাসিক আর্থিক (%)		
৬	১১১৬০৩	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, সিঙ্গেল বিভাগ, বিউবে, (০১/০৪/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [পটুখী জামান (প্রকল্প পরিচালক (প্রঃপ্রঃ))]	২০৫২৯৫.২৮	১০৭০৪৭.০৬	৫২.১৪%	১১০৩৮.০০	১০৫০০.০০	১২১২৫.৯২	১০৯.৮৬%	১০০.০০ %
			১৯৪২৮৮.০৭	১০৭০৪৭.০৬	৫৫.১০%	১০৫০০.০০		১০৫০০.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			১১০০৭.২১	০	০.০০%	৫৩৮.০০		১৬২৫.৯২	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৮৬.০০%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
৭	১১১৭০১	খুলনা ৩৩০ মে. এ. ডুরেল ডুরেল কথোবিত্ত সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), ECA অনুমোদিত, [বেগম মোঃ ফজলুল করিম (অতিরিক্ত প্রঃ প্রঃ)]	৩৯১৯২৫.৯২	২২৩৪৮৭.৭৩	৫৭.০২%	২৩৩৮৩.০০	১৬০০.০০	২৮৪৩১.৯৯	১২১.৫৯%	১০০.০০ %
			১০০৩৬৩.৫২	৫২৪৬৯.৩২	৫.২২%	১৬০০.০০		১৬০০.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			৫৪৫২০.৯৯	২১৯৯.৪২	৪.০৩%	৪২৮৩.০০		৯৫২২.০৫	---	
			২৩৭০৪১.৪১	১৬৬৬১৯.৫৭	৭০.২৯%	১৭৫০০.০০		১৭৩০৯.৯৪	---	
			---		৬২.৮৫%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
৮	১১১৭০২	বিন পানবাটা জেলায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০৪/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [উজ্জ্বল বসুয়া (সহকার্যক প্রকৌশলী)]	৫৬৪২০.৭৩	৪৬৩৮৮.৫০	৮২.২২%	৬৮০২.০০	৫৮০০.০০	৬৬৮৫.৪৭	৯৮.২৯%	১০০.০০ %
			৫৩২৭৭.৯১	৪৬৩৮৮.৫০	৮৭.০৭%	৫৮০০.০০		৫৭৪৯.০৬	৯৯.১২%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			৩১৪২.৮২	০	০.০০%	১০০২.০০		৯৩৬.৪১	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৮৯.০৩%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
৯	১১১৮০১	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, মারামাতিং জোন (১ম সংশোধিত), (০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [মোঃ শামসুল আলম (প্রকল্প পরিচালক [অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী])]	১৬২৪৩২.৭০	৬৬৯৯৯.৫৮	৪১.২৫%	১৮৭৫০.০০	১৬২০০.০০	১৮৭২৪.৪১	৯৯.৮৬%	১০০.০০ %
			১৫২৪১৭.৯৮	৬৩৬০৬.৩৪	৪১.৭৩%	১৬২০০.০০		১৬২০০.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			১০০১৪.৭২	১৬৯৬.৬২	১৬.৯৪%	২৫৫০.০০		২৫২৪.৪১	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৬৩.২৪%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
১০	১১১৮০৩	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, স্কিন্ডা জোন, (০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [হাওলাদার মোঃ সিরাজুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক (অঃ প্রঃ))]	১৫২১৭৬.০০	৬৪৩৯৮.০০	৪২.৩২%	১২৩৪৯.০০	১২১০০.০০	১৩১৫৮.৫৩	১০৬.৫৬%	১০০.০০ %
			১৪৫৫৯৪.৭৪	৬৪১৪২.০০	৪৪.০৬%	১২১০০.০০		১২১০০.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			৬৫৮১.২৬	১২৮.০০	১.৯৪%	২৪৯.০০		১০৫৮.৫৩	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৬০.০০%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
১১	১১১৯০১	সৈয়দপুর ১৫০ মে. এ. + ১০% সিঙ্গেল সাইকেল (এইচএসডি ডিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৩), ECA, অনুমোদিত, [মোঃ আসলাম উদ্দীন (প্রকল্প পরিচালক (অঃ প্রঃ))]	১০০০৯৯.৫৮	১১০৯২.১৬	১১.০৮%	২৫১০০.০০	৫০০০.০০	২৬১৩৪.৯০	১০৪.১২%	১০০.০০ %
			৩০২৪৭.৪১	১০৭৭৭.০০	৩৫.৬৩%	৫০০০.০০		৫০০০.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			২১৫৪৭.০২	১০৭.৫৮	০.৫০%	১০০.০০		২৫৯.৬৪	---	
			৪৮৩০৫.১৫	১০০.০০	০.২১%	২০০০০.০০		২০৮৭৫.২৬	---	
			---		১২.২৮%	---			১০০.০০%	১০০.০০%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক অর্থায়ন			আরওভিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সমস্ত জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর অর্থায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	মোট	আর্থিক অর্থায়ন শতকরা (%)			মোট	আর্থিক অর্থায়ন শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			টাকা	টাকা		টাকা		টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		
			সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)		
			মোট অর্থায়ন (%)					মোট অর্থায়ন (%)		মোট লক্ষ্যমাত্রা (%)
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১২	১১১৯০২	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, চট্টগ্রাম জোন (২য় পর্যায়), (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ শামসুদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	২৫৫১৯০.৫৫	২৬২৫৪.৩২	১০.২৯%	৩৮৩১২.০০	৩৮০১৪.৯৯	৩৮৩৫৯.২২	১০০.৯১%	১০০.০০%
			২৪৫৬৯৬.৬৩	২৫১৮১.১৮	১০.২৫%	৩৮০১৫.০০		৩৮০১৪.৯৯	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৯৪৯৩.৯২	৫৩৬.৫৭	৫.৬৫%	২৯৭.০০		৬৪৪.২৩	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			১৩.০৭%			---		১১২.৮৭%	১০০.০০%	
১৩	১১১৩০৯	বিপণিত মিটারিং ফর ডিফিনিশন স্কিমিয়া এন্ড ময়নসিহ, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২০), কেএফসিইটি, অনুমোদিত, [মোঃ মোজাহারুল ইসলাম (প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী))]	১৩২৪৯.২২	২৫১২.৪৩	১৮.৯৬%	১৩১.০০	০	১২৯.৯১	৯৯.১৭%	১০০.০০%
			১৮২৫.৭৪	৫৯৬.৫৬	৩২.৬৮%	১.০০		০	০.০০%	---
			১০৪০৪.৮৫	১৯১৫.৮৭	১৮.৪১%	০		০	০.০০%	---
			১০১৮.৬৩	০	০.০০%	১৩০.০০		১২৯.৯১	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			৩০.৭৪%			---		১০০.০০%	১০০.০০%	
১৪	১১১৪০২	বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম জোন, (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ মুলান হোসেন (প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী))]	১৪২১৪৮.৪১	১১৮৯৮৬.৪৭	৮৩.৭১%	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৯৬৩৬.৪২	৯৬.৩৬%	১০০.০০%
			১৩৭৮৮৬.০৯	১১৮৯৮৬.৪৭	৮৬.২৯%	১০০০০.০০		৯৬৩৬.৪২	৯৬.৩৬%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৪২৬২.৩২	০	০.০০%	০		০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			৯৩.৭৫%			---		১০০.০০%	১০০.০০%	
১৫	১১১৭০৩	মহেশখালী পাওয়ার হাউস এর ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [শেখ শহীদুল আমান (প্রধান প্রকৌশলী)]	১৩২৪৬৫.৯৮	১৮৯০৬৬.৬৪	১৪২.৭৩%	১.০০	০	০	০.০০%	১০০.০০%
			৭৪২৫৬.১৯	৭৪২৫৬.০০	১০০.০০%	১.০০		০	০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৫৮২০৯.৭৯	৫৭৪০৫.৩২	৯৮.৬২%	০		০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			৯৭.২৫%			---		১০০.০০%	১০০.০০%	
১৬	১১২১০২	হাতিরা বীপ, নিব্বন বীপ ও কুতুবদিয়া বীপ শতকরা নিষ্করণযোগ্য ও টেকসই বিদ্যুতায়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [মোঃ ফারুক আহমেদ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩৮৪৩৬.১৫	০	০.০০%	২১৪১০.০০	২১১২৪.৪৯	২১৫৩২.৩০	১০০.৫৭%	১০০.০০%
			৩৭০৮৮.৩১	০	০.০০%	২১১৫০.০০		২১১২৪.৪৯	৯৯.৮৮%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			১৩৪৭.৮৪	০	০.০০%	২৬		৪০৭.৮১	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			০.০০%			---		১০০.০০%	১০০.০০%	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		অপ-জুন ২০২১ এর তফসূলিত অগ্রগতি		আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ে জিএবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			
			মোট	টাকা	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মোট		মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	
			প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (ECA)	শতকরা (%)	শতকরা (%)
-	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১০	১০
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড												
১৭	১২১৬০১	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ, (০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩১৬৬২.৩৬	৭৬৫২০৫.৯৮	৯২.০১%	২৪৪৮২.০০	২৪৪৮২.০০	২৪৪৬৫.৪৯	৯৯.৯৩%	১০০.০০%	১০০.০০%	---
			৮৩১৬৬২.৩৬	৭৬৫২০৫.৯৮	৯২.০১%	২৪৪৮২.০০		২৪৪৬৫.৪৯	৯৯.৯৩%		---	
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%			
			০	০	০.০০%	০		০	---			
			০	০	০.০০%	০		০	---			
			---		৯৬.০৮%	---			১০০.০০%			১০০.০০%
১৮	১২১৭০১	শতকরা পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিকল্প নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাঙ্গামাঠী, রুপপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), সঃ অমুঃ, [অসিত কুমার জৈমিক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৬২৭৫৬৬.৮১	৫০৭৪৯৭.৯৯	৮০.৮৭%	৯৫৯৯৪.০০	৯০২০০.০০	৯৫৫৮৮.০০	৯৯.৫৮%	১০০.০০%	১০০.০০%	---
			৬২১৩৯৮.০০	৫০৭৪৯৭.৯৯	৮১.৬৭%	৯০২০০.০০		৯০২০০.০০	১০০.০০%		---	
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%			
			৬১৬৬৮.৮১	০	০.০০%	৫৭৯৪.০০		৫৩৮৮.০০	---			
			০	০	০.০০%	০		০	---			
			---		৮৫.৭৭%	---			১০০.০০%			১০০.০০%
১৯	১২১৭০২	শতকরা পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিকল্প নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), সঃ অমুঃ, [আব্দুর রহিম মল্লিক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৬৬৪৬০০.০০	৫৪৩৫৭২.৮৩	৮১.৭৯%	৯৮৬৬০.০০	৯৩৪৯৩.০০	৯৮৬৭৯.৯৮	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	---
			৬৫৭৯৭২.৮৩	৫৪৩৫৭২.৮৩	৮২.৬১%	৯৩৪৯৩.০০		৯৩৪৯২.৯৮	১০০.০০%		---	
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%			
			৬৬২৭১৭	০	০.০০%	৫১৮৭.০০		৫১৮৭.০০	---			
			০	০	০.০০%	০		০	---			
			---		৮০.৩৫%	---			১০০.০০%			১০০.০০%
২০	১২১৮০১	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২২), এডিবি, অনুমোদিত, [সজিদ ইবনে সাদিম (উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত))]	৩৯৩৭৪.৯২	১৪৮৩.৬	৩.৭৭%	৪০১২.০০	৭৪৬.৮১	৩৮৪৫.৩৪	৯৫.৮৫%	১০০.০০%	১০০.০০%	---
			৬৬৯০.৬০	৪০৫.২৪	৬.০৬%	৭৫৫.০০		৬৫৯.১৯	৮৭.৩১%		---	
			৩২৪১৫.৫৮	১০৭৮.৩৬	৩.৩৩%	৩২১২.০০		৩১৩৪.১৯	৯৭.৫৮%			
			২৬৮.৭৪	০	০.০০%	৪৫.০০		৫১.৯৬	---			
			০	০	০.০০%	০		০	---			
			---		১৯.৭৫%	---			১০০.০০%			১০০.০০%
২১	১২২১০১	বাপবিরার বৈদ্যুতিক বিকল্প ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৫), এডিবি, অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩০৭৬২২.৫০	০	০.০০%	৭৮১৪.০০	৮৩.০০	৮৩৪৫.৩১	১০৬.৮০%	১০০.০০%	১০০.০০%	---
			৫৬৭২৬.৫৯	০	০.০০%	৮৭.০০		৮৩.০০	৯৫.৪০%		---	
			১৭০০০৭.৬৪	০	০.০০%	৬৫০০.০০		৭১৮৯.৭২	১১০.৬১%			
			৮০৮৮৮.৪৭	০	০.০০%	১২২৭.০০		১০৭২.৫৯	---			
			০	০	০.০০%	০		০	---			
			---		০.০০%	---			১০০.০০%			১০০.০০%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, সাধারণত কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক আর্থিক			আরও বিস্তারিত	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সমস্ত জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর আর্থিক ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	মোট	আর্থিক আর্থিক শতকরা (%)			মোট	আর্থিক আর্থিক শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			টাকা	টাকা		টাকা				
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		
			সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)		
			-	কৌণ্ড আর্থিক (%)		-		কৌণ্ড আর্থিক (%)		কৌণ্ড লক্ষ্যমাত্রা (%)
-	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
পিউসিবি										
২২	১৩১৩০৩	৪০০/২৩০/১৩২ কেডি মিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২২), এডিবি, আইডিবি, সঃ অনু, [মোঃ ফরিদ আহম্মদ (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী (সঃ সঃ))]	২৭৫৮২৮.৪২	১৪৪০২১.০১	৫২.২১%	২৮১৫৬.০০	১০০০.০০	২৬৯০৮.০৩	৯৫.৫৭%	১০০.০০ %
			৪৪৮৮৩.২৩	২৮৮৭৭.২৮	৬৪.৩৪%	১০০০.০০		১০০০.০০	১০০.০০%	---
			১৯২৬০২.৫৫	১১৫১৪৩.৭৩	৫৯.৭৮%	১৭৫০০.০০		১৭৯৩৩.৮৯	১০২.৪৮%	---
			৩৮৩৪২.৬৪	০	০.০০%	৯৬৫৬.০০		৭৯৭৪.১৪	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৭৬.৫২%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
২৩	১৩১৬০১	পশ্চিমবঙ্গীয় মিড নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, (০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), কেএফজিটিউ, অনুমোদিত, [মোঃ শাহাবুদ্দীন হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১১৮৪২৫.৯৫	১২৫৫১৯.১১	১০৫.৯৯%	১২৪৬৩.০০	০	১২৪৬৩.০০	১০০.০০%	১০০.০০ %
			১৩৭৩০.৯৩	১৩৭৩০.৯৩	১০০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৫৮১৮২.৮২	৫৮৭৬.৫৬	৯২.৬০%	৩৯৬৩.০০		৩৯৬৩.০০	১০০.০০%	---
			৪৬৫১২.২০	২৮৯৫৫.৮১	৬২.২৫%	৮৫০০.০০		৮৫০০.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৯৬.৮১%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
২৪	১৩১৬০৩	আমিনবাজার-মাগুরা-মংলা ৪০০ কেডি সফলান লাইন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৩), এডিবি, অনুমোদিত, [জনাব প্রকৌশলী মোঃশেখ আলম খান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	২৫০৫৩৭.০০	১৭৩৯৮৫.১২	৬৯.৪৪%	২৯৯৮৪.০০	৯০০০.০০	২৫৭৬৭.২২	৮৫.৯৪%	১০০.০০ %
			৮৯৭৩২.০০	৭১০৮০.২৫	৭৯.২১%	৯০০০.০০		৯০০০.০০	১০০.০০%	---
			১২৭০৬৯.০০	১০০৯৫৬.১৫	৭৯.৪৫%	৭৮০০.০০		৭৮০০.০০	১০০.০০%	---
			৩৩৭৩৬.০০	৯৭৪.৩৬	২.৮৯%	১৩১৮৪.০০		৮৯৬৭.২২	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৯২.৮৫%	---			১০৭.৫৭%	১০০.০০%
২৫	১৩১৬০৫	চাকা-চট্টগ্রাম মেইন পাওয়ার মিড স্ট্রেন্ডিং প্রকল্প (সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৩), জাইকা, সঃ অনু, [সুকান্ত সাল নাম (প্রধান প্রকৌশলী)]	৪৫৬৭৪৯.৩৮	২৩৪৯৯৮.৭৩	৫১.৪৫%	৯৪২০০.০০	২৯৯৭৫.০০	৯৬০৫৬.৬৯	১০১.৯৭%	১০০.০০ %
			১১৪৭৫৭.৮০	৫৫৩০০.৯২	৪৮.১৯%	৩০০০০.০০		২৯৯৩৬.৯১	৯৯.৭৯%	---
			২৯২৮১৮.৮০	১৬১০৯৫.১৩	৫৫.০২%	৫৮৮০০.০০		৫৮৮২০.০০	১০০.০০%	---
			৪৯১৭২.৭৮	৯৩০১.৩৪	১৮.৯২%	৫৪০০.০০		৭২৯৯.৭৯	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৫৭.৮০%	---			৯৪.২৭%	১০০.০০%
২৬	১৩১৬০৬	মিডভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৪), কেএফজিটিউ, অনুমোদিত, [মোঃহাফিজ শহীদ হোসেন (প্রধান প্রকৌশলী)]	২৯৪৬৮৬.৫০	৪৮৬৫৭.০১	১৬.৫১%	৫২৪২০.০০	১৮০০০.০০	৫০৯৪৪.২০	৯৭.১৮%	১০০.০০ %
			১০৯৭৯৬.০৩	২৩০০৩.৩৪	২০.৯৫%	১৮০০০.০০		১৭৯৯৯.৬০	১০০.০০%	---
			১৩৭০৫৮.৭৯	১৮৮৭৬.৯৬	১৩.৭৭%	২৫০০০.০০		২৮০১৪.৬৪	১১২.০৬%	---
			৪৭৮৩১.৬৮	৩৩৮৭.৩৫	৭.০৮%	৯৪২০.০০		৪৯২৯.৯৬	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		২৬.৭০%	---			১০০.৭৪%	১০০.০০%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক আয়পত্র			আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ে জিএডিপি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর আয়পত্র ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	মোট	আর্থিক আয়পত্র শতকরা (%)			মোট	আর্থিক আয়পত্র শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			টাকা	টাকা		টাকা		টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		
			সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		
			সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)		সহায়ার অর্থ (ECA)		সহায়ার অর্থ (ECA)		
			ত্রৈমাসিক আয়পত্র (%)					ত্রৈমাসিক আয়পত্র (%)		ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৭	১০১৬০৭	পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক প্রকল্পের অধীনে প্রকল্প আওতাধীন পিজিসিবি, (০১/১০/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৪), ঢাকা জি টি সি, অনুমোদিত, [মোঃ শফিকুল্লাহ (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী)]	১৪৩২৬২৯.৭৯	১৯১১৩২.২৫	১৩.৩৪%	৪২৯০৯.০০	২০৫৪২.৮৭	৩৯৪০৪.৪১	৯১.৮৩%	১০০.০০%
			৫৯২০৭৩.২৫	৫১৭৯২.৩৭	৮.৭৫%	২০৫৪৪.০০		১৭৫৩৩.৯১	৮৫.৩৫%	---
			৮০২৭৮০.০২	১২৯৭০০.০০	১৬.১৬%	১৭৩০০.০০		২০০০২.৯১	১১৫.৬২%	
			৩৭৭৭৬.৫২	৪৮১৯.৯৪	১২.৭৬%	৫০৬৫.০০		১৮৬৭.৫৯	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			২২.০৫%			---		৯৩.০০%	১০০.০০%	
২৮	১০১৬০৮	পটুয়াখালী (পাটরা)- গোপালপুর ৪০০ কেজি সরাসরি লাইন এবং গোপালপুর ৪০০ কেজি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), এডিবি, অনুমোদিত, [জনাব প্রকৌশলী মোরশেদ আলম খান (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী) অঃ নঃ]	৩২৯৪২৪.৪৬	২২২২২০.৪০	৬৭.৪৬%	৯৬৪৩.০০	১২৫০.০০	১১৩৬৭.০০	১১৭.৮৮%	১০০.০০%
			২৭০৭৭৪.৭৯	১৯৩৬৫২.৩৮	৭১.৫২%	১২৫০.০০		১২৫০.০০	১০০.০০%	---
			৩৪৮৭১.২৬	১৫২৭১.০০	৪৩.৭৯%	৭১২০.০০		৭১২০.০০	১০০.০০%	
			২৩৭৭৮.৪১	৬৬৪৮.৫১	২৭.৯৬%	১২৭৩.০০		২৯৯৭.০০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			৯০.০৫%			---		৮৮.৭৮%	১০০.০০%	
২৯	১০১৬১০	মাতারবাড়ী অস্ট্রা সুপার জিউকিলাস কোল ফায়ারড পাওয়ার প্রকল্প (পিজিসিবি অংশ: "মাতারবাড়ী-মদুঘাট ৪০০ কেজি সরাসরি লাইন") প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), জাহিদা, অনুমোদিত, [মোঃ এনায়েত হক (প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী)]	১৩২৩০৪.	১০৪২৬৮.৫৮	৭৮.৮১%	১৬০৪২.০০	২১০০.০০	১৬০৯৭.১৭	১০০.৩৪%	১০০.০০%
			৩০৯০৬.	২৭৩৭৪.১১	৮৮.৫৭%	২১০০.০০		১৯৪৩.০০	৯২.৫২%	---
			৯৪৮৫৮.	৭৬৬৫০.২৬	৮০.৮১%	১২২৫৭.০০		১২৩২৭.৮৯	১০০.৫৮%	
			৬৫৪০.	১২২.১১	১.৮৭%	১৬৪৫.০০		১৮২৬.২৮	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			৮৭.৫০%			---		১০০.০০%	১০০.০০%	
৩০	১০১৬০১	বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম রিগ্যারেন্সিবিটি এন্ড ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্টেশন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৪), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোহাম্মদ আরিফুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী অঃ নঃ)]	৫৭৯৯৫.২০	৪৩৪৬.০০	৭.৪৯%	৮২৩.০০	০	৮৮৫.৪৯	১০৭.৫৯%	১০০.০০%
			৯২৪৯.৮৪	৬৬০.৭৮	৭.১৪%	০		০	০.০০%	---
			৪৩০৪২.৪০	২৩৪৪.৯০	৫.৪৫%	৬০০.০০		৬১১.৩০	১০১.৮৮%	
			৫৭০২.৯৬	৬৭০.১৬	১১.৭৫%	২২৩.০০		২৭৪.১৯	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			৭.৩২%			---		১০০.১৩%	১০০.০০%	
৩১	১০১৬০৫	পূর্বমালদা জিউকিলাসের পরিবর্তন এবং কমান্ডারবর্ন, (০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী আবদুর রশিদ খান (প্রধান প্রকৌশলী)]	৫৮০৩৯৩.৮২	৬৯৩৫১.২৫	১১.৯৫%	৮৪৮৩৭.০০	২৫৬৭৮.৭২	৮৫৮৫৯.১৫	১০১.২০%	১০০.০০%
			১৬৮৩৩৮.৪৩	৩৫৯৪১.০০	২১.৩৫%	২৫৬৭৯.০০		২৫৫৫৫.৭৫	৯৯.৫২%	---
			৩৬৪২৪৮.৩৫	২৯৭০৫.২৬	৮.১৬%	৫৩০০০.০০		৫৪৯৪৫.৪০	১০২.১৩%	
			৪৭৮০৭.০৪	১৮৫২.৫০	৩.৮৭%	৫৩৫৮.০০		৫৩৫৮.০০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			২৮.৮০%			---		৯০.০০%	১০০.০০%	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাপ, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক অর্থিক			আরওডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সমস্তে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর অর্থিক ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	আর্থিক অর্থিক শতকরা (%)	মোট			মোট	আর্থিক অর্থিক শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য
			সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)
			সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)
			মোট অর্থিক (%)				মোট অর্থিক (%)			
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩২	১০১৮০৬	দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গীয়া ট্রান্সমিশন মিত্র সম্প্রসারণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ আলমগীর হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৩২৭৩৮৭.৬৮	১০৮৮৮২.৮৯	৩৩.২৬%	৫০৬৪৩.০০	১০৬০০.০০	৫৫২২৯.৮৮	১০৯.০৬%	১০০.০০ %
			৬৮৩৫০.৫৯	২৫০৩৫.২৮	৩৬.৬৩%	১০৬০০.০০		১০৫৫৪.৪৬	৯৯.৫৭%	---
			২২৭৫৫৩.৬১	৮৩৮৪৭.৬১	৩৬.৮৫%	৩৫৫০০.০০		৩৮১৩২.২৩	১০৭.৪১%	---
			৩১৪৮৩.৪৮	০	০.০০%	৪৫৪৩.০০		৬৫৪৩.১৯	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---	---	৫১.৭২%	---		---	১০৫.৩৫%	১০০.০০%
৩৩	১০১৮০৭	রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইন্ডাক্টেশনের জন্য সম্মানন অকক্সিডেশন টার্মিনাল, (০১/০৪/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৩), LOC, অনুমোদিত, [মিঃ এম. শফিকুল ইসলাম (প্রধান প্রকৌশলী)]	১০৯৮১৭৪.৯২	৭৩৫১২.৯৪	৬.৬৯%	২১৭৩০০.০০	৬৬৩৫০.০০	২২১৫৮৭.২৯	১০১.৯৭%	১০০.০০ %
			১৫২৭৬৩.৬৮	৯০০০.০০	৫.৮৯%	৬৬৫০০.০০		৬৬১৮৩.৫৯	৯৯.৫২%	---
			৮২১৯০৪.৫০	৫৯৬১৬.৮৮	৭.২৫%	১৩৪৬৭৫.০০		১৪৩২৭৮.৭০	১০৬.৩৯%	---
			১২৩৫০৬.৭৪	২৪৪৮.০৩	১.৯৮%	১৬১২৫.০০		১২১২৫.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---	---	২৩.০০%	---		---	১০২.৫০%	১০০.০০%
৩৪	১০১৮০৯	আতগঞ্জ ১৩২ কেভি পুরাতন এমআইএস উপকেন্দ্রকে ১৩২ কেভি নতুন জিআইএস উপকেন্দ্র দ্বারা প্রতিস্থাপন প্রকল্প, (০১/০৪/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ মিজানুর রহমান সরকার (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়))]	২৫২২৬.০০	২০৯৬.৯০	৮.৩১%	৪৭০.০০	২৯৯.৭৫	৪৬৯.৭৫	৯৯.৯৫%	১০০.০০ %
			২৩৬৪৬.০০	১৮২৪.৯৮	৭.৭২%	৩০০.০০		২৯৯.৭৫	৯৯.৯২%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			১৫৮০.০০	১৩৫.৯৬	৮.৬১%	১৭০.০০		১৭০.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---	---	২২.৫০%	---		---	৬৪.০০%	১০০.০০%
৩৫	১০১৯০১	বড়পুকুরিয়া-বগড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪), LOC, সাং. অনুমোদিত, [শেখ জাকিরুল্লাহমান (প্রধান প্রকৌশলী)]	৪০৫২২৩.০০	৪১৩.১৬	০.১০%	৩৫৬৩৫.০০	৮৩৭৮.০০	৩৭০৮৬.৪	১০৪.০৭%	১০০.০০ %
			১৮২২০৮.০০	০	০.০০%	৮৫০০.০০		৮১৯২.১৪	৯৬.৩৯%	---
			২০৫০৪৮.০০	০	০.০০%	২৩৫০০.০০		২৫৯৫৩.০৩	১১০.৪৪%	---
			১৭৯৬৭.০০	২০৬.৫৮	১.১৫%	৩৬৩৫.০০		২৯৪০.৫৩	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---	---	৯.৭৫%	---		---	৮১.৬৭%	১০০.০০%
৩৬	১০১৯০২	চাঁচমান অঞ্চলের নিম্ন সন্ন্যাসন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪), AIB, অনুমোদিত, [মুহম্মদ জগীম উদ্দিন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অপার))]	১৩৫৮৮৮.০০	২৪৭.৫৬	০.১৮%	৪৫০৬.০০	০	৪৫২৯.৭৪	১০০.৫৩%	১০০.০০ %
			৩৫৩৯২.১০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৯২৫৯৭.১৮	০	০.০০%	৪০৪০.০০		৪২১৯.৬৪	১০৪.৪৫%	---
			৭৮৯৮.৭২	১২৩.৭৮	১.৫৭%	৪৬৬.০০		৩১০.১০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---	---	৯.১৬%	---		---	৯৮.৩৭%	১০০.০০%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১ এর ত্রৈমাসিক আয়			আরএডিপি বৃদ্ধি	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ের জিএডিপি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর আয়		
			মোট	আর্থিক আয়	শতকরা			মোট	আর্থিক আয়	শতকরা
			টাকা	টাকা	(%)	টাকা		টাকা	(%)	(%)
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		
			সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		
			সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)		সহায়ার অর্থ (ECA)		সহায়ার অর্থ (ECA)		
			তৌত আয় (%)					তৌত আয় (%)		তৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩৭	১৩১৯০৩	ভারতের কাফলক হতে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ আমদানী করার লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রহেনপুর থেকে মনাকমা সীমান্ত পর্যন্ত ৪০০ কেভি সরাসরি লাইন নির্মাণ, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২), সাং অসুঃ, [মোঃ মিজানুর রহমান সরকার (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	২৩৫১০.৫২	১৮৯৪৪.৬৫	৮০.৫৮%	৩৩২৩.০০	২৭৩০.০০	৩২৩১.৪৯	৯৭.২৫%	১০০.০০ %
			২১৬৮০.৩৫	১৮৯৪৪.৬৫	৮৭.৩৮%	২৭৩০.০০		২৭২৮.৪৯	৯৯.৯৪%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			১৮৩০.১৭	০	০.০০%	৫৯৩.০০		৫০৩.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৯১.৪৫%	---		১০০.০০%	১০০.০০%	
৩৮	১৩১৯০৪	ঢাকা এবং পশ্চিমবঙ্গের মিত সরাসরি ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রকল্প, (০১/১০/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৫), AllB, এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাশেম (প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত মতিত্ব))]	৫৯৪৯৯৫.২২	৮৭৮২.৪৩	১.৪৮%	২৯৭৪৭.০০	৯০৫০.০০	২৯৬১১.৬২	৯৯.৫৪%	১০০.০০ %
			১৪১৫৯৫.৯৫	১৩১০.০০	০.৯০%	৯০৫০.০০		৯০৫০.০০	১০০.০০%	---
			৪২১২৩০.৪১	৫১০০.০০	১.২১%	১৭৪০২.০০		১৭৩৭৬.৬২	৯৯.৮৫%	---
			৩২১৬৮.৮৬	১১৮৬.২১	৩.৬৯%	৩২৯৫.০০		৩১৮৫.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		১২.০০%	---		১০০.০০%	১০০.০০%	
৩৯	১৩১৯০৫	বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সরাসরি ব্যবস্থাপনার সমন্বিত সফর্মের উন্নয়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [মোঃ আলমগীর হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৪৩১.১৪	০	০.০০%	১.০০	০	০	০.০০%	১০০.০০ %
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৪২২.৫০	০	০.০০%	১.০০		০	০.০০%	---
			৮.৬৪	০	০.০০%	০		০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৮.০০%	---		০.০০%	১০০.০০%	
৪০	১৩১৩০১	বাংলাদেশ পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, (০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২১), জাহিকা, সাং অসুঃ, [সুকান্ত লাল নাথ (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী))]	২৫১৬১৫.৬১	২১৭১০২.৫৩	৮৬.২৮%	২১১৯৮.০০	৩০০০.০০	১৬৬৫৫.১৬	৭৮.৫৭%	১০০.০০ %
			৮০০২৩.৫৩	৬৩০৭৫.৪৭	৭৮.৮২%	৩০০০.০০		২২২৩.৫৯	৭৪.১২%	---
			১৪২২৭৩.৭৪	১৩১৩৩৭.৩	৯২.৩১%	৯৫৯৮.০০		৯৫৯৮.১২	১০০.০০%	---
			২৯৩১৮.৩৪	১১৩৪৪.৮৮	৩৮.৭০%	৮৬০০.০০		৪৮৩৩.৪৫	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৯৭.৯০%	---		০.০০%	১০০.০০%	
৪১	১৩২১০১	বিদ্যমান মিত উপকেন্দ্র ও সরাসরি লাইনের ক্ষমতা বর্ধন, (০১/০৯/২০২১ হতে ২৮/০২/২০২৫), অনুমোদিত, [প্রবীর চন্দ্র দত্ত (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অধ্যক্ষ))]	৭৭৪৮৬.০০	০	০.০০%	১৯৫.০০	০	৩৯.৪৮	২০.২৫%	১০০.০০ %
			৭২৬৯৩.০০	০	০.০০%	১.০০		০	০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৪৭৯৩.০০	০	০.০০%	১৯৪.০০		৩৯.৪৮	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		০.০০%	---		৮৮.৪৯%	১০০.০০%	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, সাহায্যের কাপ, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়			আরওডিপি বরাদ্দ			জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সমস্তে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর অর্থায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	মোট	আর্থিক অর্থায়ন শতকরা (%)	মোট	মোট	আর্থিক অর্থায়ন শতকরা (%)		মোট	আর্থিক অর্থায়ন শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			টাকা	টাকা		টাকা	টাকা		টাকা			
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য			
			সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)			
			সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)			
			-	কৌণ্ড অর্থায়ন (%)		-			কৌণ্ড অর্থায়ন (%)		কৌণ্ড লক্ষ্যমাত্রা (%)	
-	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০		
৪২	১৩২১০২	মদ্যনাশক-সুলাতা ৭৬৫ কেপি সন্ধানন আইন প্রকল্পের সন্ধানতা যাচাইসহ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, (০১/০৭/২০২১ হতে ৩১/১২/২০২৪), AIB, অনুমোদিত, [মোঃ শাহনত হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৩৫২৫.০০	০	০.০০%	৪.০০	০	০	৪.০০	১০০.০০%	০.০০%	
			০	০	০.০০%	০	০	০	০	০.০০%	---	
			২৬০৮.০০	০	০.০০%	০	০	০	০	০.০০%	---	
			৯১৭.০০	০	০.০০%	৪.০০	০	০	৪.০০	---	---	
			০	০	০.০০%	০	০	০	০	---	---	
			---		০.০০%	---			০.০০%		০.০০%	
ঢাকা পাওয়ার ডিভিশন কোম্পানি												
৪৩	১৪১৩০২	সিপেইড মিটারিং খোলেট অফ সিন্ড এনগ্রিসেস ডিভিশন আডার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২০), কেএফজিউই, অনুমোদিত, [এ এইচ এম মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	১৭৩৩৫.৫১	১৯৬১.০৪	১১.৩১%	২.০০	০	০	১.০৩	৫১.৫০%	১০০.০০%	
			৬৮২৩.৮৭	০	০.০০%	১.০০	০	০	০	০.০০%	---	
			৯০৯৯.৪৯	১৭০০.৪	১৮.৬৮%	০.০০	০	০	০	০.০০%	---	
			১৪১২.১৫	১৩০.৩২	৯.২৩%	১.০০	০	০	১.০৩	১০৩.০০%	---	
			০	০	০.০০%	০	০	০	০	---	---	
			---		২২.৮৪%	---			১০০.০০%		১০০.০০%	
৪৪	১৪১৩০৩	কন্ট্রোলশন অব লিড ১৩২/১১ কেপি এড ৩৩/১১ কেপি সান্ডেস্টেশন আডার ডিপিডিসি, (০১/০৭/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০২১), এডিবি, AFD, সাং অনুঃ, [মোঃ শিলাল উদ্দিন জোয়ার্দার (প্রকল্প পরিচালক)]	২৪৭৯৯৩.৫৭	২২২৩০১.০০	৮৯.৮৮%	১৮১২২.০০	০	০	২৩২৪২.৬৪	১২৮.২৬%	১০০.০০%	
			৫৮৯১২.০২	৫৬৮১৫.০০	৯৬.৪৪%	০	০	০	০	০.০০%	---	
			১৫৭৭৫৪.০৭	১৩৬৬৬৪.১২	৮৬.৩১%	১৬০০০.০০	০	০	২১১২০.০০	১৩২.০০%	---	
			৩১৩২৭.৪৮	১৪৯৬০.৯৪	৪৭.৭৬%	২১২২.০০	০	০	২১২২.৬৪	---	---	
			০	০	০.০০%	০	০	০	০	---	---	
			---		৯৫.২৫%	---			১০০.০০%		১০০.০০%	
৪৫	১৪১৭০১	এক্সপানশন এড স্ট্রিগেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আডার ডিপিডিসি এরিয়া, (০১/০১/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২৪), ঢালা জি টি জি, সাং অনুঃ, [মোঃ মাহবুবুর রহমান (প্রধান প্রকৌশলী)]	২০৪৬৮৪১.৯৬	২৯৮১৩৪.৬	১৪.৫৭%	২১৭৫৩৮.০০	৯৫৬০০.০০	০	২২০৭০১.৯৮	১০১.৪৫%	১০০.০০%	
			৭৪৪১০২.৩৬	৭৬৪৮৮.৮৭	১০.২৮%	৯৫৬০০.০০	০	০	৯৫৫৭৩.৯৩	৯৯.৯৭%	---	
			১১৭৭৭৬৩.২৫	২১৭২৫০.৬৭	১৮.৪৫%	১১৬৯৩৮.০০	০	০	১১৮২৮৭.৬১	১০১.১৫%	---	
			১২৪৯৭৬.৩৫	২১৯৭.৫৩	১.৭৬%	৫০০০.০০	০	০	৬৮৪০.৪৪	---	---	
			০	০	০.০০%	০	০	০	০	---	---	
			---		২৪.০২%	---			১০১.৬৭%		১০০.০০%	
৪৬	১৪১৯০১	ডিপিডিসির আওতাধীন এলাকায় বিনুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [মোহাম্মদ শাহেদ মাহবুব সুল্লাহ (প্রকল্প পরিচালক)]	১৯৫৭৩৪.০৯	৩৩৮৩৫.০৬	১৭.২৯%	৪৭৭৩৬.০০	৪৭৪৮৬.০০	০	৪৭৭৭৬.৭৯	১০০.০৯%	১০০.০০%	
			১৮৮২৫৪.৩৮	৩২৫৫৬.০০	১৭.২৯%	৪৭৪৮৬.০০	০	০	৪৭৪৮৬.০০	১০০.০০%	---	
			০	০	০.০০%	০	০	০	০	০.০০%	---	
			৭৪৭৯.৭১	৬৩৯.৫৩	৮.৫৫%	২৫০.০০	০	০	২৯০.৭৯	---	---	
			০	০	০.০০%	০	০	০	০	---	---	
			---		২২.৫০%	---			১০০.০০%		১০০.০০%	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ে জিএডিপি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)			মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
			টাকা	টাকা		টাকা		টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		
			সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		
			সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)		সহায়ার অর্থ (ECA)		সহায়ার অর্থ (ECA)		
			ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (%)					ত্রৈমাসিক অগ্রগতি (%)		ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪৭	১৪১৯০২	জিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় আট লাক্ষ পঞ্চাশ হাজার স্মার্ট গ্রি-পেনেট মিটার স্থাপন প্রকল্প (১ম সংশোধিত), (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [শেখ মোঃ জিয়াউল হাসান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৮৬৩.৮৩	১১০৪৫.৯৬	১৬.২৮%	৭৭৩৯.০০	৭৫৮৪.০০	৭৭৫৯.৭১	১০০.২৭%	১০০.০০ %
			৬২৪১৩.৫৩	১০৮৩৬.৫২	১৭.৩৬%	৭৫৮৪.০০		৭৫৮৪.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৫৪৫০.৩০	১০৪.৭২	১.৯২%	১৫৫.০০		১৭৫.৭১	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		১৩.০০%	---		১০০.০০%	১০০.০০%	
৪৮	১৪১৯০৩	জিপিডিসি'র আওতাধীন ঢাকার কাওরানবাজারে স্ম-গর্ভস্থ উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৩), জাহিকা, অনুমোদিত, [এ এফ এম বনরুল আলম (প্রকল্প পরিচালক)]	৯৫০৩৯.৫৩	৩৮০২.৯২	৪.০০%	১৩৫০.০০	৪৬৫.০০	১৪৪৯.৭০	১০৭.৩৯%	১০০.০০ %
			২৪৮১৫.৩৬	৮৩৬.৭১	৩.৩৭%	৪৬৫.০০		৪৬৫.০০	১০০.০০%	---
			৬২৬১৮.৫৯	২৮২০.৮৫	৪.৫০%	৮৫০.০০		৮৭৬.৯৭	১০৩.১৭%	---
			৭৬০৫.৫৮	৭২.৬৮	০.৯৬%	৩৫.০০		১১৩.৭০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৭.০০%	---		১০০.০০%	১০০.০০%	
৪৯	১৪২১০১	জিপিডিসি'র আওতাধীন এলাকায় উপকেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার কাপাসিটির স্থাপন, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৩), AFD, অনুমোদিত, [মোঃ আব্দুল আলীম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৪৫৪০৪.৭৭	১২৭.০০	০.০৯%	৮২৫.০০	০	৮২১.৬০	৯৯.৫৯%	১০০.০০ %
			৩৬৯০২.৩৭	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			১০০২৪২.১২	১২৭.০০	০.১৩%	৩৫০.০০		৩৫২.০০	১০০.৫৭%	---
			৮২৬০.২৮	০	০.০০%	৪৭৫.০০		৪৬৯.৬০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		১.০০%	---		১০০.০০%	১০০.০০%	
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি										
৫০	১৫১৬০১	ডেসকো এলাকায় সুপারআইলারি কন্ট্রোল ও জাটা একুইলাইশন (জাজা) সিস্টেম স্থাপন, (০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), এডিবি, অনুমোদিত, [মোঃ মনজুরুল হক (প্রধান প্রকৌশলী)]	১৫৫৭০.৪৮	৮৯৩৫.৭৪	৫৭.৩৯%	৪৫৫০.০০	৫০.০০	৫২৫০.৫৩	১১৫.২৫%	১০০.০০ %
			২০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫.০০%	৫০.০০		০	০.০০%	---
			৯৫৯৭.০০	৫০৫৪.৭০	৫২.৬৭%	৩৪০০.০০		৪০৮৮.২৩	১২০.২৪%	---
			৩৯৭৩.৪৮	১১৯০.৫২	২৯.৯৬%	১১০০.০০		১১৬২.৬০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৭৩.৪৫%	---		১০০.০০%	১০০.০০%	
৫১	১৫১৯০১	কল্যাণকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেডি আভায়াউটড মিত নাব হৈশন এটি রোলশন ইন ঢাকা, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩১/১২/২০২৩), জাহিকা, অনুমোদিত, [মোঃ শরিফুল ইসলাম (প্রধান প্রকৌশলী)]	৯৫০৯৭.৩৩	৬১৭৫.০৮	৬.৪৯%	৫৫০.০০	১০০.০০	৫৬৪.৪৯	১০২.৬৩%	১০০.০০ %
			২৪৭৩৭.৮৬	১৫৫৭.৫৮	৬.৩০%	১০০.০০		৯৬.৮৮	৯৬.৮৮%	---
			৬২৮৯৬.৮০	২৯৬৫.৭২	৪.৭২%	২৫০.০০		২৬৫.৮৩	১০৬.৩৩%	---
			৭৪৬২.৬৭	৮২৫.৮৯	১১.০৭%	২০০.০০		২০১.৭৮	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		১৫.২৫%	---		১০৬.২৫%	১০০.০০%	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক আর্থিক			আর্থিক প্রতিবেদন	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সমস্ত জিওবি আর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর আর্থিক ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	আর্থিক	আর্থিক			মোট	আর্থিক	আর্থিক
			টাকা	শতাংশ	শতাংশ	টাকা		শতাংশ	শতাংশ	
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	
			সংস্থার আর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার আর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার আর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার আর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার আর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার আর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার আর্থ (নিজস্ব)	
			সংস্থার আর্থ (ECA)	সংস্থার আর্থ (ECA)	সংস্থার আর্থ (ECA)	সংস্থার আর্থ (ECA)	সংস্থার আর্থ (ECA)	সংস্থার আর্থ (ECA)	সংস্থার আর্থ (ECA)	
			মোট আর্থিক (%)				মোট আর্থিক (%)			
			৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	
৫২	১৫১৯০২	ডেসকো এলাকায় স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটার সরবরাহ ও স্থাপন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [মোঃ আশফাক আহমেদ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক)]	১৮৬৫০.২৫	২৬৮.৭৪	১.৪৪%	১৬১.০০	০	১৪১.৭৫	১০০.০০%	১০০.০০%
			১৭৮৫২.২৬	০	০.০০%	১.০০		০	০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৭৯৭.৯৯	১৩৪.৩৭	১৬.৮৪%	১৬০.০০		১৪১.৭৫	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৪.০০%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
পাওয়ার সেল										
৫৩	১৬২১০১	টিএ ফর ট্রেন্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ফর সাসটেইনেবল পাওয়ার সেক্টর ইন বাংলাদেশ, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২৫), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোহাম্মাদ হোসাইন (মহাপরিচালক)]	১২৮২৫.০০	২৫২.৯০	১.৯৭%	৫৩৮.০০	২৩১.০০	৫৩৭.১১	৯৯.৮৩%	১০০.০০%
			১৮০৫.০০	১২০.০৭	৬.৬৫%	২৩১.০০		২৩০.১১	৯৯.৬১%	---
			১১০২০.০০	১৩২.৮৩	১.২১%	৩০৭.০০		৩০৭.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		১০০.০০%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
গুজোপভিকো										
৫৪	১৭১৪০২	ট্রেন্সমিশন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম গুজোপভিকো, (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ আব্দুল মলিন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৮১২৬৮.১৩	৬৩২২২.৪০	৭৭.৭৯%	৭৫১৮.০০	৭০০০.০০	৭৩১৮.০০	৯৭.৩৪%	১০০.০০%
			৭৫২৮৯.৭০	৬৩২২২.৪০	৮৩.৯৭%	৭২০০.০০		৭০০০.০০	৯৭.২২%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৫৯৭৮.৪৩	০	০.০০%	৩১৮.০০		৩১৮.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৯৩.০২%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
৫৫	১৭১৬০৩	গ্রেস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প (২য় ক্রমশেদন), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [মোঃ আরিফুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৬৭৪৭০.২৯	৫৭৬১৪.০৫	৩৪.৪০%	২২৭৫৭.০০	২২৫০৫.৬০	২২৭৫৫.৬০	৯৯.৯৯%	১০০.০০%
			১৬১৩৫৪.০	৫৭৬১৪.০৫	৩৫.৫৭%	২২৫০৭.০০		২২৫০৫.৬০	৯৯.৯৯%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৫৫১৬.২৯	০	০.০০%	২৫০.০০		২৫০.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৪৫.৭৫%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
৫৬	১৭১৮০১	গ্রেস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (গুজোপভিকো) এলাকায় জেলা স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রকল্প (১ম ক্রমশেদন), (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ আব্দুল মলিন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৪২০৮৪.০৬	২০৯৬৬.৫৩	৪৯.৮২%	৮৩৯৬.০০	৮০৪৬.০০	৮৩৯৬.০০	১০০.০০%	১০০.০০%
			৪০৮৪৮.৯১	২০৯৬৬.৫৩	৫১.৩৩%	৮০৪৬.০০		৮০৪৬.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			১২৩৫.১৫	০	০.০০%	৩৫০.০০		৩৫০.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---		৭২.১৫%	---			১০০.০০%	১০০.০০%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক আয়পত্র			আরএডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ে জিএবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর আয়পত্র ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	মোট	আর্থিক আয়পত্র শতকরা (%)			মোট	আর্থিক আয়পত্র শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			টাকা	টাকা		টাকা		টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		
			সহায় অর্থ (নিজস্ব)	সহায় অর্থ (নিজস্ব)		সহায় অর্থ (নিজস্ব)		সহায় অর্থ (নিজস্ব)		
			সহায় অর্থ (ECA)	সহায় অর্থ (ECA)		সহায় অর্থ (ECA)		সহায় অর্থ (ECA)		
			ত্রৈমাসিক আয়পত্র (%)					ত্রৈমাসিক আয়পত্র (%)		ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫৭	১৭১৮০২	গ্রেস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন প্রকল্প (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ শফিকুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)।]	১২৪৯০৫.০৪	৬০৮৯৪.৮৯	৪৮.৭৫%	১১০২২.০০	১০৭০৭.০০	১১০২২.০০	১০০.০০%	১০০.০০%
			১১৯৭৮৯.৫০	৬০৮৯৪.৮৯	৫০.৮৩%	১০৭০৭.০০		১০৭০৭.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			৫১১৫.৫৪	০	০.০০%	৩১৫.০০		৩১৫.০০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৬৭.৫৬%	---			১০০.০০%	১০০.০০%
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার রেনারেশন কোম্পানি										
৫৮	১৮১৮০১	রূপসা ৮০০ মে.ও. কবাইড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২), এডিবি, আইজিবি, অনুমোদিত, [মোঃ সশিউর রহমান (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী))।]	৮৪৯৮৬৪.৭৩	৯০৮৬৭.০৩	১০.৬৯%	৪৫০৮৭.০০	৪৬০০.০০	৫৯৫৯১.৭০	১৩২.১৭%	১০০.০০%
			২৪৬০৭৭.৭৭	৩৩৬৮৪.৪৪	১৩.৬৯%	৪৬০০.০০		৪৬০০.০০	১০০.০০%	---
			৫৯৮৭৮৬.৯৬	৫৪৯০৮.৩৫	৯.১৭%	৩৯৮২১.০০		৫৪৯০৮.৭০	১৩৬.৭০%	
			৫০০০.০০	১১৩৭.১২	২২.৭৪%	৬৬৬.০০		৫৫৫.০০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৩৮.৫৫%	---			১০০.১৩%	১০০.০০%
৫৯	১৮১৮০৩	জি. মার্ম সার্ভিস এভিমেন্ট ফর জেডামারা কবাইড সাইকেল পাওয়ার ট্রান্স, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাইফুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)।]	৬৫২৪৯.১৪	২৩১০৪.৩৭	৩৫.৪১%	১৮৯৬.০০	০	১৮৯৬.৫৪	১০০.০৩%	১০০.০০%
			১৫২৫৫.৯০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৩৩৫৩৭.৫০	২১৪৭২.৯৩	৬৪.০৩%	১৩১৬.০০		১৩১৬.৫৪	১০০.০৪%	
			১৬৪৫৫.৭৪	৮১৫.৭২	৪.৯৬%	৫৮০.০০		৫৮০.০০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৪৫.৩৯%	---			১০১.২১%	১০০.০০%
৬০	১৮১৯০২	পায়রা ১২০০ মে.ও. জাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [অরুন কুমার দত্ত (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)।]	২৩৫৫৪.৭৩	১২২৬৩.২০	৫২.০৬%	১০১০০.০০	১০১০০.০০	১০২১৯.৯৮	১০১.১৯%	১০০.০০%
			২২৯১৯.৯৩	১১৭০০.০০	৫১.০৫%	১০১০০.০০		১০১০০.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			৬৩৪.৮০	২৮১.৬০	৪৪.৩৬%	০		১১৯.৯৮	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৬৮.২৩%	---			৭৫.৭১%	১০০.০০%
ইউজিসিবি										
৬১	১৯১৯০১	সোনামাঙ্গলী ৫০ মে.ও. সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২২), বিশ্ব ব্যাংক, অনুমোদিত, [মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)।]	৭৪৬৭৬.২৩	৩১৪০.৭৫	৪.২১%	৫৪৫০.০০	৭৪৫.৩৩	৫১১৫.২৮	৯৩.৮৬%	১০০.০০%
			৮৭৫৪.২৫	০	০.০০%	৭৫০.০০		৭৪৫.৩৩	৯৯.৩৮%	---
			৬২১০০.৬৮	৩১৪০.৭৫	৫.০৬%	৪০০০.০০		৩৮১৬.৮০	৯৫.৪২%	
			৩৮২১.৩০	০	০.০০%	৭০০.০০		৫৫৩.১৫	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		১১.২৫%	---			৯০.০০%	১০০.০০%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক অর্থিক			আরও বিপ্লি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর অর্থিক ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	মোট	আর্থিক অর্থিক শতকরা (%)			মোট	আর্থিক অর্থিক শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			টাকা	টাকা		টাকা		টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		
			সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)		
			-	শেয়ার অর্থিক (%)		-		শেয়ার অর্থিক (%)		শেয়ার অর্থিক (%)
-	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
আক্তাঙ্গ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লি.										
৬২	২০১৫০২	আক্তাঙ্গ ৪০০ (+/-৫%) মেগাপ্রায় কবাইড সাইকেল পাওয়ার প্রায় (পূর্ব) নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২২), আইডিবি, এডিবি, অনুমোদিত, [মোহা আব্দুল মজিদ (প্রধান প্রকৌশলী)]	২৯৩১৩৬.৩৯	১০৬৮৯১.১৫	৩৬.৪৬%	২৫৩৮০.০০	১৫০০.০০	২৪৫৪৬.৫৬	৯৬.৭২%	১০০.০০ %
			৪২০৬৮.৫৩	৩৬৮৪.০৮	৮.৭৬%	১৫০০.০০		১৫০০.০০	১০০.০০%	---
			২৩৫৮২৮.০২	১০৩২০৭.০৭	৪৩.৭৬%	১৮০০০.০০		১৯৪৮১.৫৬	১০৮.২৩%	
			১৫২৩৯.৮৪	০	০.০০%	৫৮৮০.০০		৩৫৬৫.০০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৮৬.০৮%	---			৯৯.৮৪%	১০০.০০%
৬৩	২০১৮০১	পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাপ্রায় সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রায় এর জন্য জমি অধিগ্রহণ, জমি উন্নয়ন ও সরঞ্জাম, (০১/০১/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [প্রকৌশলী মোঃ কামরুজ্জামান জুগা (প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী))]	৮১৯৫১.৪৬	২৪৫৫৮.১১	২৯.৯৭%	২৯৫০.০০	২০০০.০০	২৯৪৯.৩৬	৯৯.৯৮%	১০০.০০ %
			৭৭৩৮৯.০৯	২০৪৭৬.৮৯	২৬.৪৬%	২০০০.০০		১৯৯৯.৫৪	৯৯.৯৮%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			৪৫৬২.৩৭	২০৪০.৬১	৪৪.৭৩%	৯৫০.০০		৯৪৯.৮২	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		২৮.৭১%	---			১০৫.৭১%	১০০.০০%
কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লি.										
৬৪	২১১৪০১	মাজারশাড়া ২X৬০০ মে.ও. আট্টা সুপার জিউক্যাল কোল ফায়ার পাওয়ার প্রকল্প (১ম কনস্ট্রাকশন), (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩১/১২/২০২৬), আইডিবি, অনুমোদিত, [আব্দুল কালিম আজাদ (নির্বাহী পরিচালক (প্রকল্প))]	৫১৮৫৪৮৭.৭২	১৭৬৯৫৪৫.৩৪	৩৪.১২%	৭৭২২৭৬.০০	৬৬৪৫৭.০০	৭৮৯৭৭৩.৬৩	১০২.২৭%	১০০.০০ %
			৬৪০৬১৫.৭৮	২৪০৯২২.৩৪	৩৭.৬১%	৬৬৪৫৭.০০		৬৬৪৫৭.০০	১০০.০০%	---
			৪৩৯২১০৩.৩৭	১৪৫১৮১১.০০	৩৩.০৬%	৬৯১৯৮৭.০০		৭০৯৪৮৩.০৩	১০২.৫৩%	
			১৫২৭৬৮.৫৭	৩৮৪০৬.০০	২৫.১৪%	১৩৮৩২.০০		১৩৮৩২.০০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৪৪.৫০%	---			১০৪.৩৮%	১০০.০০%
৬৫	২১১৬০১	বাংলাদেশ-নিদাপুর ৭০০ মে.ও. আট্টা সুপার জিউক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন এবং ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্প (২য় সেশন), (০১/০১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোহা. মনিরুল ইসলাম (প্রধান প্রকৌশলী (পিএজি))]	৮৫২৯৪.৪০	৬৩৬০৬.৫০	৭৪.৫৭%	২২৭৭.০০	২২৭৭.০০	২২৭৭.০০	১০০.০০%	১০০.০০ %
			৮৪৮৪৬.৫৬	৬৩৬০৬.৫০	৭৪.৯৭%	২২৭৭.০০		২২৭৭.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			৪৪৭৮৪	০	০.০০%	০		০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৮৮.২০%	---			১০২.০৯%	১০০.০০%
৬৬	২১১৮০১	নির্গিজিসিবিএল-সুমিত্রেনো ১২০০ মে.ও. আট্টা সুপার জিউক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ ও আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ মাহমুদ আলম (উপসহকারী প্রকৌশলী (পূর্ব))]	১২৭০০৮.৮৪	৯৮১৭৯.০০	৭৭.৩০%	৯২১.০০	০	৯২০.০০	৯৯.৮৯%	১০০.০০ %
			১২৩৩৭২.৩২	৯৫৮৮৯.০০	৭৭.৭২%	১.০০০		০	০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	
			৩৬৩৬.৫২	১১৪৫.০০	৩১.৪৯%	৯২০.০০		৯২০.০০	---	
			০	০	০.০০%	০		০	---	
			---		৬৬.২০%	---			১০০.০০%	১০০.০০%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর তথ্যসমূহ			আরওডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুলাই ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুলাই ২০২২ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)			মোট	মোট	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)
			টাকা	টাকা		টাকা	টাকা			
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য			
			সহায় অর্থ (নিজস্ব)	সহায় অর্থ (নিজস্ব)		সহায় অর্থ (নিজস্ব)	সহায় অর্থ (নিজস্ব)			
			সহায় অর্থ (ECA)	সহায় অর্থ (ECA)		সহায় অর্থ (ECA)	সহায় অর্থ (ECA)			
			-			-			-	
			তৌত অগ্রগতি (%)			-			তৌত অগ্রগতি (%)	
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬৭	২১১৮০২	৫০০-৬০০ মে. প্র. এলএনসি বেইজিং কংক্রিট সইকেল পাওয়ার প্রকল্পের জন্য ফিউচারিটি স্ট্যাডি সম্পাদন এবং গ্যাস সরঞ্জাম লাইন নির্মাণ, (০১/১০/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৩), অনুমোদিত, [এ এইচ এম রোকনুজ্জামান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অফিস) (আরহাফ))]	১৬৯৯২.৮৬	৬৯৫.৯৬	৪.১০%	৬৩৩.০০	৬২৪.০০	৬৩২.০০	৯৯.৮৪%	১০০.০০%
			১৬৫৮৮.৬৯	৬৭৭.৯৬	৪.০৯%	৬২৫.০০		৬২৪.০০	৯৯.৮৪%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৪০৪.১৭	৯.০০	২.২৩%	৮.০০		৮.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
৬৮	২১১৯০১	সিপিজিসিবিএল-সুমিত্রোমা ১২০০ মে.প্র. আট্টা সুপার ডিজিটাল কাল্পনিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্মততা সনাক্ত, (০১/০৪/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [জনাব দিপাল পালা (নির্বাহী প্রকৌশলী (অফিস))]	১০৬৫.১৬	৫৪১.৮৭	৫০.৮৭%	১০২.০০	১০২.০০	১০২.০০	১০০.০০%	১০০.০০%
			১০৬১.১৬	৫৪১.৮৭	৫১.০৬%	১০২.০০		১০২.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৪.	০	০.০০%	০		০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
কুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি.										
৬৯	২২১৬০২	পটুয়াখালী ১৩২০ মে. প্র. কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জমি অধিগ্রহণ, জমি উদ্ধার এবং পুনর্বাসন, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সেলিম সুইয়া (নির্বাহী পরিচালক প্রকৌশলী)]	৮৬৯৭০.৬২	৬৬২৯৮.২২	৭৬.২৩%	৬৯৫৮.০০	৬৭০০.০০	৬৯৫৮.৯০	১০০.০১%	১০০.০০%
			৮২৩৩৬.৫১	৬৩৮৬৬.৫৬	৭৭.৫৭%	৬৭০০.০০		৬৭০০.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৪৬৩৪.১১	১২১৫.৮৩	২৬.২৪%	২৫৮.০০		২৫৮.৯০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
									১০০.০০%	১০০.০০%
৭০	২২২১০১	জামালপুর জেলার মানারশায়ে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র, (০১/০৯/২০২১ হতে ৩১/০৮/২০২৪), LOC, অনুমোদিত, [মোঃ ফেরদৌস রহমান (নির্বাহী প্রকৌশলী)]	১৫১১৭৯.৩৬	০	০.০০%	৩৩.০০	০	৫২.৬২	১৫৯.৪৭%	১০০.০০%
			৩১৯৪০.২৫	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			১১১৫৬২.৯৯	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			৭৬৭৬.১২	০	০.০০%	৩৩.০০		৫২.৬২	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
									১০০.০০%	১০০.০০%
শ্রেতা										
৭১	২৩১৬০১	House Hold Energy Platform Programme in Bangladesh, (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [সাগিনা জাহান (সদস্য (নবায়নোপা জ্বালানি))]	২৩৪.৯২	২০৯.৫৩	৮৯.১৯%	১২.০০	০	৬.০০	৫০.০০%	১০০.০০%
			১৮৫.০৬	১৬৩.৬৭	৮৮.৪৪%	১২.০০		৬.০০	৫০.০০%	---
			৪৯.৮৬	৪৫.৮৫	৯১.৯৬%	০		০	০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
									১০০.০০%	১০০.০০%

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	২০২১-২০২২ এর ত্রৈমাসিক অর্থায়ন			আরওডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সমস্ত জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর অর্থায়ন ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	মোট	আর্থিক অর্থায়ন শতকরা (%)			মোট	আর্থিক অর্থায়ন শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			টাকা	টাকা		টাকা		টাকা		
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য		
			সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)	সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		সংস্থার অর্থ (নিজস্ব)		
			সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)		সংস্থার অর্থ (ECA)		
			-	কৌণ্ড অর্থায়ন (%)		-		কৌণ্ড অর্থায়ন (%)		কৌণ্ড লক্ষ্যমাত্রা (%)
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭২	২৩১৯০১	জালালি দক্ষতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি কার্যক্রমে অর্থায়ন প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১), জাইকা, অনুমোদিত, [মোঃ রেজাউল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৯২৮.০৪	২০৪৬.৭৫	২৯.৫৪%	৯৮৭.০০	১৮৩.৫০	৯৬৩.৬০	৯৭.৬৩%	১০০.০০ %
			২৩২৫.১০	৬৬১.৭৫	২৮.৪৬%	৩৩৭.০০		৩১৯.৬০	৯৪.৮৪%	---
			৪৬০২.৯৪	১৩০৮.০০	৩০.০৯%	৬৫০.০০		৬৪৪.০০	৯৯.০৮%	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			---	৪৯.৪৫%	---	৯৮.১৬%		১০০.০০ %		
৭৩	২৩১৯০২	নবায়নযোগ্য জ্বালানির রিসোর্স এনালিসিসেট ও পাইটিং বিষয়ক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প, (০১/০৭/২০২০ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোহাম্মদ শোভান সরকার ই কার্যদাতা (ফুণ্ড-সচিব)]	৩০২৪.০০	২০৮.৫৬	৬.৯০%	৫০০.০০	১৯০.৫০	৪২০.৬৪	৮৪.১৩%	১০০.০০ %
			৬৭২.০০	১৫৮.৮৫	২৩.৬৪%	১৯০.০০		১৮২.২২	৯৫.৯০%	---
			২৩৫২.০০	৪৯.৭১	২.১১%	৩১০.০০		২৩৮.৪২	৭৬.৯১%	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
---	১১০.০০%	---	১০০.০০%	১০০.০০ %						
বিপিভিবি-আরপিএল পাওয়ারহোল্ডিং										
৭৪	২৪১৮০১	মিরসরাই ১৫০ মে.ও. জুকেলা জুকেলা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১০৬৮১৯.৭৩	৯০২১৯.৬৪	৮৪.৪৬%	২৫৪৯.০০	২৫৫০.০০	২৫৪৯.০০	১০০.০০%	১০০.০০ %
			৯৩১৩৭.২৫	৮৮০১৭.৮৮	৯৪.৫০%	২৫৫০.০০		২৫৫০.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			১৩৬৮২.৪৮	১১০০.৮৮	৮.০৫%	২৯৯.০০		২৯৯.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
---	৯৭.৫০%	---	৯৮.০০%	১০০.০০ %						
নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লি.										
৭৫	২৫১৯০১	নর্দান ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড এলাকার পাঁচ লক্ষ স্মার্ট গ্রি-পেমেন্ট মিটার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ মাহবুবুল আলম চৌধুরী (তত্ত্বাবধায়ক)]	৩৯৯৫২.০৮	১৮০২৭.৭৭	৪৫.১২%	২২০০০.০০	২০৮০১.৬৭	২১৮৯৪.০১	৯৯.৫২%	১০০.০০ %
			৩৯৯৫২.০৮	১৮০২৭.৭৭	৪৫.১২%	২০৮০২.০০		২০৬৯৬.০১	৯৯.৪৯%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			০	০	০.০০%	১১৯৮.০০		১১৯৮.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
---	৫০.২৫%	---	১০০.০০%	১০০.০০ %						
৭৬	২৫১৯০২	রাজশাহী বিভাগ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২), অনুমোদিত, [এ বি এম হামিদুর রহমান (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১০৫৬৪৩.৬৩	২১৮৬৯.৩৬	২০.৭০%	২০৩০৭.০০	১৯৯৫৬.০০	২০৩০৭.০০	১০০.০০%	১০০.০০ %
			১০৫৬৪৩.৬৩	২১৮৬৯.৩৬	২০.৭০%	১৯৯৫৬.০০		১৯৯৫৬.০০	১০০.০০%	---
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%	---
			০	০	০.০০%	৩৫১.০০		৩৫১.০০	---	---
			০	০	০.০০%	০		০	---	---
---	৩১.০০%	---	১০০.০০%	১০০.০০ %						

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক আইডি	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম, স্বাক্ষরকারী, কাল, প্রকল্প সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়		২০২১-২০২২ এর কumulatived আয়শক্তি		আরওউপ বরাদ্দ	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ে কumulatived অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর আয়শক্তি ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মোট	টাকা	মোট	আর্থিক আয়শক্তি শতকরা (%)			মোট	টাকা	আর্থিক আয়শক্তি শতকরা (%)
			প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য		প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্প সাহায্য	
			সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)		সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	সহায়ার অর্থ (নিজস্ব)	
			সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)		সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)	সহায়ার অর্থ (ECA)	
			-			মৌলিক আয়শক্তি (%)	-	মৌলিক আয়শক্তি (%)			মৌলিক লক্ষ্যমাত্রা (%)
			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
৭৭	২৫১৯০০	রংপুর বিকাশ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ও উপকেন্দ্র সম্প্রসারণ এবং পুনর্বাসন প্রকল্প, (০১/০১/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২২), অদুমোদিত, [মোট আনু হেনা মোড়কা কামাল]	১০৮৮৬০.০৮	২০৫৫৫.২৬	১৮.৮৮%	৩০৮৬৩.০০	৩০৫১২.০০	৩০৮৬৩.০০	১০০.০০%	১০০.০০%	
			১০৮৮৬০.০৮	২০৫৫৫.২৬	১৮.৮৮%	৩০৫১২.০০		৩০৫১২.০০	১০০.০০%	---	
			০	০	০.০০%	০		০	০.০০%		
			০	০	০.০০%	৩৫১.০০		৩৫১.০০	---		
			০	০	০.০০%	০		০	--		
			---		২৯.৯৮%	---			১০০.০০%	১০০.০০%	



সিলেট ২২৫ মেগাওয়াট কন্সট্রাক্ট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

খ. ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে
অন্তর্ভুক্ত নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্প আইডি	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন প্রকল্প সাধারণের উৎস	জু-জুন ২০২১ এর ত্রৈমাসিক অগ্রগতি			আরএডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২১ - জুন ২০২২ এর অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা		
			মেটি	মেটি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	মেটি	মেটি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরা (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	
			সংস্থার অর্থ (মিলজন্ম)	সংস্থার অর্থ (মিলজন্ম)		সংস্থার অর্থ (মিলজন্ম)	সংস্থার অর্থ (মিলজন্ম)			
			সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)	সংস্থার অর্থ (ECA)				
-	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড										
১	1E+05	কনস্ট্রাকশন অব ৪০০ মে.ও. +/- ১০% কনক্রিট সাইকেল পাওয়ার প্রান্ট এট রাউজান, চট্টগ্রাম, (০১/০১/২০২০ হতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মুন্সী বশীর আহমেদ (প্রধান প্রকৌশলী)]	২০৮৭১২.০৬	০.০০	০.০০ %	১১০.০০	১১৫.৯০	১০৫.৩৬ %	১০০.০০ %	
			২০৮৭১২.০৬	০.০০	০.০০ %	১১০.০০	১১৫.৯০	১০৫.৩৬ %		
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০	০	০.০০ %		
			---	০.০০ %	---	০.০০ %	০.০০ %			
২	S-111801	শাহরীবাজার ১০০ মে.ও. গ্যাস টারবাইন্ড পাওয়ার প্রান্ট নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২২), সং. অনুমোদিত, [এ. কে. মফিজউদ্দিন আহমেদ (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	৯১০৯২.৯২	৮৯০১২.৪১	৯৭.৭২ %	১.০০	০	০.০০ %	১০০.০০ %	
			৯১০৯২.৯২	৮৯০১২.৪১	৯৭.৭২ %	১.০০	০	০.০০ %		
			০.০০	০.০০	০.০০ %	০	০	০.০০ %		
			---	৯৭.৮০ %	---	৮৯.৫৫ %	১০০.০০ %			
রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লি.										
৩	S-111802	ময়মনসিংহ ৩৬০ (+/-১০%) মে.ও. ডুরেল ফুরেল (গ্যাস/এইচএসডি) কনক্রিট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (০১/০১/২০২২ হতে ৩১/১২/২০২৪), অনুমোদিত, [মোয় বেগাউল কবীর (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)]	১৯৫৭২৮.৮৮	০.০০	০.০০ %	২৯৩৫৯.০০	২৯৮১৬.৪৮	১০১.৫৬ %	১০০.০০ %	
			৫৩৪৯৪.২২	০.০০	০.০০ %	৮০২৪.০০	৮৪৩৬.৪০	১০৫.১৪ %		
			১৪২২৩৪.৬৬	০.০০	০.০০ %	২১৩৩৫.০০	২১৩৮০.০৮	১০০.২১ %		
			---	০.০০ %	---	১০০.০০ %	১০০.০০ %			





বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.powerdivision.gov.bd
www.mpemr.gov.bd

